সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

মহাভারত

বিরাটপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ব্যাস বর্ণন ও অজ্ঞাত বাসের মন্ত্রণা।

বন্দ মহামুনি ব্যাস তপস্বী তিলক।
মহামুনি পরাশর যাঁহার জনক ॥
বেদ শাস্ত্রোপর নিষ্ঠ শুদ্ধবুদ্ধি ধীর।
নীলপদ্ম আভা জিনি কোমল শরীর ॥
কনকাভা জটাভার শিরে শোভা করে।
প্রচণ্ড শরীর পরিধান বাঘাম্বরে ॥
নয়নযুগল দীপ্ত উজ্জ্বল মিহির।
পদযুগে কত মণি শোভে নখশির ॥
ভাগবত ভারত ও যতেক পুরাণ।
যাঁহার কমল মুখে সবার নির্ম্মাণ ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা আর বেদ চারিখান।
ঋক যজু সাম আর অথর্ব্ব বিধান ॥
মৎস্যগন্ধা গর্ভে যাঁর দ্বীপেতে উৎপত্তি।
বাল্যকালাবধি যাঁর তপস্যা সম্পত্তি ॥
প্রণতি করিয়া মুনি চরণ-পঙ্কজে।
পরম আনন্দে কাশীদাস সদা ভজে ॥
বেদ রামায়ণে আর পুরাণ ভারতে।
লিখিত যতেক তীর্থ আছে ত্রিজগতে ॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিচারিয়া বুঝ পুনঃ পুনঃ।
আদি অন্ত অভ্যন্তরে গাঁথা হরিগুণ ॥
জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন।
দুর্য্যোধন-ভয়ে পূর্ব্বে পিতামহগণ ॥
বিরাটনগর মধ্যে রহিল অজ্ঞাতে।
বৎসরেক নির্ব্বাহ হইল কোনমতে ॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুন মহারাজ।
দ্বাদশ বৎসর ছিল অরণ্যের মাঝ ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব পাঞ্চালী সহিত।
বহু দ্বিজগণ সঙ্গে ধৌম্য পুরোহিত ॥
বলেন সবার প্রতি ধর্ম্মের তনয়।
সবে জান হইয়াছে পূর্ব্বের নির্ণয় ॥
দ্বাদশ বৎসর অন্তে অজ্ঞাত বছর।
অজ্ঞাত রহিতে হবে পঞ্চ সহোদর ॥
বৎসরের মধ্যে যদি বিদিত হইবে।
পুনরপি দ্বাদশ বৎসর বনে যাব ॥
বিচারিয়া কহ সবে ইহার বিধান।
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিব কোন্ স্থান ॥
সেই দিন হবে কালি অজ্ঞাত প্রভাত।
বিচারিয়া কর যুক্তি আমার সাক্ষাত ॥
শুনি ভীম কহিলেন রাজারে চাহিয়া।
তোমা আর পার্থ বীরে উপেক্ষা করিয়া ॥
মম অগ্রে যুঝিবেক পৃথিবীর মাঝ।
হেন জন নয়নে না দেখি মহারাজ ॥

মৃত্যু সম বনে দুঃখ দ্বাদশ বৎসর।
বঞ্চিলাম তোমার নিকটে নরবর॥
পাণ্ডবের পতি তুমি পাণ্ডবের গতি।
তুমি যেই পথে যাবে, সবে সেই পথি॥
কহিলেন ধর্ম্মরাজ দ্বিজগণ প্রতি।
সবে জান আমাকে যা কৈল কুরুপতি॥
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিব লুকাইয়া।
ততদিন যথা স্থানে সবে রহ গিয়া॥
দ্বিজগণে মেলানি করিলা নৃপমণি।
পড়িলেন মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ধরণী॥
ভ্রাতৃগণ ধৌম্য আদি যত দ্বিজ আর।
রাজারে বুঝান সবে বিবিধ প্রকার॥
বিপদকালেতে রাজা অধৈর্য্য না হবে।
ধীর হৈলে শত্রুগণে বিজয় করিবে॥
বড় বড় রাজাগণ বিপদে পড়িয়া।
পুনরপি রাজ্য সাধে মন্ত্রণা করিয়া॥
সন্নিকটে না থাকিয়া অন্তরে থাকিবে।
লাভালাভ না বিচারি অনুজ্ঞা রাখিবে॥
ভ্রাতৃবন্ধু পূর্ব্বেতে রাজার নাহি প্রীত।
নৃপতি করেন কর্ম্ম অতি মনোনীত॥
আমি কি কহিব তোমা পণ্ডিত সকলে।
কাল কাটি পুনরপি আইস কুশলে॥
এত শুনি উঠিয়া পাণ্ডব পঞ্চজন।
প্রদক্ষিণ করি ধৌম্য চলেন তখন॥
কাম্যবন ছাড়িয়া যমুনা হৈল পার।
মধ্যে শাল্য দক্ষিণেতে পাঞ্চাল বিস্তার॥
শূরসেন রাজ্যমধ্যে করিয়া প্রবেশ।
পদব্রজে চলি যান বিরাটের দেশ॥
মৎস্যদেশ ছাড়ি গেল ধৌম্য তপোধন।
শ্রমযুক্তা কৃষ্ণা রাণী বলয়ে বচন॥
চলিবার শক্তি আর না হয় নৃপতি।
আজি নিশি এই ঠাঁই করহ বসতি॥
নিকটে না দেখি দূর বিরাট নগর।
কালি প্রাতে যাইব অজ্ঞাত নরবর॥
নৃপতি বলেন কালি হইবে অজ্ঞাত।
বিদিত হইলে লোকে হইবে অনর্থ॥

পার্শ্বে ডাকি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের তনয়।
দ্রৌপদীরে স্কন্ধে করি লহ ধনঞ্জয়॥
আজ্ঞামাত্রে ধনঞ্জয় করিলেন স্কন্ধে।
ঐরাবত স্কন্ধে যেন ইন্দ্রাণী আনন্দে॥
নগর বিরাট যে হইল কতদূর।
ভ্রাতৃগণে বলিলেন ধর্ম্মের ঠাকুর॥
সশস্ত্র নগরে যদি করিব প্রবেশ।
দৃষ্টিমাত্রে সর্ব্বলোক চিনিবে বিশেষ॥
বাল বৃদ্ধ যুবাতে গাণ্ডীব ধনু খ্যাত।
হেন স্থানে রাখ যেন লোকে নহে জ্ঞাত॥
অর্জ্জুন বলেন এই দেখ শমীদ্রুম।
ভয়ঙ্কর শাখা সব পরশয়ে ব্যোম॥
আরোহিতে না পারিবে অন্য কোন্ জন।
ইহাতে রাখি যে অস্ত্র যদি লয় মন॥
অর্জ্জুনের বাক্যে রাজা করেন স্বীকার।
হেনমতে রাখ যেন না হয় প্রচার॥
তবে ত গাণ্ডীব ধনু খসাইয়া গুণ।
গদা শঙ্খ আদি যত অস্ত্রপূর্ণ তূণ॥
বসন আচ্ছাদি সব একত্র করিয়া।
রাখিলেন উচ্চতর শাখাতে বান্ধিয়া॥
নিকটে তাহার যত ছিল গোপগণ।
সবাকারে পুনঃ পুনঃ বলেন বচন॥
পথেতে আসিতে বৃদ্ধা জননী মরিল।
অগ্নির সংযোগে বৃক্ষে রাখা গেল॥
কুলক্রমে আমার আছয়ে এই পণ।
কিবা অগ্নি দহি কিবা এই মম মন॥
তবে জয় বিজয় জয়ন্ত জয়ৎসেন।
জয়দ্বল নাম পঞ্চ গুপ্তে রাখিলেন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

পঞ্চপাণ্ডবের বিরাট সভায় প্রবেশ।

কাঁখেতে দেবন মণি মাণিক্যের সাজ।
সভামধ্যে প্রথমে গেলেন ধর্ম্মরাজ॥
যুধিষ্ঠির রূপ দেখি মুগ্ধ মৎস্যপতি।
সভালোকে চাহিয়া জিজ্ঞাসে শীঘ্রগতি॥

এই যে পুরুষ আসে কন্দর্প আকার।
কেহ কভু ইহাকে কি দেখিয়াছ আর॥
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য সম প্রভা কলেবর।
ঐরাবত সম গতি পরম সুন্দর॥
কাঞ্চন পর্ব্বত যেন ভূমে শোভা পায়।
আমার সভায় আসে বুঝি অভিপ্রায়॥
ক্ষত্রিয় লক্ষণ সব ব্রাহ্মণের নয়।
রাজচক্রবর্ত্তী প্রায় সর্ব্ব তেজোময়॥
যে কাম্য করিয়া ইনি আসিছেন হেথা।
ক্ষত্র হৌক দ্বিজ হৌক করিব সর্ব্বথা॥
এত বিচারিতে উপনীত ধর্ম্মরাজ।
কল্যাণ করিয়া দাণ্ডাইল সভামাঝ॥
নমস্কার করিয়া বিরাট মৃদুভাষে।
বিনয় পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজেরে জিজ্ঞাসে॥
কে তুমি কোথায় বাস এলে কোথা হৈতে।
কোন্ কুল গোত্রে জন্ম কেমন বংশেতে॥
যে কাম্য তোমার মাগি লহ মম স্থান।
রাষ্ট্র পুর গৃহ দণ্ড ছত্র আর যান॥
তোমারে দেখিয়া মম হেন মনে লয়।
যাহা মাগ তাহা দিব করেছি নিশ্চয়॥
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্ম অধিকারী।
বৈরাগ্য আমার গোত্র কঙ্কনামধারী॥
যুধিষ্ঠির রাজার ছিলাম আমি সখা।
কিছু ভেদ নাহি ছিল যেন আত্মা একা॥
শত্রু নিল রাজ্য, বনে গেল পঞ্চভাই।
তাঁর সম লোক আমি চাহিয়া বেড়াই॥
পাশা খেলাইতে আমি বিশেষ নিপুণ।
হেথা আইলাম রাজা শুনি তব গুণ॥
এত শুনি মৎস্যরাজ বলয়ে হরিষে।
সদাই আমার বাঞ্ছা এমত পুরুষে॥
দৈবযোগে মম ভাগ্যে তোমারে পাইনু।
রাজ্যধন তোমারে সকল সমর্পিনু॥
আমার সদৃশ হৈয়া থাকহ সভায়।
যত মন্ত্রী সবাই সেবিবে তব পায়॥
এতশুনি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
কোন দ্রব্য আমার না হয় প্রয়োজন॥
হবিষ্য আহারী আমি শয়ন ভূমিতে।
কেহ যদি মাগে তবে লব তোমা হৈতে॥
হেনমতে তথায় রহেন যুধিষ্ঠির।
কতক্ষণে উপনীত বৃকোদর বীর॥
হাতেতে করিয়া চাটু মৃগপতি গতি।
হেমন্ত পর্ব্বত প্রায় কিবা যুথপতি॥
সভাতে প্রবেশে যেন বাল সূর্য্যোদয়।
দেখি বিরাটের মনে হইল বিস্ময়॥
রাজার সভাতে উপনীত বৃকোদর।
জয় হ'ক বলিয়া তুলিল দুই কর॥
চতুর্ব্বর্ণ শ্রেষ্ঠ আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ।
গুরু-উপদেশে পারি করিতে রন্ধন॥
আমা সম রন্ধনে নাহিক সূপকার।
মল্লযুদ্ধাভ্যাস কিছু আছয়ে আমার॥
এত শুনি মৎস্যপতি বলেন বচন।
সূপকার তোমারে না লাগে মম মন॥
কুবের ভাস্কর যেন শোভিয়াছে ভূমি।
সর্ব্বক্ষিতি পালনের যোগ্য হও তুমি॥
সূপকারযোগ্য তুমি নও কদাচন।
এত শুনি বৃকোদর বলিল বচন॥
যুধিষ্ঠির রাজার ছিলাম সূপকার।
আমাতে বড়ই প্রীতি আছিল রাজার॥
সিংহ ব্যাঘ্র বৃষ আর মহিষ বারণ।
যাহা সহ যুঝাইবা দিব আমি রণ॥
মল্লযুদ্ধে আমা সম নাহিক মানুষে।
আমারে পুষিল রাজা কৌতুক বিশেষে॥
বল্লভ আমার নাম দিল ধর্ম্মরাজ।
তাহার অভাবে ভ্রমি পৃথিবীর মাঝ॥
বিরাট কহিল এতে না হয় সংশয়।
তোমার এ সব কথা চিত্র কিছু নয়॥
সসাগরা পৃথিবী শাসিতে যোগ্য তুমি।
যে কামনা তোমার অবশ্য দিব আমি।
আমার আলয়ে যত আছে সূপকার।
সবাকার উপরে তোমার অধিকার॥
এত বলি রন্ধন-গৃহেতে পাঠাইল।
এমতে রহিল ভীম কেহ না জানিল॥

তবে কতক্ষণে আইলেন ধনঞ্জয়।
স্ত্রীবেশ কুণ্ডল শঙ্খ কর্ণেতে শোভয়॥
দীর্ঘকেশ বেণী নামিয়াছে পৃষ্ঠোপরে।
ভূমিকম্প যেন মত্তগজ পদভরে॥
দূরে থাকি সবারে জিজ্ঞাসে মৎস্যপতি।
এই যে আইসে যুবা ছদ্ম নারীজাতি॥
পূর্ব্বে কি ইহারে কভু দেখিয়াছ আর।
মনুষ্য না হয় এই দেবের কুমার॥
ইহা দেখি অসম্ভব হয়েছে সবাকে।
কেবা এ বুঝহ শীঘ্র আসিছে হেথাকে॥
অর্জ্জুন বলেন আমি হই যে নর্ত্তক।
সেই হেতু বহুকাল আমি নপুংসক॥
নৃত্য গীতে মম সম নাহিক ভুবনে।
শিখাইতে পারি আমি দেবকন্যাগণে॥
বিরাট বলিল ইহা নাহি লয় মন।
এ কর্ম্মের যোগ্য তুমি নহ কদাচন॥
এই নারীবেশ তুমি ধরিয়াছ গায়।
তোমার অঙ্গেতে ইহা শোভা নাহি পায়॥
ভূতনাথ অঙ্গে যেন ভস্ম আচ্ছাদিল।
দিনকর তেজ যেন মেঘেতে ঢাকিল॥
তোমার এ ভুজতেজ যে ধনু সহিল।
যে ধনুর তেজে সব পৃথিবী কাঁপিল॥
পার্থ বলিলেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
তাঁর ভার্য্যা দ্রৌপদীর ছিলাম গায়ন॥
শত্রু রাজ্য নিল তারা প্রবেশিল বন।
এই হেতু তব রাজ্যে আইনু রাজন॥
আমি নপুংসক রাজা নাম বৃহন্নলা।
নৃত্য গীত বাদ্য শিক্ষা দেই রাজবালা॥
রাজা বলিলেন তুমি রহ মম পুরে।
কন্যা সমর্পণ আমি করিনু তোমারে॥
জন পুত্র দারা রাখ এই পুর।
ত্রি তুল্য তুমি এই রাজ্যের ঠাকুর॥
উত্তরাদি কন্যা যত আছে মম পুরে।
নৃত্য-গীত-বিশারদ করহ সবারে॥
এত বলি অন্তঃপুর মধ্যে পাঠাইল।
তে রহেন পার্থ কেহ না জানিল॥

কতক্ষণে নকুল করিল আগমন।
দূরে থাকি মুহুর্মুহু দেখিল রাজন।
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হৈল শশধর।
সূতবেশ তুরঙ্গ প্রবোধ বাড়ি কর॥
দুই ভিতে অশ্বগণ করে নিরীক্ষণ।
মদমত্ত গতি যেন প্রমত্ত বারণ॥
প্রণমিয়া দাণ্ডাইল রাজসভা স্থানে।
মধুর কোমল ভাষে নৃপতিরে ভণে॥
অশ্ব-চিকিৎক আমি শুন গুণধাম।
জীবিকার্থে আইনু গ্রন্থিক মম নাম॥
রাজা বলে এলে তুমি কোন্ দেশ হৈতে।
দেবপুত্র প্রায় তোমা লয় মম চিতে॥
নকুল বলিল কুরু ধর্ম্মের নন্দন।
লক্ষ লক্ষ অশ্ব তাঁর না যায় গণন॥
সর্ব্ব অশ্ব পালিতে আমারে নিয়োজিল।
আমার পালনে অশ্বগণ বৃদ্ধি পাইল॥
কড়িয়ালি দেই আমি যে অশ্বের মুখে।
কোন কালে তার দুষ্টভাব নাহি থাকে॥
রাজা বলিলেন মম যত অশ্বগণ।
সকল রক্ষার্থ তোমা করিনু অর্পন॥
নকুল করিল অশ্ব-গৃহেতে গমন।
কতক্ষণে সহদেব দিল দরশন॥
বালসূর্য্য যেমন উদয় পূর্ব্বভিতে।
অগ্নিশিখা যেন যজ্ঞে দেখি আচম্বিতে॥
গোপজাতি যেন ধরিয়াছে নটবেশ।
গোপুচ্ছ পুচ্ছের দড়ি আছয়ে বিশেষ॥
রাজা সহ বিস্মিত যতেক সভাজন।
প্রণাম করিয়া বলে মাদ্রীর নন্দন॥
জীবিকার্থে আইলাম তোমার নগর।
গাভীরক্ষা হেতু মোরে রাখ নরবর॥
আমার রক্ষণে গাভী ব্যাধি নাহি জানে।
ব্যাঘ্রভয় চোরভয় নাহি কদাচনে॥
বিরাট বলিল এতে তুমি যোগ্য নহ।
কে তুমি কি নাম ধর সত্য করি কহ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কামদেব জিনি তব মূর্ত্তি।
তব বুদ্ধি পরাক্রমে রাজচক্রবর্ত্তী॥

বৃহস্পতি শুক্র সম নীতি তব ভাষ।
খড়গধারী হস্ত তব ছদ্মধারী পাশ॥
সহদেব বলে জান পাণ্ডুর নন্দন।
তাঁহার যতেক গাভী লোকে অগণন॥
করিতাম সেই সব গোধন পালন।
মম গুণে প্রীত ছিল পাণ্ডুর নন্দন॥
আর এক মহৎকর্ম্ম জানি নরনাথ।
ভবিষ্যৎ ভূত বর্ত্তমান মম জ্ঞাত॥
পৃথিবীর মধ্যেতে যতেক কর্ম্ম হয়।
গৃহেতে বসিয়া তাহা জানি মহাশয়॥
ধর্ম্মরাজ-সভাতে ছিলাম চিরকাল।
যুধিষ্ঠির মোরে নাম দেন অরিষ্টপাল॥
রাজা বলিলেন সব সম্ভবে তোমারে।
যে কাম্য তোমার থাকে লহ মম পুরে॥
যত মম আছে গাভী আর রক্ষিগণ।
তোমারে দিলাম সর্ব্ব করহ পালন॥
এমত কহিয়া সহদেবে মহামতি।
পঞ্চজনে বাঞ্ছামত দিলা নরপতি॥
মৎস্যদেশে পাণ্ডবেরা রহিল গোপনে।
অস্তগিরি মধ্যে যেন সহস্র কিরণে॥
অগ্নি যেন আছিল ভস্মের মধ্যে লুকি।
কেহ না জানিল সবে অনুক্ষণ দেখি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

———

বিরাটপুরে দ্রৌপদীর প্রবেশ ও রাণীর সহিত কথোপকথন।

তবে কতক্ষণে কৃষ্ণা প্রবেশে নগরে।
চতুর্দ্দিকে স্ত্রী পুরুষ ধায় দেখিবারে॥
ক্লেশেতে মলিন মুখ দীর্ঘ মুক্তকেশা।
পিন্ধন মলিন জীর্ণ সৈরিন্ধ্রীর বেশা॥
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসেন যত নারীগণ।
কে তুমি একাকী ভ্রম কিসের কারণ॥
তোমার রূপের সীমা বর্ণনা না যায়।
দেবকন্যা কিন্নরী অপ্সরী অভিপ্রায়॥

সবারে প্রবোধি কৃষ্ণা বলে এই বাণী।
সৈরিন্ধ্রীর কর্ম্ম করি নরজাতি আমি॥
এমতে বেষ্টিত লোকে ভ্রমে দেবী কৃষ্ণা।
প্রসাদে থাকিয়া তাহা দেখিল সুদেষ্ণা॥
কৈকেয় রাজার কন্যা বিরাট মহিষী।
কৃষ্ণারে আনিল শীঘ্র পাঠাইয়া দাসী॥
আদর করিয়া তারে যতেক কামিনী।
অন্তঃপুরে ল'য়ে গেল যথা রাজরাণী॥
শত শত রাজকন্যা সুদেষ্ণা বেষ্টিতা।
দ্রৌপদীরে দেখি সবে হইল লজ্জিতা॥
নাকে হস্ত দিয়া সবে করে নিরীক্ষণ।
স্তব্ধ হ'য়ে অনুমান করে মনে মন॥
কতক্ষণে জিজ্ঞাসিল বিরাটের রাণী।
দেবকন্যা হয়ে কেন ভ্রমহ অবণী॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
সাধুজন করে পান নাশিবারে ক্ষুধা॥

———

সুদেষ্ণা কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর রূপ বর্ণন।

কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী, হরপ্রিয়া হৈমবতী,
সাবিত্রী কি ব্রহ্মার গৃহিণী।
রোহিণী চন্দ্রের রামা, রতিসতী তিলোত্তমা,
কিবা হবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥
তোমার অঙ্গের আভা, ম্লান করিলেক সভা,
তারা যেন চন্দ্রের উদয়ে।
তোমার শরীর দেখি, নিমিষ না ধরে আঁখি,
ঘন ঘন কম্পিত হৃদয়ে॥
শশী নিন্দি মুখপদ্ম, করিয়াছ কেন ছদ্ম,
এ বেশ তোমার নাহি শোভে।
পেয়ে তব অঙ্গঘ্রাণ, ত্যজিয়া কুসুমোদ্যান,
অলিবৃন্দ ধায় মধুলোভে॥
মৃগনেত্রে জিনি অক্ষ, কামশর হৈল তীক্ষ্ণ,
বাজিলে মরিবে কামরিপু।
কণ্ঠ তব কম্বু জিনি, ওষ্ঠ পক্কবিম্ব গণি,
পঞ্চশর লিপ্ত তব বপু।
রক্ত কর কোকনদ, রক্ত কোকনদ পদ,
রক্তযুক্ত অরুণ অধর।

কচঞ্চু জিনি নাসা, সুধার সদৃশ ভাষা,
ভুজযুগ জিনি বিষধর ॥
…র নিতম্ব কুচে, গগননিবাসী ইচ্ছে,
মৃগপতি জিনি মধ্যদেশ।
…পূর্ণ কাদম্বিনী, কিবা চারু চকোরিণী
মুক্ত দেখি কেন হেন কেশ ॥
…দেখ বরাননে, তোমা দেখি তরুগণে
লম্বিত হইল শাখা সহ:
…নামিলা তুমি, কি হেতু ভ্রমহ ভূমি,
না ভাণ্ডিও সত্য মোরে কহ ॥
…যোগ্য পতি, মানুষে না দেখি সতী,
কিবা দেব দিক্‌পালগণ।
…দরশনে, মোহ গেল নারীগণে,
পুরুষ না জীয়ে কদাচন ॥
…র বাক্য শুনি, মধুর কমল বাণী,
সবিনয়ে বলয়ে পার্ষতী।
…গান্ধর্ব্বী আমি,মানুষী নিবাস ভূমি,
…াহারা সৈরন্ধ্রীর জাতি ॥
…করি মোরে, রাখহ আপন ঘরে,
সেবা করি রহিব তোমার।
…উচ্ছিষ্ট ভাত, না দিব চরণে হাত,
এই মাত্র নিয়ম আমার ॥
…পাঁতি,ভাল জানি নিত্য গাঁথি,
…মালা জানি যে বিশেষ।
…কজ্জল আদি, রত্ন আভরণ নিধি,
বিচিত্র জানি যে কেশ বেশ ॥
…ন্দের প্রিয়তমা, মহাদেবী সত্যভামা,
বহুকাল সেবিলাম তাঁকে।
…রে নৈপুণ্য দেখি, পাণ্ডবের প্রিয়সখি,
কৃষ্ণা মাগি নিলেন আমাকে ॥
…একপ্রাণ, ইথে না জানিহ আন,
চিরকাল বঞ্চিলাম তথা।
…শত্রুগণে, পাণ্ডুপুত্র গেল বনে,
তেঁই আমি আইলাম হেথা ॥
বিরাট পর্ব্বের কথা, বিচিত্র ভারত-গাঁথা,
সর্ব্বদুঃখ শ্রবণে বিনাশ।

কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

দ্রৌপদীর সহিত সুদেষ্ণার কথোপকথন

রাণী বলে সৈরন্ধ্রী তোমার রূপ দেখি।
স্ত্রীজাতি হইয়া পালটিতে নারি আঁখি ॥
নৃপতি দেখিয়া লোভ করিবে তোমারে।
মম শক্তি নহিবে বারণ করিবারে ॥
তোমা দেখি আদর না করিবে আমারে।
আমি উদাসীন হ'ব রাখি তোমা ঘরে ॥
আপনার দ্বারে কাঁটা রোপিব আপনে।
কর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর লক্ষণে ॥
এত শুনি কৃষ্ণা তবে বলে সুদেষ্ণারে।
অন্য দুষ্টা স্ত্রীর প্রায় না জান আমারে ॥
বিরাট হউন কিম্বা আর অন্য জন।
দুষ্টচিত্তে দেখিলে না জীবে কদাচন ॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বের আমি করি যে সেবন।
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চজন ॥
ছোঁবার থাকুক্ যে দেখিবে পাপচক্ষে।
মনুষ্য গণি কি দেব হৈলে মৃত্যু ভক্ষে ॥
দুঃখানলে দগ্ধ সদা মম স্বামীগণ।
না জীবেক যে আমাকে করিবে চালন ॥
দয়া করি আমাকে রাখহ যদি সতী।
পশ্চাতে জানিবা তুমি আমার প্রকৃতি ॥
না লব উচ্ছিষ্ট আর না ছোঁব চরণ।
পুরুষের ঠাঁই না পাঠাবে কদাচন ॥
সুদেষ্ণা বলিল যদি তোমার এ রীতি।
যথাসুখে মম পাশে রহ গুণবতী ॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি কৃষ্ণা হৃষ্টমনে।
এমতে রহিল সুখে বিরাট ভবনে ॥
সেবায় হইল বশ বিরাটের রাণী।
সুশীলে করিল বশ যতেক রমণী ॥
বিরাটের সভাপতি ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্ম ন্যায়ে বশ করিলেন সভাজন ॥
সপুত্রেতে আনন্দিত মৎস্য অধিকারী।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম সহ খেলে পাশাসারি ॥

পাশায় জিনিয়া ধর্ম্ম অনেক রতন।
নিভৃতে বাঁটিয়া লন যত ভ্রাতৃগণ ॥
ভীমের রন্ধনে তুষ্ট হইল রাজন।
বশ হৈল যত জন করিল ভোজন ॥
মল্লযুদ্ধে বড় তুষ্ট হইয়া রাজন।
অর্পণ করিল ভীমে কনক রতন ॥
অর্জ্জুনের দেখি নৃত্য গীত বাদ্যরস ;
অন্তঃপুরে-নারীগণ সবে হৈল বশ ॥
বহুকাল অশ্বগণ দুষ্টমতি ছিল।
নকুলের করস্পর্শে সবে শান্ত হৈল ॥
গাভিগণ বাড়িল হইল ক্ষীরবতী।
সহদেব-গুণে বশ হৈল মৎস্যপতি ॥
পাণ্ডবের-গুণে বশ মৎস্যপতি হৈল।
এইরূপে তথায় চতুর্থ মাস গেল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শঙ্করযাত্রা ও ভীমের মল্লযুদ্ধ।

পূর্ব্বাপর কৌলিক আছয়ে মৎস্যদেশে।
শঙ্কর নামেতে যাত্রা আরাধে মহেশে।
করিল শঙ্কর যাত্রা বিরাট রাজন্।
নানা দেশে হইতে আইল বহুজন ॥
দ্বিজ আদি চারি জাতি স্ত্রী পুরুষগণ ;
নৃত্য গীত মহোৎসব করে জনে জন ॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা শাস্ত্রের বিবাদ।
হস্তী হস্তী যুদ্ধ হয় ছাড়ি ঘোরনাদ ॥
কৌতুকে দেখেন তথা বিরাট রাজন।
পর্ব্বত আকার লক্ষ লক্ষ মল্লগণ ॥
মল্লগণ মধ্যে এক মল্ল বলবান।
সর্ব্ব মল্লগণ করে যাহার বাখান ॥
সর্ব্ব মল্লগণ মধ্যে ছাড়ে সিংহনাদ।
কে আছে আমার সঙ্গে করহ বিবাদ ॥
লাখে লাখে বড় বড় যত মল্ল ছিল।
অধোমুখ হ'য়ে কেহ উত্তর না দিল ॥
ডাকিয়া বলয়ে মল্ল নৃপতির প্রতি।
মোর সঙ্গে যুঝে হেন দেহ নরপতি ॥
চিন্তিয়া বিরাট তবে করিল স্মরণ।
সূপকার বল্লভেরে ডাকিল তখন ॥
বিরাট কহিল তুমি কহিয়াছ পূর্ব্বে।
এ মল্ল সহিত রণ কর তুমি এবে ॥
এ মল্ল সহিত পার যুদ্ধ করিবারে।
তোমারে তুষিব আজি রাজ-ব্যবহারে ॥
ভীম বলে নরপতি জানহ আপনে ;
যতেক কহিনু পূর্ব্বে উদর-ভরণে ॥
সে সব স্মরিয়া যদি চাহ বধিবারে।
এ মল্ল সহিত তবে যুঝাও আমারে ॥
মহাবলবান মল্ল পর্ব্বত আকার।
পেটার্থী ব্রাহ্মণ আমি জাতি সূপকার ॥
এ মল্ল সহিত যদি করাও সংগ্রাম ;
দ্বিজবধ ভয় না করিও পরিণাম ॥
শুনিয়া নিঃশব্দ হৈল মৎস্যের ঈশ্বর ;
কতক্ষণে কঙ্ক তবে করেন উত্তর ॥
যার যে আশ্রয়ে থাকে পণ্ডিত সুজন
যথাশক্তি তাঁর আজ্ঞা না করে হেলন।
পুনঃ পুনঃ মল্লগণ বলিছে রাজারে।
রাজার হ'য়েছে ইচ্ছা যুদ্ধ দেখিবারে
কর প্রীতি রাজারে দেখুক সর্ব্বজন।
একবার মল্লের সহিত করি রণ ॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি বীর বৃকোদর।
পুনরপি নৃপতিরে করিল উত্তর ॥
তোমার প্রসাদে আর কঙ্কের প্রসাদে ;
না জীবেক মল্ল আজি পড়িল প্রমাদে ॥
এত বলি রঙ্গসভা মধ্যে দাণ্ডাইল।
ডাক দিয়া বৃকোদর মল্লেরে কহিল ॥
যদি মৃত্যু ইচ্ছা তবে যুদ্ধ কর আসি ;
প্রাণ ইচ্ছা থাকে যদি পলাও প্রবাসী ॥
ভীমের বচন শুনি সে মল্ল কুপিল।
মহা পরাক্রম করি ভীমেরে ধরিল ॥
পর্ব্বত নাড়িতে কোথা বায়ুর শকতি।
না পারিল চালিবারে ভীম মহামতী ॥
ঈষৎ হাসিয়া ভীম ধরি দুই পায়।
অন্তরীক্ষে তুলিলেন ঘুরাইয়া তায় ॥

ক্ষুদ্র মীনে ধরে যেন গ্রাস করে নক্র।
আকাশে ঘুরায় যেন কুমারের চক্র॥
ঘুরাতে ঘুরাতে মল্ল ত্যজিল পরাণ।
ফেলাইয়া দিল ভূমে যেন লতাখান॥
দেখিয়া অদ্ভুত সবে মানে চমৎকার।
বিরাট নৃপতি হয় আনন্দ অপার॥
অনেক প্রসাদ তারে দিল নরপতি।
মল্ল নিবর্ত্তিয়া গেল যে যার বসতি॥
বার্ত্তা পেয়ে রাজ্যে যত ছিল মল্লগণ।
বৃকোদর সহিত করিল আসি রণ॥
অনেক মরিল শুনি কেহ না আইল।
ভীমের বিক্রমে বিরাট বশ হৈল॥
বড় বড় সিংহ ব্যাঘ্র মত্ত হস্তীগণ।
কৌতুকে ভীমের সঙ্গে করাইল রণ॥
নিমিষেতে অনায়াসে মারে বৃকোদর।
কৌতুক দেখেন রাজা স্ত্রীবৃন্দ ভিতর॥
এইরূপে তথা একাদশ মাস গেল।
আনন্দে পাণ্ডব পঞ্চ অজ্ঞাত রহিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার॥
শ্রবণে ভারত সর্ব্ব পাপের বিনাশ।
কাশীরাম দাস কহে কহিলেন ব্যাস॥

দ্রৌপদীর সহিত কীচকের সাক্ষাৎ ও মিলন বাঞ্ছা।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর।
অতঃপর কি করেন পঞ্চ সহোদর॥
মুনি বলে অবধান কর কুরুনাথ।
একাদশ মাস গত হইল অজ্ঞাত॥
সুদেষ্ণার সেবা কৃষ্ণা করে অনুক্ষণ।
হেনমতে দেখ তথা দৈবের ঘটন॥
কীচক নামেতে ছিল রাজ সেনাপতি।
একদিন দ্রৌপদীরে দেখিল দুর্ম্মতি॥
দৃষ্টিমাত্র কামবাণে হইল পীড়িত।
দ্রৌপদীর নিকটে হইল উপনীত॥
বলিতে লাগিল অতি মধুর বচনে।
হের অবধান কর পূর্ণ চন্দ্রাননে॥
অনিন্দিত তব অঙ্গ অনঙ্গমোহিনী।
নিরূপম রূপ তব প্রথম যৌবনী॥
হেথায় আছহ কভু আমি নাহি জানি।
এ রূপ-যৌবন কেন নষ্ট কর ধনি॥
তোমার অঙ্গের শোভা সুরমনোলোভা।
এ সব ভূষণ কি তোমার অঙ্গে শোভা॥
দেখিয়া তোমারে মন মজিল আমার।
কামবাণে দহে প্রাণ করহ উদ্ধার॥
গৃহ দারা পুত্র মম যত ধন জন।
সব ত্যজি লইলাম তোমার শরণ॥
সহস্র সহস্র মম আছে নারীগণ।
দাসী হ'য়ে সেবিবেক তোমার চরণ॥
রত্ন-অলঙ্কার যত লোকে মনোহর।
যথা ইচ্ছা ভূষণ করহ কলেবর॥
রতন মন্দিরে শয্যা রত্নসিংহাসন।
রত্ন-আভরণ পর শুনহ বচন॥
সকলের উপর হইবা ঠাকুরাণী।
যদি না করিবা না রাখিবা মম বাণী॥
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান।
এই দেখ হইয়াছে কণ্ঠাগত প্রাণ॥
কীচকের বাক্য শুনি কম্পে কলেবর।
ধর্ম্মেরে স্মরিয়া দেবী করিল উত্তর॥
সৈরিন্ধ্রী আমার জাতি বীভৎসরূপিণী।
আমারে এমত কভু না শোভে কাহিনী॥
এ সকল কহ নিজ কুলভার্য্যাগণে।
বংশবৃদ্ধি হবে যাতে থাকিবা কল্যাণে॥
পরদারে মন কৈলে না হয় মঙ্গল।
জীয়ন্তে অখ্যাতি ঘোষে পৃথিবীমণ্ডল॥
যতেক সুকৃতি তার সব নষ্ট হয়।
পরশ করিতে মাত্র হয় আয়ুঃক্ষয়॥
পুত্র দারা শোকে কষ্ট দরিদ্রলক্ষণ।
অল্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন॥
সকল বিনাশ হয় পরদারা প্রীতে।
কভু ত্রাণ নাহি তার নরক হইতে॥

পরদারা আমি তাহা জানহ আপনে।
পাপদৃষ্টি আমারে করিলে কি কারণে ॥
গন্ধর্ব্ব আমার পতি যদ্যপি দেখিবে।
কুটুম্ব সহিত তোরে নিমিষে মারিবে ॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বের আমি করি যে সেবন।
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চজন ॥
কালরাত্রি প্রভাত হইল আজি তোরে।
তেঁই হেন দুষ্টভাষা কহিস আমারে ॥
তুমি যে এমন ভাষা আমারে কহিলে।
রবিসুত কিঙ্কর ধরিল তোর চুলে ॥
সুবুদ্ধি পণ্ডিত যেই জ্ঞানবন্ত জন।
পরস্ত্রী দেখিলে হেঁট করয়ে বদন ॥
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি কীচক দুঃখিত।
কামবাণাঘাতে হ'য়ে অত্যন্ত পীড়িত ॥
কীচক ভগিনী হন বিরাটের রাণী।
তাঁর স্থানে কহে গিয়া সবিনয় বাণী ॥
অচেতন অঙ্গ প্রায় সঘনে নিশ্বাস।
কহিতে না পারে, কহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাষ ॥
ভগিনীরে যে বাক্য কহিতে না যুয়ায়।
কামে হতচিত্ত হ'য়ে লজ্জা নাহি পায় ॥
ভগিনী, দেখহ মম বাহিরায় প্রাণ।
যদি মোরে চাহ শীঘ্র কর পরিত্রাণ ॥
সৈরিন্ধ্রী আছয়ে যেই তোমার সদনে।
তাহারে আমায় দেহ তুমি এইক্ষণে ॥
না দিলে সোদর-হত্যা হইবে তোমার।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচর ॥
মধুর বলিয়া তোষে বিরাটের রাণী।
কেন হেন কহ ভাই অনুচিত বাণী ॥
দাসী ছার লাগি কেন ত্যজিবে জীবন।
দিবার হইলে আমি দিতাম এখন ॥
অভয় দিয়াছি আমি লয়েছে শরণ।
দুষ্টমতি নহে সেই বুঝিয়াছি মন ॥
চক্ষু মেলি নাহি চাহে পুরুষের পানে।
তব ভার্য্যা হৈতে তারে বলিব কেমনে ॥
আছয়ে গন্ধর্ব্ব পঞ্চ তাহার রক্ষণ।
শান্ত হও ত্যজ ভাই সৈরিন্ধ্রীতে মন ॥

কীচক বলিল শুন গন্ধর্ব্ব কি ছার।
কাহার শকতি হয় অগ্রেতে আমার ॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বেতে রক্ষা করে বলি কয়।
সহস্র গন্ধর্ব্ব হৈলে নাহি করি ভয় ॥
নষ্টা স্ত্রী-প্রকৃতি যাহা নাহি জান তুমি।
দুষ্টা স্ত্রীলোকের ঠাঁই শুনিয়াছি আমি ॥
ভ্রাতৃ কিম্বা পুত্র হোক্ একান্তে পাইলে।
বিহার করিতে ইচ্ছা হয় জানি ভালে ॥
মুখেতে সতীত্ব কহে অন্তরেতে আন।
সেইমত সৈরিন্ধ্রীরে কর অনুমান ॥
যদি মোরে চাহ তবে বল শীঘ্রগতি।
দাসী তারে কর ভয়, সোদরে অপ্রীতি ॥
রাণী বলে যত কহ কামের বশেতে।
মম বশ নহে সেই কহিব কিমতে ॥
সৈরিন্ধ্রী লইতে নিজ মরণ ইচ্ছিলে।
তেঁই হেন দুষ্কর্ম্মে ভগিনী নিয়োজিলে ॥
নিশ্চয় নিকট-মৃত্যু দেখি যে তোমার।
যাও শীঘ্র পাঠাইব করিয়া প্রকার ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য সামগ্রী রাখিবে গিয়া ঘরে।
সৈরিন্ধ্রী পাঠাব সুধা আনিবার তরে ॥
শান্তিকথা সব তারে কহিবে প্রথম।
শান্তিতে ভজিলে হয় সকল উত্তম ॥
এত শুনি শীঘ্র গৃহে করিল গমন।
যা বলিল ভগ্নী তাহা করিল তখন ॥
তবে কতক্ষণে বিরাটের পাটরাণী।
সৈরিন্ধ্রী ডাকিয়া কহে সুমধুর বাণী ॥
ক্রীড়ায় ছিলাম আমি তৃষ্ণায় পীড়িত।
ভ্রাতৃগৃহ হৈতে সুধা আনহ ত্বরিত ॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি যেন বজ্রাঘাত।
ভয়েতে কম্পয়ে কৃষ্ণা যেন রম্ভাপাত ॥
কৃষ্ণা বলে সুতপুত্র নির্লজ্জ দুর্ম্মতি।
তাঁর ঠাঁই যেতে মোরে না বলহ সতী ॥
প্রথমে তোমার স্থানে কহেছি সময়।
রাখিলা আপন গৃহে করিয়া অভয় ॥
আপন বচন দেবি করহ পালন।
সুধা আনিবারে তথা যাক্ অন্যজন ॥

…ার কোন্ কর্ম্মে আজ্ঞা কর রাজসুতা ।
…কর্ত্তব্য হ'লে তাহা করিব সর্ব্বথা ॥
শুনিয়া সুদেষ্ণা কহে ক্রোধে আরবার ।
প্রেষিণী লোকের কেন এত অহঙ্কার ॥
…থায় পাঠাব তথা করিবে গমন ।
…শয়ে বিশ্বস্ত তুমি বলি সে কারণ ॥
… শীঘ্রগতি সুধা আনহ ত্বরিতে ।
এত বলি সুধাপাত্র তুলি দিল হাতে ॥
এত শুনি দ্রৌপদীর চক্ষে বহে নীর ।
করযোড়ে প্রণমিল দেবতা মিহির ॥
সূর্য্যপানে চাহি দেবী করেন স্তবন ।
…সঙ্কটে দেব করহ তারণ ॥
পাণ্ডুপুত্র বিনা মম অন্যে নাহি মতি ।
কীচকের ঠাঁই মম কর অব্যাহতি ॥
…র্ত্তেকে সূর্য্যে স্তব দ্রৌপদী করিল ।
কৃষ্ণা রাখিবারে দেব রক্ষিগণ দিল ॥
রক্ষাতে সমর্থ যেন না হয় কীচক ।
অলক্ষিতে যাহ সঙ্গে রাক্ষস রক্ষক ॥
…তে আবৃতা যায় দ্রুপদনন্দিনী ।
…স্থানে যেতে যেন ডরায় হরিণী ॥
…হৈতে কীচক দেখিল দ্রৌপদীরে ।
প্রাসাদ হইতে ভূমে নামিল সত্বরে ॥
সমুদ্র তরিতে যেন পাইল তরণী ।
…রে চাহিয়া বলে সুমধুর বাণী ॥
… সুপ্রভাত মম হইল রজনী ।
… মোরে কৃপা করি আইলে আপনি ॥
এই গৃহ ধন জন সকলি তোমার ।
…বস্ত্র পর তুমি দিব্য অলঙ্কার ॥
… বলে তোমার ভগিনী পিপাসিতা ।
… দেহ ল'য়ে আমি যাইব ত্বরিতা ॥
কীচক বলিল কেন বলহ এমন ।
…আজ্ঞায় সুধা লবে অন্য জন ॥
… গেল শুভ তব হইল এখন ।
… সহস্র দাসী সেবিবে চরণ ॥
আসি বৈস তুমি এই রত্নসিংহাসনে ।
এত বলি ধরিতে চলিল সেইক্ষণে ॥

কীচকের দুষ্টাচার দেখিয়া পার্ব্বতি ।
ভূমিতে ফেলিয়া পাত্র ধায় শীঘ্রগতি ॥
অন্তঃপুরে গেলে দুষ্ট করিবেক বল ।
ভাবিয়া চলিল দেবী রাজ-সভাস্থল ॥
পিছে গড়াইয়া যায় কীচক দুর্ম্মতি ।
ক্রোধে সভামধ্যে চুলে ধরি মারে লাথি ॥
সূর্য্য-অনুচর সেই অলক্ষিতে ছিল ।
কীচকে ধরিয়া বলে ভূমিতে ফেলিল ॥
মূল কাটা গেল যেন বৃক্ষ পড়ে টলে ।
অচেতন হইয়া পড়িল ভূমিতলে ॥
রাজা সহ পাত্র-মিত্র বসিয়া সভায় ।
সবে দেখে দ্রৌপদীরে প্রহারিল পায় ॥
সভায় বসিয়াছিল বীর বৃকোদর ।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কম্পিত অধর ॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি ।
দেখিল যে অপমান পাইল পাঞ্চালি ॥
নয়ন-যুগল অগ্নিকণা বাহিরায় ।
দুপাটী দশন চাপি উঠিল সভায় ॥
সম্মুখে আছিল বৃক্ষ লইবারে যায় ।
অনুমতি পাইতে ধর্ম্মের পানে চায় ॥
অঙ্গুলি নাড়িয়া ধর্ম্ম চক্ষুতে চাপিল ।
অধোমুখ হ'য়ে ভীম সভাতে বসিল ॥
স্বামী সব বসিয়া দেখেন চারি পাশে ।
উচ্চৈস্বরে কান্দে কৃষ্ণা কহে অর্দ্ধভাষে ॥
ধর্ম্মাসনে বসিয়াছ মৎস্যের ঈশ্বর ।
বিনা অপরাধে মোরে মারিল বর্ব্বর ॥
দাসীরে মারিতে নারে রাজার সভায় ।
তোমা বিদ্যমানে মোরে প্রহারিল পায় ॥
দুষ্টলোকে রাজা দণ্ড নাহি করে যদি ।
তবে অন্তকালে তারে দণ্ড দেন বিধি ॥
অনাথা দেখিয়া মোরে দুষ্ট দুরাশয় ।
চুলে ধরি মারিলেক নাহি ধর্ম্মভয় ॥
ন্যায়মত রাজা যদি পালে প্রজাগণ ।
বহুকাল বৈসে সেই ইন্দ্রের ভুবন ॥
ন্যায় না করিয়া যদি উপরোধ করে ।
অধোমুখ হ'য়ে পড়ে নরক দুস্তরে ॥

জয়দ্রথ-ভয় হৈতে করিলা উদ্ধার।
জটাসুর মারিয়া করিলে প্রতিকার ॥
এখন কীচক-ভয়ে কর পরিত্রাণ।
তোমা বিনা রাখে এতে নাহি কোন জন ॥
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা হেতু বিচারিছ চিতে।
আজ্ঞা করেছেন তিনি কীচকে দণ্ডিতে ॥
তখনি বিদিত হৈত পূর্ণ সভামাঝা।
ধর্ম্মভয় করিয়া ক্ষমিলা মহারাজ ॥
এত শুনি চিন্তি ভীম বলিলা বচন।
না কর ক্রন্দন দেবি স্থির কর মন ॥
এত বলি ক্রোধে ভীম অরুণ নয়ন।
মারিব কীচকে আমি বলিনু বচন ॥
সময় করিবা এক কিন্তু তার সনে।
উপায়ে মারিব যেন কেহ নাহি জানে ॥
আজিকার মত তুমি যাহ নিজালয়।
কালি প্রাতে তার সঙ্গে করিও সময় ॥
নৃত্যশালে যথা কন্যাগণ নৃত্য শিখে।
রজনীতে শূন্য তথা কেহ নাহি থাকে ॥
তথায় নির্ব্বন্ধ কর শয্যা করিবারে।
সেই ঘরে পাপিষ্ঠে পাঠাব যমপুরে ॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি সম্বরি ক্রন্দন।
নয়ন মুছিয়া কৃষ্ণা করিল গমন ॥
রজনী প্রভাত হৈল কীচক উঠিল।
যথা রাজগৃহে কৃষ্ণা দ্রুতগতি গেল ॥
দ্রৌপদীর প্রতি গর্ব্বে দম্ভ করি বলে।
ধাইয়া যে গেলে তুমি রাজসভা স্থলে ॥
রাজ বিদ্যমানে তোরে প্রহারিনু লাথি।
কি করিল আমারে বিরাট নরপতি ॥
মম বাহুবলে রাজ্য ভুঞ্জে নরপতি।
কি করিতে পারে মোর কাহার শকতি ॥
ভজহ সৈরিন্ধ্রী মোরে ক্ষম দোষ মোর।
এই দেখ দন্তে তৃণ দাস হৈনু তোর ॥
কৃষ্ণা বলিলেন বশ হইলাম আমি।
কিন্তু মম আছয়ে গন্ধর্ব্ব পঞ্চ স্বামী ॥
তাহা সবাকারে বড় ভয় হয় মনে।
এমন করহ যেন কেহ নাহি জানে ॥

নৃত্যশালা রজনীতে থাকে শূন্যাগার।
তথা নিশি তব সঙ্গে করিব বিহার ॥
এত শুনি কীচক হইল হৃষ্টমন।
শীঘ্রগতি নিজ গৃহে করিল গমন ॥
নানা গন্ধ চন্দনাদি অঙ্গেতে লেপিল।
দিব্য রত্ন অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূষিল ॥
সৈরিন্ধ্রীর চিন্তা করি বিরহ হুতাশে।
ক্ষণে ক্ষণে দিনকর নিরখে আকাশে ॥
কতক্ষণে হবে অস্ত দেব দিবাকর।
পুনঃ বাহিরায় পুনঃ প্রবেশয়ে ঘর ॥
হেথা কৃষ্ণা ভীমেরে কহিল সমাচার।
নৃত্যাগারে রাত্রিতে আসিবে দুরাচার ॥
যথোচিত ফল আজি দিবে তার প্রতি।
প্রভাত না হয় যেন আজিকার রাতি ॥
এমতে আসিয়া হৈল সন্ধ্যার সময়।
বৃকোদর অগ্রে চলি গেল নৃত্যালয় ॥
অন্ধকার করি বৈসে পালঙ্কের মাঝে।
মৃগ মারিবারে যেন জাগে মৃগরাজে ॥
আনন্দিত চিত্ত হ'য়ে কীচক চলিল।
একেলা হইয়া সঙ্গে কারে না লইল ॥
যথায় পুরুষসিংহ আছে বৃকোদর।
কীচক বসিল গিয়া পালঙ্ক উপর ॥
কামবাণাঘাতে দুষ্ট মোহিত হইয়া।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিছে হাসিয়া ॥
লোহা হৈতে অধিক কঠিন ভীমকায়।
কামানলে দগ্ধ বুঝে সৈরিন্ধ্রীর প্রায় ॥
আমার মহিমা তুমি না জান সুন্দরি।
মম রূপ গুণে বশ যত নর-নারী ॥
পূর্ব্বভাগ্যে সৈরিন্ধ্রী পাইলে তুমি মোরে।
সবারে ত্যজিয়া আমি ভজিনু তোমারে ॥
ভীম বলে বড় ভাগ্য আমার আছিল।
সে কারণে তোমা স্বামী বিধি মিলাইল ॥
তোমার মহিমা আমি নাহি জানি পূর্ব্বে।
সে কারণে হেলা কৈনু গন্ধর্ব্বের গর্ব্বে ॥
কিন্তু এক তাপ মম জাগিতেছে মনে।
রাজসভা মধ্যে মোরে মারিলা চরণে ॥

বজ্রের সমান তব চরণ প্রহার ।
বড় ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা হইল আমার ॥
কমল অধিক মম কোমল শরীর ।
বেদনায় প্রাণ মম হতেছে বাহির ॥
মনোদুঃখে কিমতে পাইবা রতিসুখ ।
এত শুনি কহে তবে কীচক দুর্ম্মুখ ॥
ক্ষমহ সে সব দোষ ত্যজ দুঃখমন ।
প্রসন্ন হইয়া মোরে করহ বরণ ॥
পদাঘাতে দুঃখ যদি আছয়ে অন্তরে ।
সেইমত পদাঘাত করহ আমারে ॥
এত বলি কীচক মস্তক দিল পাতি ।
অন্তরে হাসিয়া উঠে ভীম মহামতি ॥
বজ্রাঘাত প্রায় ঘাড়ে প্রহারিল লাথি ।
তৃণপিণ্ড নাহি জানে কীচক দুর্ম্মতি ॥
যে চরণাঘাতে ভীম গিরি চূর্ণ কৈল ।
হিড়িম্ব কিম্মীর ও বক প্রভৃতি মারিল ॥
একে একে তিনবার করিল প্রহার ।
তৃণপিণ্ড নাহি জানে কীচক গোঁয়ার ॥
ভীম বলে আরে দুষ্ট গন্ধর্ব্বে বিবাদ ।
ঘুচাইব সৈরিন্ধ্রীর রমণের সাধ ॥
ভীমবাক্য শুনিয়া কীচকে হৈল জ্ঞান ।
লম্ফ দিয়া উঠি ধরে ব্যাঘ্রের সমান ॥
মহাপরাক্রম হয় কীচক দুর্জ্জয় ।
অন্য ভীম হৈলে তার সম যুদ্ধে নয় ॥
[illegible] ধরিয়া কেশ আয়ু হৈল ক্ষীণ ।
বিশেষ চরণাঘাতে বল হৈল হীন ॥
তৃণপিণ্ড বিক্রমে ভীমের নহে উন ।
পদাঘাতে দৃঢ়মুষ্টি হানে পুনঃ পুনঃ ॥
আঁচড় কামড় মুণ্ডে মুণ্ডে তাড়াতাড়ি ।
ধরাধরি করি ভূমে যায় গড়াগড়ি ॥
কখন উপরে ভীম কখন কীচকে ।
[illegible] জর্জ্জর অঙ্গ পদাঘাতে নখে ॥
নিঃশব্দেতে দোঁহে যুদ্ধ ঘরের ভিতর ।
এইমত যুদ্ধ হৈল তৃতীয় প্রহর ॥
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুতেজ বায়ুর তনয় ।
বহুমত করিলা কীচক নহে ক্ষয় ॥
পুনঃ পুনঃ উঠে দোঁহে করয়ে প্রহার ।
চরণের ঘাতে ক্ষিতি হইল বিদার ॥
বসন্ত সময় যেন হস্তিনী কারণ ।
পর্ব্বত উপরে দুই হস্তী করে রণ ॥
ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলে বায়ুর নন্দন ।
কীচকে ফেলিয়া বুকে করিল আসন ॥
দ্রৌপদীর অপমান হৃদয়েতে জাগে ।
সিংহ যেন চাপিয়া ধরিল মত্ত মৃগে ॥
আরে দুষ্ট দুরাচার কীচক দুর্ম্মতি ।
এই মুখে ইচ্ছিলি সৈরেন্ধ্রী সহ রতি ॥
এত বলি বদনে প্রহারে বজ্রমুষ্টি ।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্ত দুই পাটি ॥
এই চক্ষে সৈরিন্ধ্রী করিলি নিরীক্ষণ ।
বজ্রনখে উপাড়িয়া ফেলিল নয়ন ॥
অণ্ডকোষ ধরিয়া মারিল তাহে লাথি ।
সেই ঘাতে প্রাণ ছাড়ে কীচক দুর্ম্মতি ।
হস্ত পদ শির তার সব চূর্ণ কৈল ।
কচ্ছপের প্রায় করি অঙ্গে পুরাইল ॥
মাংসপিণ্ডবৎ করি কুষ্মাণ্ড আকার ।
কৃষ্ণারে ডাকিয়া বলে পবনকুমার ॥
অগ্নি জ্বালি দেখ এবে যাজ্ঞসেনী সতী ।
তোমা হিংসি কীচকের এতেক দুর্গতি ॥
অপরাধ মত দণ্ড পাইল দুর্ম্মতি ।
যে তোমার অপরাধী তার এই গতি ॥
এত বলি বৃকোদর করিল গমন ।
রন্ধনশালায় যথা শয়ন আসন ॥
স্নান করি অঙ্গে দিল সুগন্ধি চন্দন ।
যুদ্ধশ্রান্ত হ'য়ে বীর করিল শয়ন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয় হরি ॥

কীচকের [illegible] উনশত [illegible] মৃত্যু

কীচক মরণে কৃষ্ণা আনন্দিত হৈল ।
সভাপাল প্রতি তবে ডাকিয়া কহিল ॥
মোরে হেন দুঃখ দিল কীচক দুর্ম্মতি ।
ফল দিল উচিত গন্ধর্ব্ব মম পতি ॥

অহঙ্কার করি দুষ্ট গন্ধর্ব্ব না মানে।
গন্ধর্ব্বে মারিবে কোথা মনুষ্য-পরাণে ॥
এত শুনি ধাইলেক যতেক রক্ষক।
মাংসপিণ্ড প্রায় তথা দেখিল কীচক ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া লোক মানিল বিস্ময়।
কেহ বলে কীচক এ, কেহ বলে নয় ॥
কোথা গেল হস্ত পদ কোথা গেল শির।
কুষ্মাণ্ডের প্রায় দেখি কাহার শরীর ॥
কেহ বলে গন্ধর্ব্ব মারয়ে এইমত।
বার্ত্তা পেয়ে ধাইল সোদর উনশত ॥
কীচকে বেড়িয়া সবে করয়ে ক্রন্দন।
ভ্রাতৃ মিত্র বন্ধু যত স্ত্রী পুরুষগণ ॥
এইমতে বন্ধুগণ কান্দিয়া অপার।
অগ্নিতে সৎকার হেতু করিল বিচার ॥
হেনকালে দ্রৌপদীরে দেখি সেইখানে।
দর্প করি দাণ্ডাইল সবা বিদ্যমানে ॥
ক্রোধে সূতপুত্রগণ বলয়ে বচন।
এই দুষ্টা হৈতে হৈল কীচক-নিধন ॥
কেহ বলে না চাহিও এ দুষ্টার পানে।
কেহ বলে অসতীরে মারহ পরাণে ॥
অগ্নিতে পোড়াও এরে কীচক সংহতি।
পরলোকে কীচকের হইবেক প্রীতি ॥
বান্ধিয়া ইহারে শীঘ্র মৃত সহ লহ।
একবার নৃপতিরে গিয়া জিজ্ঞাসহ ॥
বিরাট নৃপতি শুনি কীচক নিধন।
ক্রোধে নরপতি আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ ॥
হাহা বীর কীচক সৈন্যের সেনাপতি।
তোমার বিহনে মম হয় কোন্ গতি ॥
সৈরিন্ধ্রী দুষ্টার হেতু কীচক-নিধন।
ক্রোধে নরপতি আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ ॥
তার মুখ আর না দেখিব কদাচন।
শীঘ্র করি লহ তারে করিয়া বন্ধন ॥
পোড়াও কীচক সহ জ্বালিয়া অনল।
তবে সে আমার অঙ্গ হইবে শীতল ॥
আজ্ঞা পেয়ে কৃষ্ণারে বান্ধিল সেইক্ষণ।
শব সহ লইলেক করিয়া বন্ধন ॥

তবেত দ্রৌপদী দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া অতি কান্দে উভরায় ॥
ওহে জয় বিজয় জয়ন্ত জয়ৎসেন।
জয়দ্বল নাম লৈয়া উচ্চেতে ডাকেন ॥
দুন্দুভির শব্দ যাঁর ধনুক টঙ্কার।
তিনলোকে অসাধ্য নাহিক শক্র যাঁর ॥
তাঁর প্রিয়া বড় আমি করিল বন্ধন।
শীঘ্রগতি আসি মোরে করহ মোচন ॥
এইমত পুনঃ পুনঃ ডাকে যাজ্ঞসেনী।
রন্ধন-গৃহেতে থাকি ভীমসেন শুনি ॥
ক্রন্দনের শব্দ শুনি উঠিয়া বসিল।
দ্রৌপদীর রব বুঝি হৃদয় কাঁপিল ॥
কেশ বেশ মুক্ত বীর বায়ুবেগে ধায়।
পথাপথ নাহি জ্ঞান শব্দ শুনি যায় ॥
একলাফে ডিঙ্গাইল গড়ের প্রাচীর।
আশ্বাসিয়া দ্রৌপদীরে কহে মহাবীর ॥
না কান্দ সৈরিন্ধ্রী দেবি আইল গন্ধর্ব্ব।
এখনি মারিবে দুষ্ট সূতপুত্র সর্ব্ব ॥
এত বলি উপাড়িল দীর্ঘ তরুবর।
দণ্ডহস্তে যম যেন ইন্দ্র বজ্রকর ॥
সবে বলে হের ভাই গন্ধর্ব্ব আইল।
পলাও পলাও বলি সবে রড় দিল ॥
নগরের মুখ ধরি ধায় বায়ুবেগে।
পাছে ধায় বৃকোদর সিংহ যেন মৃগে ॥
আরে আরে দুরাচার সূতপুত্রগণ।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্বে চালন ॥
এত বলি প্রহার করিল তরুবর।
এক ঘায়ে মারে উনশত সহোদর ॥
অশ্রুপূর্ণমুখী কৃষ্ণা আছিল বন্ধনে।
মুক্ত করি বৃকোদর দিল সেইক্ষণে ॥
ভীম বলে দুঃখ না ভাবিও গুণবতি।
তোমারে হিংসিয়া দুষ্ট হৈল হেন গতি ॥
আজ্ঞা কর যাই আমি কেহ পাছে জানে।
করহ গমন তুমি আপনার স্থানে ॥
এত বলি চলি গেল বীর বৃকোদর।
অন্তঃপুরে গেল কৃষ্ণা সুদেষ্ণার ঘর ॥

রজনী প্রভাত হৈল আসি সর্ব্বজন।
রাজারে করিল জ্ঞাত রাজমন্ত্রিগণ॥
কীচক দহিতে গেল যত ভ্রাতৃগণ।
গন্ধর্ব্বের হাতে সবে হইল নিধন॥
সবে মারি সৈরিন্ধ্রীরে মুক্ত করি দিল।
পুনঃ আসি সৈরিন্ধ্রী পুরেতে প্রবেশিল॥
মৎস্যদেশের আর নাহিক প্রতিকার।
গন্ধর্ব্বের হাতে সবে হইবে সংহার॥
মনোরমা নারী হয় পরমা সুন্দরী।
তারে চালিবে যেবা গন্ধর্ব্ব যাবে মারি॥
শীঘ্র কর নৃপতি ইহার প্রতিকার।
হেথা হ'তে দুষ্টা গেলে সবার নিস্তার॥
শুনিয়া বিরাট রাজা ভয়ে ত্র্যস্ত হৈল।
কীচকের দহিবারে লোকে আজ্ঞা দিল॥
অন্তঃপুরে গিয়া রাজা রাণীরে বলিল।
সৈরিন্ধ্রী রাখিয়া গৃহে বিপত্তি হইল॥
এবে হেথা হৈতে শীঘ্র যায় যেইমতে।
মম নাম না লইবা কহিবা সম্প্রীতে॥
এত দিন ছিলা তুমি আমার সদন।
এখন যথায় ইচ্ছা করহ গমন॥
তোমা হৈতে বড় ভয় হইল সবার।
বিলম্ব না কর শীঘ্র কর অনুসার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

গোগ্রহার্থে সুশর্ম্মারাজার যাত্রা।

দুর্য্যোধন আজ্ঞা পেয়ে সুশর্ম্মা নৃপতি।
আপন বাহিনী সাজাইল শীঘ্রগতি॥
আষাঢ়ের সিতপক্ষ পঞ্চমী দিবসে।
সুশর্ম্মা নৃপতি চলি গেল মৎস্যদেশে॥
শঙ্খ ভেরী দুন্দুভি বিবিধ বাদ্য বাজে।
বাদ্যের শব্দেতে কম্প হৈল মৎস্যরাজ্যে॥
প্রবেশিয়া মৎস্যদেশে সুশর্ম্মা নৃপতি।
ধরহ গোধন আজ্ঞা দিল সৈন্য প্রতি॥
হয় হস্তী গাভী আর নানা রত্নধন।
চতুর্দ্দিকে লুটিতে লাগিল সর্ব্বজন।
গোধন রক্ষণে যত ছিল গোপগণ।
ধাইয়া রাজারে বার্ত্তা কহিল তখন॥
সভাতে বসিয়াছিল বিরাট নৃপতি।
ঊর্দ্ধশ্বাসে কহে গোপ প্রণমিয়া ক্ষিতি॥
মৎস্যদেশে সকল মজিল নরবর।
সকল হরিয়া নিল ত্রিগর্ত্ত-ঈশ্বর॥
রক্ষা করিবারে রাজা যদি আছে মন।
বহিরাও বিলম্ব না সহে এক ক্ষণ॥
দূতমুখে হেন বার্ত্তা পাইয়া নৃপতি।
চতুরঙ্গ বাহিনী সাজিল শীঘ্রগতি॥
শতানীক মুদিরাক্ষ দুই সহোদর।
শ্বেত শঙ্খ দুই ভাই রাজার কোঙর॥
পাত্রমিত্র যোদ্ধা ত্বরা সাজিল সকল।
বিবিধ বাজনা বাজে সৈন্য-কোলাহল॥
শতানীকে আজ্ঞা দিল বিরাট ভূপতি।
দিব্য অস্ত্র ধনু দেহ চারিজন প্রতি॥
শ্রীকঙ্ক বল্লভ অশ্ব-বৈদ্য যে গোপাল।
মহাবীর্য্যবন্ত যুদ্ধ করিবে বিশাল॥
দিব্য ধনুর্গুণ দিল রথ তুরঙ্গম।
মুকুট কুণ্ডল দিল কবচ উত্তম॥
সাজিয়া চলিল রথে করি আরোহণ।
স্বর্গ হৈতে এল যেন দিক্‌পালগণ॥
চলিল বিরাট রাজা মানধ্বজ রথে।
চারি ভাই চলিলেন রাজার পশ্চাতে॥
রথ চালাইয়া দিল রথের সারথী।
পশ্চাতে মাহুতগণ চালাইল হাতী॥
পদধূলি ঢাকিলেক দেব-দিবাকর।
ঘোর অন্ধকার হৈল দিবস দুপর॥
শূন্য হৈতে পক্ষীগণ ভূমেতে পড়িল।
হেনমতে উভয় সৈন্যেতে দেখা হৈল॥
রথীকে ধাইল রথী, গজ ধায় গজে।
অশ্বারোহী অশ্বারোহী পাত্তি পত্তি যুঝে॥
মল্লে মল্লে গজে গজে ধানুকী ধানুকী।
খড়্গে খড়্গে শূলে শূলে তবকি তবকি॥
হইল দারুণ যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর।
পূর্ব্বে যেন দেবাসুরে হইল সমর॥

সিংহনাদ মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জে সৈন্যগণ।
ধনুক নির্ঘোষে ঘন শঙ্খের নিঃস্বন॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
অন্ধকার হৈল সর্ব্ব আচ্ছাদিল ধূলি॥
বাণের আগুন মাত্র ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে।
অন্ধকার রাত্রে যেন মুকুতা উজলে॥
মুষল মুদ্গার শূল ইষু চক্র শেল।
পরশু পট্টিশ জাঠি মল্ল কুম্ভ ছেল॥
পড়িল অনেক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
ধূলি অন্ধকার কৈল রক্তে বহে নদী॥
মুকুট কুণ্ডল মুণ্ড যায় গড়াগড়ি।
বুকে শেল বাজি কেহ ভূমিতলে পড়ি॥
সব্যহস্ত খড়্গ সহ পড়িল ভূতলে।
পদ কাটা গেল কার' গড়াগড়ি বুলে॥
পর্ব্বত আকার গজ ভূমে দন্ত দিয়া।
পড়িল ভূমেতে সৈন্য অনেক দলিয়া॥
হেনমতে যুদ্ধ হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
কেহ পরাজিত নহে কাণ্ড ঘোরতর।
ক্রোধে শতানীক বীর সমরে প্রবেশে।
এক শত রথী মারে চক্ষুর নিমিষে॥
মুদিরাক্ষ মারিলেক শত সেনাপতি।
শত শত মারিল বিরাট নরপতি॥
বিরাট নৃপতি দেখি সুশর্ম্মা ধাইল।
দুই মত্ত ব্যাঘ্র যেন একত্র মিলিল॥
ক্রোধেতে বিরাট রাজা মারে দশ শর।
চারি অশ্বে মারে চারি রথের উপর॥
রথধ্বজে দুই, দুই সুশর্ম্মা উপরে।
অস্ত্র কাটি সুশর্ম্মা ফেলিল কত দূরে॥
পঞ্চশত বাণ মারে বিরাট উপর।
কাটিয়া ফেলিল তাহা মৎস্যের ঈশ্বর॥
দেখিয়া ত্রিগর্ত্তপতি অতি শীঘ্রগতি।
লাফ দিয়া ভূমিতে নামিল মহামতি॥
হাতে গদা করিয়া ধাইল মহাবেগে।
সিংহ যেন ধরিবারে যায় মত্ত মৃগে॥
চারি অশ্ব মারিল মারিয়া গদা বাড়ি।
সারথির কেশে ধরি ভূমিতলে পাড়ি॥
জীবগ্রাহে ধরিল বিরাট নরপতি।
আপনার রথে ল'য়ে তোলে শীঘ্রগতি॥
রাজা বন্দী হৈল, সৈন্য হৈল ভঙ্গীয়ান।
চতুর্দ্দিকে পলায় লইয়া নিজ প্রাণ॥
বড় বড় যোদ্ধাগণ ত্যজি ধনুঃশর।
আপনি চালায়ে রথ পলায় সত্বর॥
উভয়ের মত্ত গজ গর্জ্জিয়া পলায়।
অশ্বারোহী পদাতিক পাছু নাহি চায়।
পলাইল সর্ব্ব সৈন্য কেহ নাহি আর।
রাখিতে না পারে সৈন্য বিরাট-কুমার।
রণজয় করিয়া ত্রিগর্ত্ত নরপতি।
বিরাটে লইয়া সে চলিল হৃষ্টমতি॥
জয়ধ্বনি করিয়া বাজায় বাদ্যগণ।
মৎস্যরাজ-সৈন্য মধ্যে হইল রোদন॥
ভ্রাতৃপুত্র মন্ত্রিপুত্র হাহাকারে কান্দে
ভয়ে পলাইল সৈন্য চুল নাহি বান্ধে॥
সন্ধ্যাকাল হইল ভাস্কর অস্ত গেল।
কাহারে দেখি কেবা কোথায় চলিল॥
দেখিয়া ধর্ম্মের পুত্র কহেন অনুজে।
দাণ্ডাইয়া কি দেখহ ভীম মহাভুজে॥
বহু উপকারী এই বিরাট নৃপতি।
বৎসরেক অজ্ঞাত গৃহেতে দিল স্থিতি।
যার যে কামনা মত পাইলা যে স্থান
তাহারে লইয়া যায় আমা বিদ্যমান॥
দাণ্ডাইয়া দেখ তুমি নহে ক্ষত্রধর্ম্ম।
অনুগত বিশেষ আমার এই কর্ম্ম॥
শীঘ্র কর বিরাট নৃপতি বিমোচন।
যাবৎ শত্রুর হাতে না হয় নিধন॥
এত শুনি ভীম বলে যোড় করি পাণি
তব আজ্ঞা চাহিয়া আছি যে নৃপমণি॥
এখন আমার কর্ম্ম দেখ দাণ্ডাইয়া।
বিরাটে আনিয়া দিব সুশর্ম্মা মারিয়া॥
এই যে দেখহ শাল সকল বিস্তার।
আমার হাতের যোগ্য গদার আকার।
এই বৃক্ষাঘাতে আমি মারিব সকল।
নিঃশেষ করিব আমি ত্রিগর্ত্তের দল॥

এত বলি বৃক্ষ উপাড়িয়া ধায় বীর।
হাসিয়া কহেন পুনঃ রাজা যুধিষ্ঠির॥
হেন কর্ম্ম না করিও ভাই বৃকোদর।
লোকে জ্ঞাত হবে উপাড়িলে বৃক্ষবর॥
অজ্ঞাত হইতে ব্যক্ত যত দিন নয়।
হেন দিন খ্যাত কর্ম্ম উচিত না হয়॥
মনুষ্য ধনুক অস্ত্র ল'য়ে কর রণ।
মনুষ্যের মত কর রথ অরোহণ॥
দুই পাশে থাক্ তব দুই সহোদর।
শত্রু হ'তে ছাড়াইয়া মৎস্যের ঈশ্বর॥
আমিও তোমার সর্ব্ব সৈন্য যে লইয়া।
বিরাট রক্ষার হেতু যাইব চলিয়া॥
ভীম বলে নরপতি ইহা কেন কহ।
ক্ষণেকে বিরাট আনিয়া দিব লহ॥
কোন হেতু আপনি করিবে এত শ্রম।
শত্রু সহিত করি সমর বিষম॥
কোন হেতু যাবে দুই মাদ্রীর নন্দন।
কি কারণে লইব অনেক সৈন্যগণ॥
যে নিমিত্ত নিষেধিলা বৃক্ষ না লইব।
এক্ষণে গিয়া আমি বিরাটে আনিব॥
এ বড় কর্ম্ম যে ত্রিগর্ত্ত সহ রণ।
আমার সহিত পাঠাইবে সৈন্যগণ॥
এত বলি বৃকোদর ধায় দ্রুতগতি।
যাঁর চরণভরে কম্পে বসুমতী॥
দিক সম্মুখ হৈল ঘোর অন্ধকার।
মহাবেগে ধায় ভীম বলে মার মার॥
বিরাটের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

ত্রিগর্ত্ত সুশর্ম্মার পরাজয় ও বিরাটের বন্ধন মুক্তি।

এথায় ত্রিগর্ত্ত রাজা সংগ্রামে জিনিয়া।
নামে নদীতীরে উত্তরিল গিয়া॥
শ্রান্ত সর্ব্বসৈন্য ক্ষুধায় ব্যাকুল।
ভোজন করে নদীর দুকূল॥
বৃক্ষেতে কেহ করিল শয়ন।
স্নানে কেহ পানে আসন ভোজন॥
বিরাট করিয়া বন্দী সুশর্ম্মা হরিষে।
বসিয়া সভার মধ্যে কহে পরিহাসে॥
কোথায় শ্যালক তোর বিরাট নৃপতি।
যার ভুজবলে ভোগ করিলি এ ক্ষিতি॥
বড় ভাগ্যে শ্যালক পাইয়াছিলে তুমি।
যার তেজে ছাড়াইয়া নিলি মম ভূমি॥
এক্ষণে তোমার কিবা আছে হে উপায়।
নাহি দেখি কেহ আছে তোমার সহায়॥
নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হৈল মম হাতে।
শৃগাল হইয়া বাদ সিংহের সহিতে॥
কেহ বলে ইহারে না রাখ একদণ্ড।
কেহ বলে খড়্গে কাটি কর খণ্ড খণ্ড॥
কেহ বলে নিগড়েতে করহ বন্ধন।
দুর্য্যোধন অগ্রে লৈয়া করিব নিধন॥
এমত বিচারে আছে তথা সর্ব্বজন।
হেনকালে উপনীত পবন-নন্দন॥
দুই ভিতে বৃক্ষ ভাঙ্গে শুনি মড় মড়।
নাসায় নিশ্বাস বহে প্রলয়ের ঝড়॥
মার মার শব্দেতে সৈন্যেতে উপনীত।
দেখিয়া ত্রিগর্ত্ত সৈন্য হৈল মহাভীত॥
কেহ বলে রাক্ষস কি যক্ষ দিগ্বম্বর।
হেমন্ত পর্ব্বত শৃঙ্গ সম কলেবর॥
পলায় সকল সৈন্য গণিয়া প্রমাদ।
হস্তিগণ পলায় করিয়া ঘোরনাদ॥
দ্রুতগতি হস্তীপৃষ্ঠে চড়িয়া মাহুত।
বৃকোদরে বেড়িল কুঞ্জর যূথে যূথ॥
রথিগণ রথ সাজি আরোহিত হৈয়া।
লক্ষ লক্ষ চতুর্দ্দিকে বেড়িল আসিয়া॥
শেল শূল শক্তি জাঠি ভূষণ্ডি তোমর।
চতুর্দ্দিকে মারে সবে ভীমের উপর॥
মহাবল ভীমসেন ভীম পরাক্রম।
রণস্থল মধ্যে যেন যুগান্তের যম॥
ধরিয়া কুঞ্জর শুণ্ডে শুণ্ডে ঘুরাইয়া।
মারিল কুঞ্জরবৃন্দ প্রহার করিয়া॥
রথধ্বজ ধরিয়া প্রহারে রথোপরে।
সহস্র সহস্র রথ ভাঙ্গে একবারে॥

অশ্বগণ ধরিয়া প্রহারে অশ্বগণে।
পদাতি পদাতি মারে ধরিয়া চরণে ॥
তাহারে ধরিয়া মারে যে পড়ে সম্মুখে।
রথ অশ্ব কুঞ্জর পড়িল লাখে লাখে ॥
পলায় সকল সৈন্য পাছু নাহি চায়।
সিংহের গর্জ্জনে যেন শৃগাল পলায় ॥
পালাও পালাও বলি হৈল মহাধ্বনি।
আইল আইল সৈন্য এই মাত্র শুনি ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে দূত গিয়া কহে সুশর্ম্মারে।
বসিয়া কি কর রাজা পলাও সত্বরে ॥
আচম্বিতে সৈন্য মধ্যে আইল একজন।
রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কিবা না জানি কারণ ॥
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি না জানি কি রঙ্গ।
প্রকাণ্ড শরীর যেন হিমাদ্রির শৃঙ্গ ॥
মারিল অনেক সৈন্য যে পড়ে সম্মুখে।
সুশর্ম্মা সুশর্ম্মা বলি ঘন ঘন ডাকে ॥
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম যে হয় বিচার।
তার অগ্রে পড়িলে না দেখি প্রতিকার ॥
যত সৈন্য পাড়িল না দেখি তার অন্ত।
নাহি জানি এথা আছে এমত দুরন্ত ॥
পলাও নৃপতি শীঘ্র, প্রাণ বড় ধন।
হের দেখ আইল ভীষণ দরশন ॥
এত বলি ধায় দূত পাছু নাহি চায়।
হেনকালে উপনীত ভীম মহাশয় ॥
ভীমের শরীর দেখি অতি ভয়ঙ্কর।
ভয়েতে কম্পিত সুশর্ম্মার কলেবর ॥
পলাইল সর্ব্বজন রাজা মাত্র আছে।
ভয়েতে আবৃত হৈল ভীমে দেখি কাছে ॥
দ্রুতগতি উঠিয়া সুশর্ম্মা রড় দিল।
কেশে ধরি বৃকোদর ভূমিতে পাড়িল ॥
দৃঢ়মুষ্টি করি কেশ ধরি বাম হাতে।
দক্ষিণ করেতে ধরি নিল মৎস্যনাথে ॥
দুই করে ধরি দুই নৃপতির কেশে।
বায়ুবেগে ধায় ভীম ভয়ঙ্কর বেশে ॥
মুহূর্ত্তেকে উপনীত যথা ধর্ম্মরায়।
চরণে ফেলিয়া ভীম অন্তরে দাঁড়ায় ॥
কেশের ঘর্ষণে দোঁহে হ'য়ে অচেতন।
কতক্ষণে চেতন পাইল দুইজন ॥
মাথা তুলি মৎস্যরাজ দেখি সভাসদে।
কতক আশ্বস্ত চিত্তে কহে সে বিপদে ॥
কহ ভট্ট কঙ্ক ভাগ্যে দেখিনু তোমায়।
আমা দোঁহে ফেলি গেল গন্ধর্ব্ব কোথায় ॥
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ গন্ধর্ব্বের হাতে।
চল যাব শীঘ্রগতি পশিব সৈন্যেতে ॥
পুনর্ব্বার আসিয়া গন্ধর্ব্ব পাছে ধরে।
এবারে না জীব আমি দেখিলে তাহারে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভয় না কর নৃপতি।
গন্ধর্ব্ব রাজার বড় স্নেহ তোমা প্রতি ॥
সে কারণে শত্রু তব আনিলেক ধরি।
শত্রু হৈতে তোমারে দিলেক মুক্ত করি ॥
গন্ধর্ব্বের ভয় না করিবে কদাচন।
কার্য্য করি নিজস্থানে করিল গমন ॥
সুশর্ম্মারে চাহিয়া বলেন ধর্ম্মরায়।
হেথায় আসিতে বুদ্ধি কে দিল তোমায় ॥
কীচক মরিছে বলি পাইলে ভরসা।
না জান গন্ধর্ব্ব হেথা করিতেছে বাসা ॥
ভাগ্যেতে গন্ধর্ব্ব তোমা না মারিল প্রাণে।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে জীলা গন্ধর্ব্বের স্থানে ॥
আজ্ঞা কর মৎস্যরাজ সুশর্ম্মার প্রতি।
ক্ষমহ সকল দোষ ছাড় শীঘ্রগতি ॥
সৈন্যগণ পলাইল একা মাত্র আছে।
করহ প্রসাদ রাজা যাহা মনে ইচ্ছে ॥
বিরাট কহিল যে তোমার অনুমতি।
যাহ নিজ রাজ্যেতে সুশর্ম্মা নরপতি ॥
দিব্য এক রথ দিল করিয়া সাজন।
রথে চড়ি সুশর্ম্মা যে করিল গমন ॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন বিরাটের প্রতি।
নগরেতে দূত রাজা যাক শীঘ্রগতি ॥
তোমারে শুনিলে বন্দী রাজ্যে হবে ভয়।
রাণীগণ দুঃখী হবে ভাল কর্ম্ম নয় ॥
শীঘ্রগতি বার্ত্তা দূত দেহ অন্তঃপুরে।
বিজয় ঘোষণা হোক রাজ্যের ভিতরে ॥

ধর্ম্মের বচনে আজ্ঞা দিল মৎস্যরাজ।
শীঘ্রগতি দূত পাঠাইল পুরীমাঝ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

উত্তর গোগৃহে কুরুসৈন্যের গমন ও গো-হরণ।

সংগ্রামে হারিয়া ত্রিগর্ত্ত নরপতি।
ভগ্নসৈন্য নিরুৎসাহ অতি ক্ষুণ্ণমতি॥
হেথায় উত্তরভাগে রাজা দুর্য্যোধন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ গুরুর নন্দন॥
দুর্ম্মুখ দুঃসহ দুঃশাসন মহাবল।
রথ রথী গজবাজী চতুরঙ্গ দল॥
বেড়িল আসিয়া যত মৎস্যের গোধন।
যুদ্ধ করি মারি লইলেক গোপগণ॥
পলাইল গোপগণ গোধন ছাড়িয়া।
ষষ্টি লক্ষ গোধন লইল চালাইয়া॥
শীঘ্রগতি গোপগণ রথ আরোহণে।
জানাইতে গেল মৎস্য রাজার ভবনে॥
উত্তর নামেতে পুত্র বিরাট রাজার।
প্রণাম করিয়া দূত কহে সমাচার॥
অবধান মহাশয় বিরাট নন্দন।
গোধন তোমার সব নিল কুরুগণ॥
রক্ষক গোপগণেরে মারিয়া।
গোধন তোমার সব যাইছে লইয়া॥
শীঘ্রগতি উঠ রথে কর আরোহণ।
কুরুগণ জিনি নিজ রাখহ গোধন॥
নানা অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা লোকে তুমি খ্যাত।
জানি দেশরক্ষা হেতু রাখিলেন তাত॥
তোমার সংগ্রামে স্থির হবে কোন্ জনা।
তুমি হেন মুহূর্ত্তেকে নাশ কুরুসেনা॥
উঠ শীঘ্র বসিয়া নাহিক কোন কার্য্য।
গোধন লইয়া তারা যাবে নিজ রাজ্য॥
দৈত্য জিনি ইন্দ্র যেন রাখে সুরপুর।
সেইমত রক্ষা কর মৎস্যের ঠাকুর॥
স্ত্রীবৃন্দের মধ্যে গোপ এতেক কহিল।
শুনিয়া বিরাট-পুত্র উত্তর করিল॥
কি কহিব গোপগণ কহনে না যায়।
রাজ্যরক্ষা হেতু তাত রাখিলা আমায়॥
একগুটি সঙ্গে নাহি আমার সারথি।
সারথি থাকুক দূরে নাহিক পদাতি॥
মম পরাক্রম মত পাইলে সারথি।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারি কুরুপতি॥
মত্ত গজগণে যেন তাড়ায় কেশরী।
দৈত্যগণে দলে যেন একা বজ্রধারী॥
সেইমত ধরিয়া কৌরব-সৈন্যগণ।
এইক্ষণে ফিরাইব আপন গোধন॥
একজন সারথি আমার যোগ্য হয়।
এক রথে করিব কৌরব-পরাজয়॥
ধনঞ্জয় বীর যেন দলি দেবগণ।
একেশ্বর করিলেন খাণ্ডব দাহন॥
পার্থবৎ মহৎ কর্ম্ম আজি যে করিব।
একেশ্বর সর্ব্বসৈন্য নিমিষে মারিব॥
স্ত্রীগণের মধ্যে যদি এতেক কহিল।
পার্থপ্রিয়া যাজ্ঞসেনী তথায় আছিল॥
রাখিব বিরাট-লক্ষ্মী বিচারিল মনে।
দ্রুতগতি উঠি গেল অর্জ্জুনের স্থানে॥
নৃত্যশালে পার্থসহ সব কন্যাগণ।
সঙ্কেতে দ্রৌপদী তাঁরে বলেন বচন॥
বিরাটের রাজ্য ভাঙ্গি যতেক গোধন।
বলেতে লইয়া যায় কুরু-সৈন্যগণ॥
ইহার উপায় তুমি চিন্তহ আপনি।
রাখহ বিরাট-গাভী কুরুগণ জিনি॥
অর্জ্জুন বলেন দেবি কিমতে এ হয়।
যতদিন অনুমতি ধর্ম্মরাজ নয়॥
কুরুসৈন্য মধ্যে গেলে হইবেক খ্যাত।
না জানি কি কহিবেন পাণ্ডুকুলনাথ॥
দ্রৌপদী কহিল গাভী কুরুগণ নিলে।
অধর্ম্ম হইবে তুমি বসিয়া দেখিলে॥
বিরাট নৃপতি হয় বহু উপকারী।
উপকারী জনে আমি হইলাম বৈরী॥
সহায় বলিষ্ঠ তাঁর কীচক মরিল।
তোমা সবে দিয়া স্থল বিপাকে মজিল॥

ত শুনি অর্জ্জুন করিল অঙ্গীকার ।
খিব বিরাট-ধেনু বাক্যেতে তোমার ॥
কার করিয়া গিয়া জানাও উত্তরে ।
ারথি করিয়া আমা যুদ্ধে যেন বরে ॥
ত শুনি হৃষ্ট হ'য়ে গেল যাজ্ঞসেনী ।
ব কহি পাঠাইল উত্তরা ভগিনী ॥
াতৃস্থানে কহ গিয়া বিরাট-নন্দিনী ।
ন ভাই কহিল সৈরিন্ধ্রী সুবদনী ॥
ারথির হেতু তুমি হ'য়েছ চিন্তিত ।
স কারণে আমায় যে পাঠায় ত্বরিত ॥
র্ত্তক যে বৃহন্নলা আছয়ে আমার ।
সৈরন্ধ্রী কহিল সব পরাক্রম তার ॥
াণ্ডব দহিয়া পার্থ তুষিল অনলে ।
বৃহন্নলা আছিল সারথি সেইকালে ॥
পাণ্ডব-আলয়ে আমি ছিলাম যখন ।
বৃহন্নলা পরাক্রম দেখেছি তখন ॥
বৃহন্নলা সহায়ে অর্জ্জুন মহাবীর ।
এক রথে শাসিল নৃপতি পৃথিবীর ॥
আজ্ঞা যদি হয় ভাই, লয় তব মন ।
বৃহন্নলা সারথি করিয়া কর রণ ॥
উত্তর বলিল তুমি আনহ তাহারে ।
সারথি হইলে যোগ্য যাইব সমরে ॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বচনে বলিল নৃপসুতা ।
কাঞ্চনের মালা গলে বিচিত্র মুকুতা ॥
রূপেতে কমলা সমা কমল-নয়নী ।
অনিন্দিতা সিংহ মধ্যে মরালগামিনী ॥
জিজ্ঞাসিল পার্থ কেন গতি শীঘ্রতর ।
শুনিয়া বিরাট-পুত্রী করিল উত্তর ॥
মম পিতৃ-গোধন হরিল কুরুগণে ।
শুনিয়া রক্ষার্থে মম ভাই যাবে রণে ॥
সারথির হেতু চিন্তা হ'য়েছে তাঁহার ।
সৈরন্ধ্রী কহিল গুণ সকল তোমার ॥
অবশ্য তাহাতে তুমি করিবে গমন ।
আনহ গোধন মম জিনি কুরুগণ ॥
না গেলে তোমার অগ্রে ত্যজিব জীবন ।
শুনিয়া উঠিয়া পার্থ করিল গমন ॥

উত্তরা সহিতে গেল যথায় উত্তর ।
দূরে দেখি বৃহন্নলা কহিল সত্বর ॥
পূর্ব্বে তুমি অর্জ্জুনের আছিলে সারথি ।
তোমা সহযোগেতে জিনিলা সুরপতি ॥
সারথি যতেক খ্যাত আছে ত্রিভুবনে ।
ইন্দ্রের সারথি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকে জানে ॥
বিষ্ণুর দারুক আর সূর্য্যের অরুণ ।
দশরথ নৃপতির সুমন্ত্র নিপুণ ॥
সকল সারথি হৈতে তোমা বাখানিল ।
তোমা সম কেহ নহে সৈরিন্ধ্রী কহিল ॥
অর্জ্জুন বলেন আমি এ সব না জানি ।
নৃত্য গীত জানি আর তাল বাদ্যধ্বনি ॥
কভু নাহি দেখি আমি সমর কেমন ।
শুনিয়া বলিল তবে বিরাট-নন্দন ॥
নর্ত্তন গায়নে তুমি সকলেতে খ্যাত ।
সৈরন্ধ্রীর মুখে তব গুণ অবগত ॥
সৈরন্ধ্রীর বাক্য মিথ্যা নহে কদাচন ।
উঠ দ্রুত মম রথে কর আরোহণ ॥
অর্জ্জুন বলেন মানি তোমার বচন ।
সারথি নহি যে তবু করিব গমন ॥
কেবল আমার এক আছয়ে নিয়ম ।
যথা ইচ্ছা শক্র যদি হয় যম সম ॥
না জিনিয়া বাহুড়িয়া না আসে মম রথ ।
সর্ব্বকাল প্রতিজ্ঞা আমার এইমত ॥
স্ত্রীগণের অগ্রে তুমি যে কিছু কহিলে ।
রথ না বাহুড়ে মম তাহা না করিলে ॥
যথায় কহিবে রথ তথাকারে লব ।
রথসজ্জা দেহ, রথ সাজন করিব ॥
এত শুনি উত্তরের আনন্দিত মন ।
মম মনোমত যোগ্য তুমি বিচক্ষণ ॥
এত বলি গলা হৈতে দিল রত্নমালা ।
বড় ভাগ্য তোমারে পাইনু বৃহন্নলা ॥
রাজপুত্র প্রসাদ না নিলে অনুচিত ।
প্রসাদ লইতে পার্থ হইল লজ্জিত ॥
রথের সাজন করিলেন ধনঞ্জয় ।
দেখিয়া উত্তর মনে মানিল বিস্ময় ॥

বীরবেশ করিয়া উত্তর রাজসুত ।
রথ আরোহণ করে অস্ত্র গুণযুত ॥
চতুর্দ্দিকে নারীগণ করয়ে মঙ্গল ।
হেনকালে উত্তরাদি বালিকা সকল ॥
বৃহন্নলা চাহিয়া বলয়ে ততক্ষণ ।
পুতলী খেলাব মোরা যত কন্যাগণ ॥
এই বাক্য তুমি মম করিও স্মরণ ।
যোদ্ধাগণ অঙ্গের যে বিবিত্র বসন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি জিনিয়া বীরগণ ।
সবাকার অঙ্গ হৈতে আনিবে বসন ॥
কহেন ঈষৎ হাসি পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
সংগ্রাম জিনিবে যবে তব সহোদর ॥
আনিব বসন রত্ন তোমার বাঞ্ছিত ।
এত বলি রথ মধ্যে বৈসেন ত্বরিত ॥
হেনকালে অন্তঃপুরে যত নারীগণ ।
অর্জ্জুন চাহিয়ে বলে করুণ বচন ॥
খাণ্ডব দাহনে যেন জিনি পুরন্দরে ।
সহায় হইয়া জয় দিলা পার্থবীরে ॥
সেইমত এখন জিনিয়া কুরুগণে ।
উত্তর কুমারে ল'য়ে আইস কল্যাণে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

কুরুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে উত্তরের গমন ।

ভূমিঞ্জয় কহে তবে ধনঞ্জয় প্রতি ।
রথ চালাইয়া তুমি দেহ দ্রুতগতি ॥
যথায় কৌরব-সৈন্য করহ গমন ।
সাক্ষাতে দেখহ আজি তাদের মরণ ॥
এত গর্ব্ব হইল হরিল মম গরু ।
তার সমুচিত ফল পাবে আজি কুরু ॥
পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বীর কয় ।
হাসি রথ চালালেন বীর ধনঞ্জয় ॥
আকাশে উঠিল রথ চক্ষুর নিমিষে ।
মুহূর্ত্তেক উত্তরিল কুরুসৈন্য পাশে ॥
দূর থাকি উত্তর অর্জ্জুন প্রতি বলে ।
কেমনে চালাও রথ কোথায় আনিলে ॥
তথায় লইবে রথ যথায় গোধন ।
সমুদ্রের মধ্যেতে আনিলে কি কারণ ॥
পর্ব্বত সমান উঠে লহরী হিল্লোল ।
কর্ণেতে না শুনি কিছু পূরিল কল্লোল ॥
নৌকাবৃন্দ দেখিয়া ব্যাকুল হৈল চিত ।
কলরব জলজন্তু করে অপ্রমিত ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন তবে বলিলেন তায় ।
সমুদ্র-প্রমাণ বটে জলনিধি প্রায় ॥
ধবল আকার যত দেখহ কুমার ।
জল নহে এই সব গোধন তোমার ॥
নৌকাবৃন্দ নহে সব মাতঙ্গমণ্ডল ।
না হয় লহরী রথ পতাকা সকল ॥
সৈন্য-কোলাহল শব্দ সিন্ধু গর্জ্জে প্রায় ।
কৌরবের সৈন্য এই জানাই তোমায় ॥
উত্তর বলিল মম মনে নাহি লয় ।
না জানহ বৃহন্নলা সমুদ্র নিশ্চয় ॥
সমুদ্র না হয় যদি হয় সৈন্যগণ ।
এ সৈন্য সহিতে তবে কে করিবে রণ ॥
দেবের দুস্তর এই সৈন্য সিন্ধুবত ।
মনুষ্য কি শক্তি ধরে তাহার অগ্রত ॥
এত সৈন্য পূর্ব্বে মম নাহি ছিল জ্ঞান ।
জন কত লোক বলি ছিল অনুমান ॥
মহা মহারথিগণ দেখি হৈল ভয় ।
পৃথিবীর ক্ষত্র যার নামে ধ্বংস হয় ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি ল'য়ে পুরন্দর ।
না পারিল যার সহ করিতে সমর ॥
তথা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা কৃপ ।
বিবিংশতি দুঃশাসন দুর্য্যোধন নৃপ ॥
কুবুদ্ধি লাগিল মোরে হইনু অজ্ঞান ।
তেঁই কুরুসৈন্য মধ্যে করি আগমন ॥
যুদ্ধের থাকুক কাজ দেখি ছন্ন হৈনু ।
ছাড়িল শরীর প্রাণ তোমারে কহিনু ॥
ত্রিগর্ত্তের সহ রণে মম পিতা গেল ।
একগোটা পদাতিক ঘরে না রাখিল ॥
একা মোরে রাখি গেল রাজ্যের রক্ষণে ।
মোর কোন্ শক্তি কুরুরাজ সহ রণে ॥

কহ বৃহন্নলা কি তোমার মনে আসে।
তবু রথ রাখিয়াছ কেমন সাহসে ॥
শীঘ্র রথ বাহুড়াও পাছে কুরু দেখে।
ধেনু হেতু মিথ্যা কেন মরিব বিপাকে ॥
উত্তর বচনে হাসি কন ধনঞ্জয়।
শক্র দেখি কি হেতু এতেক তব ভয় ॥
কৃষ্ণবর্ণ হৈল মুখ শীর্ণ হৈল অঙ্গ।
জিহ্বাতে উড়িল ধূলি কম্পে করজঙ্ঘ ॥
না করিয়া যুদ্ধ তব দেখি হৈল ভয়।
কোন্ মুখে বাহুড়িয়া যাবে পুররায় ॥
কহিলা ফিরাও রথ অতি দ্রুতগতি।
চিত্তে না করিও আমি এমন সারথি ॥
না করিয়া কার্য্য সিদ্ধ ফিরাইব কেনে।
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি তাহা বুঝ মনে ॥
কিসের কারণে আমি রথ বাহুড়িব।
আমি সর্ব্ব সৈন্য মাঝে এবে রথ লৈব ॥
স্ত্রীগণের মধ্যে থাকি যতেক কহিলে।
রথ না বাহুড়ে মম তাহা না করিলে ॥
যুদ্ধভয় ত্যজহ ধরহ বীরপণ।
ধনু ধরি নিজ বলে জিন কুরুগণ ॥
বিনা কুরু না জিনে গোধন ছাড়ি গেলে।
মহালজ্জা হৈবে তব পৃথিবীমণ্ডলে ॥
হাসিবেক সর্ব্বলোক যত ক্ষত্রগণ।
হাসিবেক স্ত্রীলোক অপরাপর জন ॥
আমার সারথিগুণ সৈরিন্ধ্রী কহিল।
তব সঙ্গে আসি মম সর্ব্ব নষ্ট হৈল ॥
তোমার এ কর্ম্ম যদি পূর্ব্বেতে জানিব।
তবে কেন তব সঙ্গে সংগ্রামে আসিব ॥
হাসিবেক অন্তঃপুরে নারী পুনঃ পুনঃ।
কহিল সৈরিন্ধ্রী মিথ্যা বৃহন্নলাগুণ ॥
যে জনার কর্ম্মে লোক করে উপহাস।
ধিক্ তার নিন্দিত জীবনে কিবা আশ ॥
উপহাস হইতে মরণ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
বিশেষ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ যুদ্ধে মৃত্যুধর্ম্ম ॥
উহা না করিয়া আমি বাহুড়িব কেনে।
ধৈর্য্য ধর যুদ্ধ কর ভয় ত্যজ মনে ॥
উত্তর বলিল কি বলহ বৃহন্নলা।
মহাসিন্ধু পার হ'তে বান্ধ তৃণ ভেলা ॥
অগ্নির কি করিবেক পতঙ্গ শকতি।
মত্তগজ অগ্রে কোথা শশকের গতি ॥
মৃত্যুসহ বিবাদে বাঁচিবে কোন্‌জন।
দেখি ফণিমুখে হস্ত দিব কি কারণ ॥
জীবন থাকিলে সর্ব্ব পাব পুনর্ব্বার।
গাভী রত্ন লউক হাসুক সংসার ॥
নারীগণ হাসুক হাসুক বীরগণ।
ঘরে যাব, যুদ্ধে মম নাহি প্রয়োজন ॥
নিজে নপুংসক তুমি, হীন সর্ব্বসুখে।
তেঁই মৃত্যু শ্রেয় বলি, কহ নিজ মুখে ॥
জীবন মরণ তোর একই সমান।
তোর বোলে কি কারণে ত্যজিব পরাণ ॥
সমানের সহিত করিবে ক্ষত্র রণ।
লজ্জা নাহি বলবানে দেখি পলায়ন ॥
মম বোলে যদি তুমি না ফিরাও রথ।
পদব্রজে চলিয়া যাইব আমি পথ ॥
এত বলি ফেলাইয়া দিল শর চাপ।
রথ হৈতে ভূমিতে পড়িল দিয়া লাফ ॥
দ্রুতগতি চলি যায় নিজ রাজ্যমুখে।
রহ রহ বলিয়া ডাকয়ে পার্থ তাকে ॥
হেন অপকীর্ত্তি ল'য়ে জিয়ে কোন্ ফল।
এত বলি আপনি নামেন ভূমিতল ॥
ভারত-পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
বিরচিল পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস ॥

কৌরবগণের পরস্পর তর্ক।

নানারূপ বিচারে কুরু-সৈন্যগণ।
নির্ণয় করিতে না পারিল কোন্ জন ॥
পলায় উত্তর ধনঞ্জয় যায় পাছে।
শত পথ অন্তর ধরিল গিয়া কাছে ॥
আর্ত্ত হ'য়ে উত্তর বলিছে গদগদ।
না মারিহ বৃহন্নলা পড়ি তব পদ ॥
এবার লইয়া যদি যাহ মোরে ঘর।
নানা রত্ন তোমা আমি দিব বহুতর ॥

দিব্য হেমমণি মুক্তা গজ হয় রথ।
এক লক্ষ গাভী দিব স্বর্ণ অলঙ্কৃত ॥
বহু ধন গাভী দিব দিব্য কন্যাগণ।
আর যাহা চাহ, তা দিব সেইক্ষণ ॥
না মারহ বৃহন্নলা দেহ মোরে ছাড়ি।
এত বলি কান্দয়ে সে ধরাতলে পড়ি ॥
অচেতন হৈল বীর যেন হীনপ্রাণ।
হরিল মুখের বাক্য যেন হতজ্ঞান ॥
আশ্বাসিয়া পার্থ কহে করি সচেতন।
না করিও ভয় শুন আমার বচন ॥
যুদ্ধ করিবারে যদি ভয় হয় মনে।
সারথি হইয়া রথে বৈস মম সনে ॥
রথী হ'য়ে দেখ আজি করিব সমর।
সত যোদ্ধাগণে পাঠাইব যমঘর ॥
এত সব গোধন লইব ছাড়াইয়া।
কেবল থাকহ তুমি সারথি হইয়া ॥
ক্ষত্র হয়ে কেন তব রণে মৃত্যুভয়।
না করিহ রণভয় ত্যজহ সংশয় ॥
এত বলি ধরি তুলিলেন রথোপরে।
বোধ নাহি উত্তরের কান্দে উচৈঃস্বরে ॥
রথ চালাইলেন যে তখন অর্জ্জুন।
শমীবৃক্ষ যথা আছে অস্ত্র ধনুর্গুণ ॥
উত্তরেরে রথে ল'য়ে করেন গমন।
দেখিয়া হাসিয়া বলে কর্ণ দুর্য্যোধন ॥
হে গুরু হে কৃপাচার্য্য কোথা ধনঞ্জয়।
অগ্রেতে তোমরা দেখ-পাণ্ডুর তনয় ॥
গুরু বলি সঙ্কোচে না কহি কোন কথা।
আমার শত্রুর গুণ গাও যথা তথা ॥
দুর্য্যোধন-বাক্য গুরু না শুনিয়া কাণে।
ভীষ্মে চাহি বলিতে লাগিলা সেইক্ষণে ॥
বিপরীত অকুল হের দেখ আজি।
নিরুৎসাহ সর্ব্ব সৈন্য কান্দে গজবাজী ॥
অনাবৃষ্টি হইতেছে বহে তপ্ত বাত।
অন্ধকার দশদিক সঘনে নির্ঘাত ॥
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি মহাকলরব।
বহু প্রাণীবধের লক্ষণ এই সব ॥

যত সৈন্য সকল থাকুক যুদ্ধসাজে।
সবে মেলি রক্ষা কর দুর্য্যোধন রাজে ॥
গাভী হেতু সঙ্কটেতে পড়িলাম সবে।
বহুকাল জীব আজি রক্ষা পাই তবে ॥
এত যদি ভীষ্মে চাহি বলেন বচন।
চিনিলা কি অঙ্গনায় গঙ্গার নন্দন ॥
লঙ্কার ঈশ্বর বনরিপু যার ধ্বজ।
নগ নামে যার নাম নগারি অগ্রজ ॥
অঙ্গনার বেশধারী দুষ্টনাশকারী।
গোধন লইবে আজি কুরুসৈন্য মারি ॥
সঙ্কেতে এতেক গুরু বলিলা বচন।
উত্তর করেন তবে শান্তনুনন্দন ॥
কি কারণে সঙ্কেত বলহ আর গুরু।
প্রকাশ করিয়া বল শুনুক সর্ব্বকুরু ॥
পূর্ব্বে ধর্ম্ম সভাতে যে করিল নির্ণয়।
গেল দিন সম্পূর্ণ হইল সে সময় ॥
সে ভয় ত্যজিয়া কহ শুনুক সর্ব্বজন।
শুনি দুর্য্যোধনে চাহি বলেন বচন ॥
বলিলে কর্ণেতে রাজা না শুন বচন।
তথাপি নির্লজ হ'য়ে কহি পুনঃ পুনঃ ॥
এই যে দেখিছ ক্লীব ছদ্মবেশধর।
নিশ্চয় অর্জ্জুন বটে হইল গোচর ॥
যথা যায় জয় নাহি করিয়া বাহুড়ে।
সুরাসুর যাহার নামেতে স্থান ছাড়ে ॥
মম শিষ্য বলি তুমি না করিহ মনে।
ইন্দ্র শিব আদি দেব দিলা অস্ত্রগণে ॥
বহু বিদ্যা পাইয়াছে অমর ভুবনে।
বহু ক্রোধে আসিতেছে লয় মম মনে ॥
এত শুনি বলিতে লাগিল কর্ণবীর।
সদা তুমি প্রশংসা করহ গাণ্ডীবীর ॥
দুর্য্যোধন তার কোন অংশে যোগ্য নয়।
অনুক্ষণ গুণ কহ প্রাণে কত সয় ॥
যদি হয় পার্থ এই পাণ্ডুর কুমার।
তবেত মানস পূর্ণ হইল আমার ॥
দুর্য্যোধন বলে যদি ধনঞ্জয় এই।
কামনা হইল পূর্ণ আমি যাহা চাই ॥

যার হেতু চর মোর খুঁজিল সংসার।
হেনজনে পাইলে কি চাহি তবে আর ॥
ত্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাত বাস আদি।
পূর্ণ না হইতে পার্থ দেখা দিল যদি ॥
কহ গুরু কেমনে না যাবে তবে বন।
সবে জান যুধিষ্ঠির করিল যে পণ ॥
অর্জ্জুন না হয় যদি অন্য জন হবে।
এখনি মারিব তারে যেন ক্ষুদ্র জীবে ॥
কর্ণের বচন শুনি দ্রোণ বলে বাণী।
যত বড় যেই জন সব আমি জানি ॥
অর্জ্জুন যেমন তাহা ত্রিলোকে বিখ্যাত।
খাণ্ডব দাহনে যেই জিনে সুরনাথ ॥
অপ্রমেয় পরাক্রম যদুবলে জিনি।
হরিয়া আনিল বলরামের ভগিনী ॥
বাহুযুদ্ধে পরাজয় কৈল পশুপতি।
একরথে বিজয় করিল বসুমতী ॥
নিবাত-কবচগণে করে নিপাতন।
দশস্কন্ধ তেজ ধরে এক একজন ॥
বহুকাল কালকেয় ইন্দ্রের বিবাদী।
তাহা মারি নিষ্কণ্টক করে জম্ভভেদী ॥
চিত্রসেনে জিনি দুর্য্যোধনে রক্ষা কৈল।
সহজে কহিতে তোর অঙ্গে না সহিল ॥
এখনি সাক্ষাতে আজি দেখিবে নয়নে।
কোন্ জন যুঝিবেক অর্জ্জুনের সনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

উত্তরের সহিত অর্জ্জুনের শমীবৃক্ষ নিকটে গমন।

এতেক বিচার করে কুরুসৈন্যগণ।
শমীবৃক্ষতলে যান ইন্দ্রের নন্দন ॥
উত্তরে বলেন তুমি যুদ্ধযোগ্য নহ।
এই দীর্ঘ শমীবৃক্ষ উপরে আরোহ ॥
ধনুশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব আছয়ে বৃক্ষোপরে।
দিব্য যুগ তূণ আছে পরিপূর্ণ শরে ॥
বিচিত্র কবচ ছত্র শঙ্খ মনোহর।
বৃক্ষ হৈতে নামাইয়া আনহ সত্বর ॥
পঞ্চ ধনুমধ্যে যেই ধনু মনোরম।
বল যার এক লক্ষ তালবৃক্ষ সম ॥
শুনিয়া বিরাটপুত্র করিল উত্তর।
কিমতে চড়িব এই বৃক্ষের উপর ॥
শুনিয়াছি এই বৃক্ষে শব বান্ধা আছে।
রাজপুত্র কেমনে চড়িব গিয়া গাছে ॥
পার্থ কন শব নহে বৃক্ষ উপরেতে।
পাপকর্ম্ম জানি কেন কহিব করিতে ॥
শব বলি যে থুইল কপট বচন।
শব নহে আছে ইথে ধনু অস্ত্রগণ ॥
এত শুনি উত্তর উঠিল সেইক্ষণ।
ছাড়াইল যত ছিল বস্ত্র আচ্ছাদন ॥
অর্দ্ধচন্দ্রপ্রভা যেন ধনু অস্ত্র যত।
সর্পের মণির প্রায় জ্বলে শত শত ॥
ব্যস্ত হ'য়ে উত্তর জিজ্ঞাসে ধনঞ্জয়।
ধনু অস্ত্র কোথা দেখি সব সর্পময় ॥
দেখিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম কম্পয়ে হৃদয়।
ছোঁবার থাকুক কার্য্য দেখি লাগে ভয় ॥
পার্থ বলে সর্প নহে ধনু অস্ত্রগণ।
শুনিয়া উত্তর পুনঃ বলিছে বচন ॥
অদ্ভুত বিচিত্র দেখি তরু তাল সম।
মণিরত্নে বিভূষিত ধনু মনোরম ॥
মৃগচিহ্ন স্থলে যার দুরাকর্ষ দেখি।
কোন্ মহাবীর হেন ধনু গেল রাখি ॥
বিচিত্র দ্বিতীয় ধনু রিপুকুলধ্বংস।
কাহার বিচিত্র ধনু অগ্নি হেন জ্বলে ॥
চতুর্থ অদ্ভুত ধনু দেখি যে কাহার।
চতুর্দ্দশ ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে শোভিত যাহার ॥
কাহার এ ধনু পৃষ্ঠে হেমশিখী শোভা।
মণিরত্ন বিভূষিত শতচন্দ্র আভা ॥
বিচিত্র শকুনিপত্র বিভূষিত শর।
পূর্ণ দেখি ছয় গোটা তূণ মনোহর ॥
দ্বিতীয় ধনুক হেম বিদ্যুতে শোভয়।
ছয় হংসচিত্র ধর্ম্ম নৃপতি ধরায় ॥
সত্তরি সহস্র বল ধনুক নির্ম্মাণ।
দ্রোণাচার্য্য গুরু পূর্ব্বে মোরে দিল দান।

সহস্রেক গোধা যেই ধনু অনুপম।
বৃকোদর-ধনু তার সুপার্শ্বক নাম॥
ব্যাঘ্র-বিভূষিত ধনু নকুল যে ধরে।
শৈম্বতী সহস্র বল ছিল শল্য করে॥
শিখিচিহ্ন ধনু সহদেব বীর ধরে।
চতুঃষষ্ঠি বল পূর্ব্বে দিল চক্রধরে॥
পুনঃ জিজ্ঞাসিল সত্য কহ বৃহন্নলা।
ধনু অস্ত্র রাখি সবে তাঁরা কোথা গেলা॥
হাসিয়া বলেন পার্থ আমি ধনঞ্জয়।
উত্তর বলিল মম মনে নাহি লয়॥
কহ সত্য তুমি যদি পাণ্ডুর তনয়।
দশ নাম ধরেন অর্জ্জুন মহাশয়॥
অর্জ্জুন বলেন নাম শুনহ আমার।
এই দশ নাম মম বিখ্যাত সংসার॥
অর্জ্জুন ফাল্গুনী সব্যসাচী ধনঞ্জয়।
কিরীটী বীভৎসু শ্বেতবাহন বিজয়॥
কৃষ্ণ জিষ্ণু বলিয়া আমার নাম জান।
স্থাপিত করিল যাহা অমর-প্রধান॥
উত্তর বলিল কহ করিয়া নির্ণয়।
কি হেতু কি নাম পাইলেন ধনঞ্জয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

অর্জ্জুনের দশ নামের কারণ এবং গান্ধারীর সহিত কুন্তীর শিব-পূজায় বিরোধ।

হস্তিনানগরে পূর্ব্বে ছিলাম যখন।
আমার জননী পূজা করে পঞ্চানন॥
স্বয়ম্ভু পাষাণলিঙ্গ নাম যোগেশ্বরে।
রাজপত্নী বিনা অন্যে পূজিবে না পারে॥
প্রভাতে উঠিয়া মাতা করি স্নানদান।
নানা উপহারে হরে পূজিবারে যান॥
এইরূপে শিবলিঙ্গ পূজেন জননী।
সেইরূপে সদা পূজে সুবল-নন্দিনী॥
দোঁহে শিব পূজে কেহ কারে নাহি জানে।
দৈবযোগে দোঁহার মিলন কতদিনে॥
গান্ধারী বলেন কুন্তী তুমি কেন হেথা।
ফল পুষ্প দেখি বুঝি পূজিতে দেবতা॥
মাতা বলে আমি সদা করি যে পূজন।
তুমি বল হেথায় আইলে কি কারণ॥
গান্ধারী বলেন রাঁড়ী এত গর্ব্ব তোর।
কিমতে পূজিস্ লিঙ্গ সংপূজিত মোর॥
রাজার গৃহিণী আমি রাজার জননী।
তুমি কোন্ ভরসায় পূজ শূলপাণি॥
মাতা বলিলেন তুমি কেন বল এত।
তুমি জ্যেষ্ঠা ভগিনী যে তেঁই বল কত॥
যেইদিন আমি আসিয়াছি কুরুকুলে।
সর্ব্বলোক জানে আমি পূজি ফলফুলে॥
গান্ধারী বলিল ছাড় পূর্ব্ব অহঙ্কার।
এখন তোমার শিবে কোন্ অধিকার॥
এইমত দ্বন্দ্ব হৈল দুই ভগিনীর।
লিঙ্গ হৈতে সদাশিব হইল বাহির॥
কহিলেন কেন দ্বন্দ্ব কর দুইজন।
দ্বন্দ্ব ত্যজি শুন দোঁহে আমার বচন॥
ইষ্ট আমি সবার, সবাই পূজা করে।
কার শক্তি আমারে যে অংশ করিবারে॥
অর্দ্ধ অঙ্গ হয় মম পর্ব্বত-কুমারী।
কোন্ জন অংশ মোরে করিতে না পারি॥
তোমা দোঁহা কুরুবধূ সমান সুমতি।
দোঁহার পূজায় মম হয় বড় প্রীতি॥
আপনার বলি বল আমি কারু নই।
কিন্তু রাজপত্নীর পূজিত আমি হই॥
দোঁহে রাজপত্নী তোমা দোঁহে রাজমাতা।
উভয়ে আমার পূজা কর২ সর্ব্বথা॥
একজন মাত্র যদি চাহ পূজিবারে।
তবে মম দৃঢ় বাক্যে কহি যে তোমারে॥
কনকের দল হবে মাণিক কেশর।
সহস্র চম্পক সে সুগন্ধি মনোহর॥
তাহাতে প্রভাতে যেই প্রথমে পূজিবে।
নিশ্চয় জানিবা শিব তাহার হইবে॥
এমত বিধানে যে করিবে অগ্রে পূজা।
তার পুত্র জানিহ এ রাজ্যে হবে রাজা॥

শুনিয়া শিবের বাক্য গান্ধারী উল্লাস ।
মাতারে চাহিয়া বলে করি উপহাস ॥
নিশ্চয় তোমার এবে হৈল মহেশ্বর ।
পুত্রস্থানে চাম্পা মাগি আনহ সত্বর ॥
এত বলি নিজ গৃহে করিল গমন ।
ডাকাইয়া আনাইল শত পুত্রগণ ॥
কহিল কুন্তীর সহ দ্বন্দ্ব যেমনেতে ।
হেম চাঁপা দেহ শিবে পূজিব প্রভাতে ॥
সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন ত্রিপুরারী ।
যে পূজিবে তার পুত্র রাজ্য-অধিকারী ॥
শুনি দুর্য্যোধন আজ্ঞা কৈল সেইক্ষণ ।
আনাইল সহস্র সহস্র কর্ম্মিগণ ॥
মণিমুক্তা দিল চন্দ্র জিনিয়া কিরণ ।
ভাণ্ডার হইতে দিল স্বর্ণ শত মন ॥
আমার জননী শুনি হরের বচন ।
দুঃখচিত্তে চলিলেন না চলে চরণ ॥
হেম চাঁপা সহস্র চাহিল ত্রিলোচন ।
গান্ধারীর আজ্ঞায় গড়িছে কর্ম্মিগণ ॥
কি করিবে তোমা সবে কি হবে কহিলে ।
এই হেতু দহে তনু দুঃখের অনলে ॥
আমি কহিলাম মাতা এই কোন্ কথা ।
যত পুষ্প চাহ আমি তত দিব মাতা ॥
মাতা বলে কেন তুমি করহ ভণ্ডন ।
তুমি কোথা হৈতে দিবে কোথা পাবে ধন ॥
আমি কহিলাম মাতা ত্যজ চিন্তা মন ।
কোন্ বড় কথা হেতু করিব ভণ্ডন ॥
রন্ধন করহ মাতা অন্ন জল খাও ।
আনি দিব পুষ্প আমি তুমি যত চাও ॥
শুনিয়া হইল হৃষ্ট করিল রন্ধন ।
সবাকারে অন্ন দিয়া করিল ভোজন ॥
ধনুক লইয়া আমি গুণ চড়াইয়া ।
সন্ধানি যুগল অস্ত্র উত্তর চাহিয়া ॥
দ্রোণাচর্য্যে গুরুপদে নমস্কার করি ।
মনোভেদী বায়ব্য যুগল অস্ত্র মারি ॥
কাটিয়া কুবের পুরী পুষ্পের কারণ ।
বায়ু অস্ত্রে উড়াইয়া করি বরিষণ ॥
সুগন্ধি কনক পদ্ম চম্পক মিশ্রিত ।
শিবের উপরে বৃষ্টি হৈল অপ্রমিত ॥
জননীকে বলিলাম যাহ স্নান করি ।
পুষ্প আনিলাম গিয়া পূজ ত্রিপুরারী ॥
কৌতুকে জননী গিয়া মহেশে পূজিল ।
তুষ্ট হ'য়ে সদানন্দ মায়ে বর দিল ॥
তব পুত্রগণ হবে কুরুকূলে রাজা ।
আজি হৈতে একা তুমি কর মম পূজা ॥
আমারে সন্তুষ্ট হ'য়ে বলেন বচন ।
ধনপতি জিনি তুমি করিলে পূজন ॥
আজি হৈতে নাম তব হৈল ধনঞ্জয় ।
ধনঞ্জয় নামের এ জানিহ আশয় ॥
উত্তর কহিল কহ বীর চূড়ামণি ।
কি করিল শুনি তবে সুবলনন্দিনী ॥
অর্জ্জুন বলেন প্রাতে উঠিয়া গান্ধারী ।
সহস্র কনক পুষ্প হেমপাত্রে করি ॥
নানা পুষ্প চন্দন অনেক উপহার ।
বহু নারীগণ সহ পূজিতে শঙ্কর ॥
শিবের আলয় দেখে পুষ্পেতে পূর্ণিত ।
যাইতে নাহিক পথ কে করে গণিত ॥
দেখিয়া গান্ধারী দেবী বিষণ্ণবদন ।
কুন্তীরে দেখিয়া বলে কহ বিবরণ ॥
মাতা বলে এই পুষ্পে পূজিলাম আমি ।
বর দিয়া স্বস্থানে গেলেন উমাস্বামী ॥
শুনিয়া গান্ধারী ক্রোধে পুষ্পজল ফেলে ।
গৃহে গিয়া নিজ পুত্রগণে মন্দ বলে ॥
বিজয় বলিয়া নাম হইল আমারে ।
বিজয় করি যে আমি যাই যেথাকারে ॥
শ্বেত চারি তুরঙ্গ আমার রথ বহে ।
তেঁই শ্বেতবাহন বলিয়া লোকে কহে ॥
সূর্য্য অগ্নি সমান কিরীট মম মাথে ।
কিরীট দিলেন নাম তাই সুরানাথে ॥
বীভৎসু বলিয়া ডাকিলেন নারায়ণ ।
দিলেন বীভৎসু নাম করি নিরূপণ ॥
নীলোৎপল কৃষ্ণকান্তি দেখি মম কায় ।
কৃষ্ণ নাম রাখিলেন জনক আমায় ॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য ।

প্রণমহ দ্বিজ, পদ-সরসিজ,
সৃজন পালন নাশা ।
সর্ব্বত্র সুখদ, মহিমা যে পদ,
বক্ষে অধোক্ষজ ভুষা ॥
যে পদ সলিল, সেই সাধু পিল,
তরিল দুঃখ পিপাসা ।
অবনী অবধি, যতেক তীর্থাদি,
যে পদে সবার বাসা ॥
ভবার্ণব প্লব, যে পদ পল্লব,
লক্ষ্মীবশকারী ধূলি ।
আয়ুর্যশপ্রদ, অজয় সম্পদ,
পাইতে যাহারে বলি ॥
বর্ণিতে কি শক্য, দুর্নিবার বাক্য,
পুণ্ডরীকাক্ষাদি জনে ।
বজ্রে করে চূর, ভীমের অঙ্কুর,
তিনপুর ভয় মানে ॥
অপাঙ্গ যে বাক্যে, হৈল সহস্রাক্ষে,
সকল ভক্ষ্য হুতাশ ।
যে বাক্যে ভার্গবী, ত্যজি স্বর্গদেবী,
সিন্ধুজলে কৈল বাস ॥
অপ্রমিত তেজঃ, অজিতবংশজ,
ঈষিতে করিল ধ্বংস ।
বিন্ধ্য হৈল ক্ষুদ্র, শুষিল সমুদ্র,
দহিল সগরবংশ ॥
ভগীরথ ভগে, ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগে,
দ্রোণীতে হইল দ্রোণ ।
যাঁর কলানিধি, যে বাক্যে জলধি,
পাইল কুটুম্ব লোণ ॥

অর্জ্জুনের ক্লীবত্বের বিবরণ ।

পার্থ বলিলেন শুন বিরাট-কুমার ।
যেই হেতু যেই নাম শুনহ আমার ॥
দুই হাতে ধনু আমি ধরি যে সমান ।
সমান প্রয়োগ অস্ত্র সমান সন্ধান ॥
তেঁই সব্যসাচী নাম লোকে হৈল খ্যাত ।
ধনুর্গুণ ঘর্ষণে কঠিন দুই হাত ॥
সসাগরা ক্ষিতিতে নিবসে যত জন ।
রূপেতে আমার সম না হয় তুলন ॥
সমান দেখিয়া সবে মম রূপ গুণ ।
এ কারণে মম নাম থুইল অর্জ্জুন ॥
ফাল্গুনী বলিয়া তেঁই ঘোষয়ে সংসার ।
ফাল্গুনী নক্ষত্রে মধ্যে উৎপত্তি আমার ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে ইন্দ্র অধিপতি ।
ইন্দ্র-ভুজাশ্রিত যত ইতিমধ্যে স্থিতি ॥
সবারে জিনিয়া ইন্দ্র বিষ্ণু নাম ধরে ।
এবে ইন্দ্র সবে জয় করিনু সবারে ॥
সে কারণে মিলিয়া যতেক দেবগণ ।
জিষ্ণু নাম আমার করিল নিরূপণ ॥
নীলোৎপল কৃষ্ণবর্ণ দেখি মম কায় ।
কৃষ্ণ নাম বলি তাত রাখিল আমায় ॥
প্রতিজ্ঞা আমার শুন বিরাট-নন্দন ।
যুধিষ্ঠির রক্তপাত করে যেই জন ॥
সবংশে মারিয়া তারে করিব নিপাত ।
পূর্ব্বাপর সত্য মম সর্ব্বলোকে জ্ঞাত ॥
উত্তর বলিল মম মনে নাহি লয় ।
তুমি যদি সত্য হও বীর ধনঞ্জয় ॥
কোথা যুধিষ্ঠির রাজা ধর্ম্ম অধিষ্ঠান ।
কোথা বৃকোদর বীর মহা বলবান ॥
সহদেব নকুল দ্রুপদ রাজসুতা ।
সত্য কহ অর্জ্জুন কহিবে তার কথা ॥
হাসিয়া বলেন পার্থ শুনহ উত্তর ।
কঙ্ক নামে সভাসদ ধর্ম্ম নরবর ॥
বল্লভ নামেতে যেই ওই সূপকার ।
সেই বৃকোদর বীর অগ্রজ আমার ॥
সৈরিন্ধ্রী রূপসী কৃষ্ণা শুন নৃপবাল ।
গ্রন্থিক নকুল সহদেব তন্ত্রিপাল ॥
এত শুনি উত্তর ক্ষণেক স্তব্ধ হৈয়া ।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রমাণ করিয়া ॥

হে বীর কমলচক্ষে চাহ একবার।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিবা আমার ॥
যে যে কর্ম্ম তুমি করিয়াছ মহামতি।
তোমা বিনা করে হেন কাহার শকতি ॥
বড় ভাগ্য আমার পিতার কর্ম্মফলে।
শরণ লইনু আমি তব পদতলে ॥
কৃষ্ণের আশ্রিত যেন তোমা পঞ্চজন।
তেঁই আমি তব পদে নিলাম শরণ ॥
যদি অনুগ্রহ তুমি করিলে আমায়।
দাস হ'য়ে সদা আমি সেবিব তোমায় ॥
অর্জ্জুন বলেন প্রীত হলাম তোমারে।
ধনু অস্ত্র ল'য়ে তুমি আইস সত্বরে ॥
কুরুগণ জিনিয়া গোধন তব দিব।
মহা আর্ত্ত আজি কুরু-সৈন্যেরে করিব ॥
কুরুসৈন্য সিন্ধুমাঝে শত্রুগণ ভুজে।
সকল দহিব আজি অস্ত্র-অগ্নিতেজে ॥
পাছে তুমি ভয় কর সংগ্রামের স্থলে।
আমার রক্ষণে তব ভয় নাহি তিলে ॥
উত্তর বলিল মম আর ভয় কারে।
ধনঞ্জয় মহাবীর রাখিবে যাহারে ॥
তব পরাক্রম আমি ভালমতে জানি।
নাহি মম ভয় যদি আসে শূলপাণি ॥
এ বড় অদ্ভুত কথা আসে মম মনে।
এরূপে কাল কাটাও কিসের কারণ ॥
নিরন্তর এই কথা মম মনে ছিল।
এ হেন শরীরে কেন ক্লীবত্ব পাইল ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন বিরাট-নন্দন।
অরণ্যেতে যখন ছিলাম পঞ্চজন ॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞায় গেলাম হেমগিরি।
করিলাম শিবেরে সন্তোষে তপ করি ॥
তুষ্ট হ'য়ে মম বরদাতা ত্রিলোচন।
তাঁর অনুগ্রহে হৈল তুষ্ট দেবগণ ॥
অসুরেরা স্বর্গে বহু উপদ্রব করে।
তার ভয়ে ইন্দ্র স্বর্গে নিলেন আমারে ॥
মারিলাম দৈত্যগণ কালকেয় আদি।
নিবাতকবচ যত দেবগণ বাদী ॥
মম প্রীতি হেতু পিতা দেব পুরন্দর।
নৃত্য গীত করাইল অপ্সরী অপ্সর ॥
উর্ব্বশী নামেতে তাহে ছিল বিদ্যাধরী।
সে সবার শ্রেষ্ঠ হয় পরম সুন্দরী ॥
যত যত বিদ্যাধরী কৈল নৃত্য গীত।
চক্ষু মেলি নাহি চাহিলাম কদাচিত ॥
দেখিলাম উর্ব্বশীর নর্ত্তন নিমিষে।
সেই কারণে রাত্রিতে আসে মম পাশে ॥
অনেক কহিয়া শেষে মাগিল রমণ।
প্রত্যাখ্যান করিলে সে কহিল তখন ॥
সকল অপ্সর ত্যজি মোরে নিরখিলে।
সে কারণে আইলাম এত নিশাকালে ॥
না করিলে মন তোম পুরুষের কাজ।
ক্লীবত্ব পাইয়া থাক রমণীর মাঝ ॥
শুনিয়া বিমর্ষভাবে কহিলাম তায়।
না দেখিনু কামভাবে আমি যে তোমায় ॥
পূর্ব্ব পিতামহ যে পুরুষ পুরাতন।
জন্মাইল তোমার গর্ভেতে পুত্রগণ ॥
পূর্ব্ব হৈতে অনেক পুরুষ হৈয়া গেল।
তোমার যুবতী দশা ম্লান না হইল ॥
এই হেতু পুনঃ পুনঃ দেখেছি তোমারে।
কুলের জননী কৃপা করিবে আমারে ॥
কুন্তী মাদ্রী আমার যেমন শচীন্দ্রাণী।
ততোধিক তোমা আমি গরিষ্ঠিতে গণি ॥
আপনার বংশ বলি জানহ আমারে।
লজ্জা পেয়ে উর্ব্বশী কহিল আরবারে ॥
যজ্ঞব্রত-ফলে তব যত পিতৃগণে।
ইন্দ্রের ভুবনে আসি থাকে হৃষ্টমনে ॥
সবে মম সহ করে রতি ব্যবহার।
কেহ নাহি করে হেন তোমার বিচার ॥
কহিল আমার শাপ নহিবে লঙ্ঘন।
বৎসরেক ক্লীব হবে বিরাট-ভবন ॥
বৎসরেক রহিবে করিনু নিরূপণ।
শুনহ ক্লীবের হেতু বিরাট-নন্দন ॥
বৎসরেক ক্লীব হইলাম সেই দায়।
সদাকাল ক্লীব আমি পরের দ্বারায় ॥

উত্তর বলিল মোরে হৈলা কৃপাবান ।
তুঁই মোরে নিজকর্ম্ম করিলে বাখান ॥
আজ্ঞা কর কোন্ কর্ম্ম করিব এখন ।
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর বলিল বচন ॥
সারথি হইয়া তুমি থাক মম রথে ।
কৌতুক দেখহ কুরুসৈন্যের মধ্যেতে ॥
উত্তর বলিল আমি তোমার প্রসাদে ।
সকল ভুবন আজি দেখি তৃণপদে ॥
বিষ্ণুর দারুক আর ইন্দ্রের সারথি ।
তাদৃশ সারথি-কর্ম্মে আমার শকতি ॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর ॥

অর্জ্জুনের যুদ্ধে আগমন ও গোধন মোচন

যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত ইন্দ্রের নন্দন ।
গর্জ্জয়ে বানরধ্বজ শ্বেত অশ্বগণ ॥
ক্রোশ এক অন্তরে করিয়া নিরীক্ষণ ।
বৈরাটীর প্রতি তবে বলেন বচন ॥
চারিভিতে দেখিতেছ বহু রথিগণ ।
দুর্য্যোধনে নাহি দেখি কিসের কারণ ॥
পশ্চাতে করিব যুদ্ধ রাজারে খুঁজিব ।
অগ্রে চল তোমার গোধন ছাড়াইব ॥
বাম ভিতে রাখ রথ যথা গাভীগণ ।
শুনি রথ চালাইল বিরাট-নন্দন ॥
দূরে থাকি ভীষ্ম কৃপে করিল প্রণতি ।
চারি বাণ মারিলেন আচার্য্যের প্রতি ॥
দুই শর পড়িল গুরুর পদতলে ।
দুই অস্ত্র পরশিল দুই কর্ণমূলে ॥
সারথি কহিল দেব কর অবধান ।
প্রহারি জনেরে কেন এতেক সম্মান ॥
হাসিয়া কহিল গুরু প্রহারি এ নয় ।
অশ্বত্থামাধিক মম পুত্র ধনঞ্জয় ॥
এই যে যুগল অস্ত্র চরণে পড়িল ।
চরণে ধরিয়া মোরে প্রণাম করিল ॥
দুই বাণ পরশিল দুই কর্ণে আর ।
এক কর্ণে কহিল সকল সমাচার ॥
আর কর্ণে কহিল আইলাম আমি ।
ত্রয়োদশ বৎসর সময় অনুক্রমি ॥
যথোচিত ভাগ দিতে কহ দুর্য্যোধনে ।
যুদ্ধ নাহি ভালে ভালে যাও এইক্ষণে ॥
ইহার উত্তর আমি করিব বিধান ।
এত বলি প্রহারিলা দ্রোণ দুই বাণ ॥
এক বাণ শিরে চুম্বি ধরণী পড়িল ।
আর বাণ কর্ণমূলে প্রত্যুত্তর দিল ॥
উত্তর কহিল কহ পাণ্ডব প্রধান ।
কে তোমারে প্রহারিল এই দুই বাণ ॥
ভাগ্যে কর্ণমূলে বাণ না কৈল ঘাতন ।
মম চিত্তে মারিলেক বলহীন জন ॥
পার্থ বলিলেন দ্রোণ গুরু সুবিদিত ।
সদাকাল তাঁহার আমায় বড় প্রীত ॥
শিরেতে চুম্বন করি পড়িল যে বাণ ।
বহুদিন সমাগমে করিল কল্যাণ ॥
আর বাণ কর্ণেতে করিল প্রত্যুত্তর ।
শঙ্কা নাহি যত সাধ্য করহ সমর ॥
এত বলি পার্থের হইল মনস্তাপ ।
কোথায় আছয়ে দুষ্ট কুরুকুল পাপ ॥
আজি তারে দিব আমি সমুচিত দণ্ড ।
কেবল রাখিব প্রাণ করি লণ্ডভণ্ড ॥
কাটিয়া মুকুট স্বর্ণছত্র নবদণ্ড ।
রথ গজ কাটিয়া করিব খণ্ড খণ্ড ॥
এই যে সমূহ সেনা দেখহ উত্তর ।
শীঘ্র রথ লহ মম তাহার ভিতর ॥
দুর্য্যোধন লুকাইয়া আছে রথীমাঝ ।
সেই সে আমার শত্রু অন্যে নাহি কাজ ॥
অস্ত্র মারি আকুল করিব সেনাগণ ।
তবে দুর্য্যোধনের পাইব দরশন ॥
অহঙ্কারী মানী মূঢ় পাপিষ্ঠ দুরাচার ।
আজি আমি গর্ব্বচূর্ণ করিব তাহার ॥
এতেক বলিয়া বীর তাতে প্রবেশিয়া ।
দুর্য্যোধনে নাহি পায় অনেক খুঁজিয়া ॥
সৈন্য মধ্যে না পাইয়া রাজা দুর্য্যোধনে ।
সিংহ যেন দুঃখচিত্ত নিরামিষ বনে ॥

উত্তরে বলেন এই দেখ বামভাগে।
লুকাইয়া কুরুপতি আছে এই দিকে ॥
চালাও সত্বর রথ যথা দুর্য্যোধন।
আজ্ঞামাত্র চালাইল বিরাট-নন্দন ॥
ইন্দ্রদত্ত কিরীট মস্তকে অতি শোভা।
ইন্দ্রদত্ত কুণ্ডল কর্ণেতে সূর্য্য-আভা ॥
অগ্নিদত্ত গাণ্ডীব ধনুক বাম হাতে।
অক্ষয় যুগল তূণ শোভে দুই ভিতে ॥
শঙ্খ সিংহনাদ করে কণ্ঠে মণিহার।
কাঁকালে বন্ধন খড়্গ ছুরি তীক্ষ্ণধার ॥
রথের নির্ঘোষে গর্জ্জে বীর হনুমান।
আইল ইন্দ্রের পুত্র ইন্দ্রের সমান ॥
দৃষ্টিমাত্রে সবে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল।
আছুক যুদ্ধের কায দেখি পলাইল ॥
অর্জ্জুনেরে কহিলেন গঙ্গার তনয়।
ভাগ্যে আজি দেখিলাম বীর ধনঞ্জয় ॥
ধর্ম্মজ্ঞ বান্ধবপ্রিয় বলে মহাবল।
পাশাকাল দুঃখ স্মরি দিতে এল ফল।
অন্য হেতু নহে এই দুর্য্যোধনে খুঁজে।
সিংহ যেন মৃগী খুঁজি ফিরে বনমাঝে ॥
আমা হৈতে অন্তরে মিলিলে দুর্য্যোধন।
এখনি লইয়া যাবে করিয়া বন্ধন ॥
এত চিন্তি দুর্য্যোধনে রক্ষার কারণ।
শীঘ্রগতি ধাইয়া আইল রথিগণ ॥
দুর্য্যোধনে বেড়িয়া রহিল চারিপাশে।
দেখিয়া অর্জ্জুন বীর প্রকাশিয়া হাসে ॥
হাসিয়া বলেন শুন বিরাট-নন্দন।
প্রাণভয়ে লুকাইয়া আছে দুর্য্যোধন ॥
চল অগ্রে তোমার গোধন ছাড়াইব।
পাছে কুরুকুল ক্লীবে খুঁজিয়া মারিব ॥
রথ চালাইয়া দিল বিরাট-নন্দন।
যথায় বেড়িয়া সৈন্য আছয়ে গোধন ॥
এইস্থানে উত্তর ক্ষণেক রাখ রথ।
সৈন্য ভাঙ্গি গোধনে করিয়া দিই পথ ॥
এত বলি করিলেন পার্থ শরজাল।
বিচিত্র বরুণ অস্ত্র যেন কালব্যাল ॥
মুষলের ধারে যেন বর্ষে জলধর।
চক্ষুর নিমিষে আচ্ছাদিল দিনকর ॥
নাহি দেখি অষ্টদিক পৃথিবী আকাশ।
সূর্য্যপথ রুদ্ধ হয় না বহে বাতাস ॥
অস্ত্র-অগ্নি জ্বলে যেন খদ্যোত আকার।
সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর ॥
নাহি দেখি কোন দিকে পলাইতে পথ।
অপ্রমিত কুরুসৈন্য ভয়েতে আবৃত ॥
চমৎকার হৈয়া ডাকি বলে সর্ব্ব সৈন্য।
ধন্য মহাবীর তব গর্ভবতী ধন্য ॥
এতাদৃশ কর্ম্ম নাহি করে ত্রিভুবনে।
তোমা বিনা এ কর্ম্ম করিবে কোন্ জনে।
শুনি তবে পার্থ বীর পূরি দেবদত্ত।
যাহার শ্রবণে হয় রিপু হীনসত্ব ॥
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন আকর্ণ পূরিয়া।
রথের শ্বেতাশ্ব চারি উঠিল গর্জ্জিয়া ॥
ধ্বজে হনুমান করে ভয়ঙ্কর নাদ।
চারি শব্দে তিন লোকে গণিল প্রমাদ।
শূন্যেতে বিমান স্থায়ী যত জন ছিল।
ঘোর শব্দে মূর্চ্ছা সবে হইয়া পড়িল ॥
অজ্ঞান হইয়া পড়ে যত কুরুদল।
সৈন্যেতে বেড়িয়াছিল গোধন সকল ॥
মহাশব্দে ধেনুগণ হইয়া অস্থির।
ভাঙ্গি সৈন্যদল বেগে হইল বাহির ॥
প্রলয় সমুদ্র কি রাখিতে পারে কূলে।
বালিবান্ধে কি করিবে নদীস্রোত জলে ॥
ঊর্দ্ধ পুচ্ছ করিয়া ধাইল গাভী সব।
দক্ষিণে বাহির হৈল করি হাম্বারব ॥
চরণ শৃঙ্গেতে মর্দ্দি বহু সৈন্যগণ।
বাহির হইল সব মৎস্যের গোধন ॥
গোপগণ প্রতি বলে বীর ধনঞ্জয়।
লয়ে যাও গরু পূর্ব্বে আছিল যথায় ॥
উত্তরে হাসিয়া তবে বলেন কিরীটি।
গাভী মুক্ত করি তব দিলাম বৈরাটি ॥
চিত্তে পাছে কর জিনিলাম সব কুরু।
গৃহেতে লইয়া যাও আপনার গরু ॥

ভুবনবিজয়ী এই কৌরবের সেনা।
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম এক এক জনা ॥
শরানলে দহিতে পারয়ে ভূমণ্ডল।
নাহি জিনি গোধন জীয়ন্তে এ সকল ॥
দূরেতে আছয়ে তেঁই অস্ত্র নাহি মারে।
দ্রুত রথ লহ মম সৈন্যের ভিতরে ॥
আজ্ঞা পেয়ে বেগে রথ চালায় উত্তর।
বহু সৈন্য জিনি গেল সৈন্যের ভিতর ॥
যথায় নৃপতি কুরুরাজ দুর্য্যোধন।
তথায় লইল রথ বিরাট-নন্দন ॥
দেখিয়া ধাইল সব কুরু-সেনাপতি।
নৃপতি রক্ষার হেতু অতি শীঘ্রগতি ॥
সহস্রেক শ্রেষ্ঠ রথী যুদ্ধে দিল মন
ধাইয়া আইল বেগে সূর্য্যের নন্দন ॥
সহস্রেক রথী ল'য়ে কুরুবংশপতি।
দুর্য্যোধনে রক্ষা হেতু ভীষ্ম মহামতি ॥
এক ভিতে নৃপতির ভাই ঊনশত।
আগুলিল পথ আসি সহস্রেক রথ ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি মহারথী।
একভিতে রক্ষার্থ রহিল কুরুপতি ॥
সহস্র সহস্র মত্ত গজ আগে করি।
দুঃশাসন রহিল পাছু নানা অস্ত্র ধরি ॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ ধনুক টঙ্কার।
চতুর্দ্দিকে পূরিল করিয়া মার মার ॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু-নর ॥

উত্তরের নিকট অর্জ্জুনের পরিচয়।

উত্তর বলিল দেব কহিবে আমারে।
কোন্ কোন্ যোদ্ধা এই আইল সমরে ॥
পার্থ বলিলেন দেখ বিরাট-কুমার।
সুবর্ণের বেদী শোভে রথধ্বজে যাঁর ॥
রক্তবর্ণ চারি অশ্ব বহে রথখান।
দ্রোণগুরু কুরুকুলে আচার্য্য-প্রধান ॥
মম সম শত্রু হৈলে দৃষ্টে করে ভেদ।
অনুপম সমরে দ্বিতীয় ধনুর্ব্বেদ ॥
ভরদ্বাজ মহামুনি ঘৃতাচী দেখিয়া।
গঙ্গাজলে বীর্য্য তাঁর পড়িল খসিয়া ॥
দ্রোণী মধ্যে যতনে রাখিল তপোধন।
দ্রোণীতে জন্মিল তেঁই নাম হৈল দ্রোণ ॥
পরশুরামের যত দিব্য বিদ্যা ছিল।
অস্ত্র ধনু সহ বিদ্যা ইঁহারে সে দিল ॥
তাঁহার দক্ষিণে দেখ তাঁহার অনুজ।
সিংহের লাঙ্গুল শোভে যাঁর রথধ্বজ ॥
কৃপীগর্ভে জন্ম হৈল কৃপের ভাগিনা।
মৃত্যুপতি ভয় করে অন্য কোন জনা ॥
কাঞ্চনের দণ্ড ধরে কৃপ মহামতি।
শরদ্বান ঋষিপুত্র গৌতমের নাতি ॥
শরবনে ভ্রাতৃ ভগ্নী দোঁহে জন্মেছিল।
আমার প্রপিতামহ শান্তনু পুষিল ॥
কৃপ কৃপী নাম দিল শরদ্বান তাত।
আমার বংশেতে গুরু আচার্য্য বিখ্যাত ॥
এই যে দেখহ উচ্চতর রথধ্বজ।
বিচিত্র কলসধ্বজ শোভে রত্ন গজ ॥
সেই রথে বৈকর্ত্তন কর্ণ যার নাম।
সুরাসুর বিদিত বিক্রমে অনুপম ॥
জামদগ্ন্য রামের এ শিষ্য প্রিয়তর।
আমার সহিত সদা বাঞ্ছয়ে সমর।
আজি তার আনন্দ করিব আমি পূর্ণ।
মম সহ যুদ্ধে আজি গর্ব্ব হবে চূর্ণ ॥
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত ধবল ছত্রগণ।
হের দেখ মহামানী রাজা দুর্য্যোধন ॥
বৈদূর্য্য মুকুতা মণি ধ্বজ মনোহর।
যেই রথধ্বজে চিত্র ধবল কুঞ্জর ॥
তাহার রক্ষার্থে তার নিকটে দেখহ।
ভারত-বংশের শ্রেষ্ঠ মম পিতামহ ॥
পঞ্চগোটা কনকের তাল যার ধ্বজে।
মহাযোদ্ধা [illegible] পূজে ॥
শান্তনুর পুত্র জন্মে গঙ্গার উদরে।
সত্যবতী কন্যা আনি দিলেক বাপেরে ॥
রাজ্য দারা ত্যাগ কৈল বাপের কারণ।
তুষ্ট হ'য়ে তাত বর দিল সেইক্ষণ ॥

ইচ্ছামৃত্যু হ'ক তব সংসার ভিতরে।
নাহিক মরণ নিজ ইচ্ছা হৈলে মরে ॥
ভীষ্ম বলে নাম তাঁর ঘোষে ভূমণ্ডলে।
ক্ষত্র-কুলান্তক রামে জিনিলেক বলে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের সংগ্রাম ও কর্ণের পলায়ন।

হাসি তবে উত্তরেরে কহে মহামতি।
কর্ণের সম্মুখে রথ লও শীঘ্রগতি ॥
কর্ণের সম্মুখে ছিল যত রথিগণ।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
দেখিয়া হাসিয়া বীর কুন্তীর নন্দন।
দিব্য অস্ত্র গাণ্ডীবে যোড়েন তখন ॥
না হ'তে নিমেষ পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস।
শরজালে অন্ধকার করে দিক্‌পাশ ॥
একেশ্বর ধনঞ্জয় কুরুসৈন্য দলি।
মহাবাতাঘাতে যেন পাড়িল কদলী ॥
মারিয়া সকল সৈন্য পার্থ ধনুর্দ্ধর।
চালাইয়া দেন রথ কর্ণের উপর ॥
কর্ণের অনুজ ছিল বিকর্ণ নামেতে।
আগুলিল পার্থ আসি ধনুঃশর হাতে ॥
হাসেন অর্জ্জুন বীর দেখিয়া বিকর্ণ।
ভুজঙ্গে পাইল যেন বুভুক্ষু সুপর্ণ
দুই বাণে ধ্বজ ধনু কাটিয়া তাহার।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কাটিলেন মুণ্ড তার ॥
বিকর্ণ পড়িল দেখি কর্ণে হৈল ক্রোধ।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ যায় মহাযোধ ॥
দোঁহে দেখি দোঁহাকার হইল হরষ।
কর্ণে চাহি ধনঞ্জয় বলেন কর্কশ ॥
রাধাসুত ত্যজ গর্ব্ব ত্যজ সিংহনাদ।
আজি তোর ঘুচাইব সংগ্রামের সাধ ॥
হাসিয়া বলেন কর্ণ দৈব বলবান।
যারে খুঁজি সেই জন এল বিদ্যমান ॥
এতবলি কর্ণ বীর পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুন উপরে প্রহারিল দশবাণ ॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র মারে যেবা যত জানে।
বরিষা কালেতে যেন বর্ষে মেঘগণে ॥
ক্রোধে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান
কাটিয়া কর্ণের ধ্বজ করে খান খান ॥
চারি অশ্ব কাটে তবে কাটে ধনুর্গুণ।
সারথির মাথা তবে কাটেন অর্জ্জুন ॥
শীঘ্রতর আর রথ যোগায় সারথি।
আর ধনুকেতে গুণ দিয়া শীঘ্রগতি ॥
লজ্জিত হইয়া কর্ণ সর্পবাণ এড়ে।
সহস্র সহস্র সর্প পার্থে গিয়া বেড়ে ॥
এড়েন গরুড় বাণ ইন্দ্রের-নন্দন।
ধরিয়া সকল ফণী করিল ভক্ষণ ॥
এইমত দুই বীরে করিল সংগ্রাম।
চক্ষু পালটিতে দোঁহে না করে বিশ্রাম
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত কেহ নহে উন।
দৈববলে বলাধিক হইল অর্জ্জুন ॥
ইন্দ্রদত্ত দিব্য অস্ত্র পূরিল সন্ধান।
একবারে ছাড়িলেন অষ্টগোটা বাণ ॥
দুই দুই ভুজে বক্ষে যুগল ললাটে।
বর্ম্ম ভেদী চর্ম্ম ছেদী অঙ্গে অস্ত্র ফুটে।
ফুটিয়া কর্ণের অঙ্গে বহিল শোণিত।
রথেতে পড়িল কর্ণ হইয়া মূর্চ্ছিত ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া পার্থ সংবরেণ বাণ।
রথ ল'য়ে সারথি যে কৈল পলায়ণ ॥
কর্ণ ভঙ্গ দেখি তবে যত রথী কুরু।
বেড়িল অর্জ্জুনে আসি হ'য়ে শতপুর।
অনন্ত ফণীন্দ্র যথা মথে সিন্ধুজল।
একাকী অর্জ্জুন মথিলেন কুরুবল ॥
যে ছিল পলায় সবে লইয়া পরাণ।
অর্জ্জুনে দেখিয়া যেন শমন সমান ॥
দেখিয়া বিরাট পুত্র মানিল বিস্ময়।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে তবে পার্থ প্রতি কয় ॥
এ তিন ভুবনে এই অদ্ভুত কাহিনী।
চক্ষে কি দেখিব কভু কর্ণে নাহি শুনি।
পূর্ব্বে যে তোমার কর্ম্ম শুনিনু শ্রবণে।
সাক্ষাতে দেখিনু তাহা আপন নয়নে ॥

রুদ্র হ'য়ে হেনজন নহিবে ভূতলে।
তোমার সারথি হৈনু পূর্ব্ব ভাগ্যবলে॥

কৃপাচার্য্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও পলায়ন।

অর্জ্জুনে বলিল তবে বিরাট-নন্দনে।
বায়ুবেগে লও রথ কৃপের সদনে॥
কৃপের সম্মুখে রথ লইল বৈরাটি।
দেবদত্ত শঙ্খনাদ করিল কিরীটী॥
গজ যেন রোষে শুনি গজের গর্জ্জন।
কুপিল গৌতম শুনি শঙ্খের নিঃস্বন॥
অগ্র হ'য়ে আপনার শঙ্খ বাজাইল।
দুই শঙ্খ নিনাদেতে ত্রিলোক কাঁপিল॥
দশ বাণ প্রহরিলা অর্জ্জুন উপর।
কাটিয়া ফেলিল তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
দশবাণ কাটিয়া করেন কুড়িখান।
তবে দিব্য অস্ত্র পার্থ করিল সন্ধান॥
জমদগ্নি সম অস্ত্র দেখি লাগে ভয়।
বাণাঘাতে আচার্য্যের কম্পিত হৃদয়॥
বিচলিত আসন দেখিয়া কৃপ ব্যস্ত।
গৌরব করিয়া পার্থ না মারেন অস্ত্র॥
ক্ষণেক পাইয়া ধৈর্য্য নিল ধনুর্ব্বাণ।
অর্জ্জুন উপরে বাণ করিল সন্ধান॥
না মারিতে অস্ত্র পার্থ এড়িলেন বাণ।
করিলেন কৃপের ধনুক দুইখান॥
আর অস্ত্রে কাটিলেন অঙ্গের কবচ।
অঙ্গ হৈতে খসে যেন জীর্ণ সর্প ত্বচ॥
পুনঃ আর ধনু কৃপ লইলেন হাতে।
সেইক্ষণে দিলা গুণ চক্ষু পালটিতে॥
গুণ দিয়া বাণ বীর করিল সন্ধান।
সেই ধনু কাটিয়া করিল দুইখান॥
পুনঃ কৃপ দিব্য ধনু লইলেন হাতে।
সে ধনু কাটেন পার্থ গুণ নাহি দিতে॥
দেখিয়া গৌতম যেন অগ্নি হেন জ্বলে।
কাটা ধনু ফেলাইয়া দিল ভূমিতলে॥
শক্তি এক তুলি নিলা ভীষণ দর্শন।
নানারত্নে ভূষা যেন দীপ্ত হুতাশন॥
ছাড়িলেক শক্তি আসে হ'য়ে শব্দবান।
অর্দ্ধপথে অর্জ্জুন করেন দুইখান॥
দিব্য অস্ত্র সন্ধান করিয়া ধনঞ্জয়।
কাটিলেন কৃপের রথের চারি হয়॥
ছয় বাণে কাটিয়া ফেলেন শর তূণ।
সারথির মাথা কাটি ফেলেন অর্জ্জুন॥
চাহিয়া দেখিল কৃপ কিছু নাহি পাশে।
হাতে গদা লইয়া আইল ক্রোধাবেশে॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর করেন সন্ধান।
হাতের গদাতে মারিলেন দশ বাণ॥
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন গদা কাটি।
সর্ব্ব গদা কাটিল রহিল বজ্রমুঠি॥
নিরস্ত্র বিবস্ত্র কৃপ সর্ব্বাঙ্গ বিকল।
পরিধান ধুতি আর উত্তরি কেবল॥
করযোড়ে বলিলেন কুন্তীর নন্দন।
এ বেশে আচার্য্য কোথা করিছ গমন॥
অম্বরে অমরবৃন্দ দেখিল কৌতুক।
লাজে শরদ্বান-পুত্র হৈল অধোমুখ॥
চতুর্দ্দিক হইতে আইল যোদ্ধাগণ।
রথে চড়াইয়া কৃপে করিল গমন॥
কৃপাচার্য্য ভঙ্গ যদি হইল সমরে।
অর্জ্জুন বলেন তবে বিরাট-কুমারে॥
রক্তবর্ণ চারি ঘোড়া যোড়া যেই রথে।
দ্রুত রথ লহ মোর তাহার অগ্রেতে॥
শুনিয়া বিরাটপুত্র বায়ুমত বেগে।
চালাইয়া দিল রথ দ্রোণাচার্য্য আগে॥
নিকটে দেখিয়া দ্রোণ অর্জ্জুনের রথ।
আগু বাড়ি আপনি হইল কত পথ॥
গুরু দেখি পার্থ অস্ত্র যুড়েন যুগল।
দুই অস্ত্র পড়িল যুগল পদতল॥
আচার্য্য যুগল অস্ত্র এড়িল তখন।
দুই ভুজে ধরি পার্থে কৈল আলিঙ্গন॥
কর যুড়ি আচার্য্যে বলেন ধনঞ্জয়।
যুদ্ধসজ্জা কি হেতু বলহ মহাশয়॥
কাহার সহিত যুদ্ধ করিবা আপনে।
আমারে মারিবা অস্ত্র হেন লয় মনে॥

অশ্বত্থামাধিক আমি তোমার পালিত।
কোন দোষে তব পায় নহি যে দূষিত॥
পাশাকালে কথা তুমি জানহ আপনে।
কপটে যতেক দুঃখ দিল দুষ্টগণে॥
দ্বাদশ বৎসর বনে বঞ্চিলাম ক্লেশে।
বৎসরেক অজ্ঞাত বঞ্চিনু ক্লীববেশে॥
এ কষ্টের হেতু যেই বৈরী দুষ্টগণ।
এতদিনে পাইলাম তার দরশন॥
যথোচিত ফল আজি দিব আমি তারে।
দুঃখ নিবেদন এই করিনু তোমারে॥
ইহাতে আপনি প্রভু না করিবা ক্রোধ।
তুমি ক্রোধ করিলে না করি উপরোধ॥
আজ্ঞা কর এক ভিতে লহ নিজ রথ।
দুর্য্যোধনে ভেটিব ছাড়িয়া দেহ পথ॥
হাসিয়া বলিল দ্রোণ এ কোন উচিত।
কৌরবের সৈন্যগণ আমার রক্ষিত॥
মম অগ্রে কৌরবেরে করিবা ঘাতন।
দাণ্ডাইয়া কিমতে করিব দরশন॥
পার্থ বলে পাছে দোষ না দিও আমায়।
তোমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায়॥
এত শুনি গুরু ক্রোধে হ'য়ে হুতাশন।
আকর্ণ পূরিয়া এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ॥
তিনশত অস্ত্র মারে অর্জ্জুন উপর।
কাটিয়া অর্জ্জুন বীর ফেলিলেন শর॥
অন্ধকার করি সবে গগনমণ্ডলে।
শরতের কালে যেন হংসপুংক্তি চলে॥
দিব্য অস্ত্রে ধনঞ্জয় পূরিল সন্ধান।
কাটিয়া ফেলেন যত আচার্য্যের বাণ॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র গুরু মন্ত্রে অভিষেকি।
সম্বর সম্বর ব'লে অর্জ্জুনেরে ডাকি॥
আকাশে উঠিল অস্ত্র যেন দিবাকর।
মুখ হৈতে বৃষ্টি সম মুষল মুদ্গর॥
পরশু তোমর জাঠি নাহি লেখা জোখা।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি যেন জ্বলন্ত উলকা॥
অস্ত্র এড়ি দ্রোণাচার্য্য ব্যথিত হৃদয়।
ডাকিয়া বলিল সম্বরহ ধনঞ্জয়॥
দেখিয়া অর্জ্জুন বাণ এড়েন গন্ধর্ব্ব।
নিমিষেতে নিবারেণ গুরু অস্ত্র সর্ব্ব॥
দোঁহে দিব্য শিক্ষা বাণ না করে বিশ্রাম।
গুরু শিষ্য বহুমতে হইল সংগ্রাম॥
ক্রোধে গুরু পঞ্চবাণ মারে কপিধ্বজে।
বাণাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে॥
পুনঃ দিব্য সন্ধান পূরিল গুরু দ্রোণ।
গগন ছাইয়া কৈল অস্ত্র বরিষণ॥
না দেখি বানরধ্বজ সারথি অর্জ্জুন।
মেঘে যেন আচ্ছাদিল না দেখি অরুণ॥
দ্রোণের বিক্রমে উল্লাসিত দুর্য্যোধন।
নিমিষেতে অস্ত্র তার কাটেন অর্জ্জুন॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করিয়া সন্ধান।
আচার্য্যেরে মারিলেক সহস্রেক বাণ॥
সহস্র সহস্র বাণ আচার্য্য মারিল।
দুই অস্ত্রে গগনেতে মহাশব্দ হইল॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ ছাইল আকাশ।
অন্ধকার হৈল সূর্য্য রুধিল বাতাস॥
অস্ত্র অস্ত্র ঘর্ষণে হইল উল্কাবৃষ্টি।
অমর ভুজঙ্গ নর চাহে একদৃষ্টি॥
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ।
সাধু দ্রোণাচার্য্য ভরদ্বাজের নন্দন॥
যাহার শিক্ষিত বিদ্যা অদ্ভুত দর্শন।
যার শিষ্য ধনঞ্জয় জয়ী ত্রিভুবন॥
তবে পার্থ ইন্দ্র অস্ত্র যোড়েন গাণ্ডীবে।
সহস্র সহস্র বাণ যাহাতে প্রসবে॥
মন্ত্রে অভিষেকি বাণ মারে সেইক্ষণ।
চক্ষুর নিমিষে সব ছাইল গগন॥
যেন মহাদাবাগ্নিতে বেড়ল পর্ব্বত।
অস্ত্র অগ্নি আচ্ছাদিল নাহি দেখি পথ॥
সাধু ধনঞ্জয় বলি ডাকে দেবগণ।
সুগন্ধি কুসুম পুষ্প করে বরিষণ॥
বাপের সঙ্কট দেখি অশ্বত্থামা বেগে।
জনকে করিয়া পাছে হৈল পার্থ আগে॥
যেই বেগে হৈল আগে দ্রোণের তনয়।
ধ্বজ কাটি ফেলিলেন বীর ধনঞ্জয়॥

অশ্বত্থামা আগে পড়ে কাটা রথ চূড়া ।
না করিতে সংগ্রাম হইল রথ মুড়া ॥
লজ্জিত হইয়া শেষে দ্রোণের নন্দন ।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন মুষলের ধারে ।
সেইমত অস্ত্রবৃষ্টি করে পার্থোপরে ॥
দিবানিশি নাহি জ্ঞান অস্ত্রে আচ্ছাদিল ।
থাকুক্ অন্যের কার্য্য পবন রুধিল ॥
অশ্বত্থামা-অর্জ্জুনের যুদ্ধ অনুপম ।
যেন ইন্দ্র বৃত্রাসুর রাবণ-শ্রীরাম ॥
পূর্ব্বে যেন সংগ্রাম হইল সুরাসুর ।
দোঁহার ধনুক ঘোষে কম্পে তিনপুর ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্রবৃষ্টি নাহি লেখা জোখা ।
অস্ত্র বিনা রণমধ্যে অন্যে নাহি দেখা ॥
চট চট শব্দে যেন কর্ণে লাগে তালি ।
দোঁহা অস্ত্র দোঁহে কাটে দোঁহে মহাবলী ॥
বিচিত্র চালায় রথ উত্তর সারথি ।
চক্রবৎ ভ্রমে যেন বায়ুসম গতি ॥
অর্জ্জুনের ছিদ্র দ্রৌণী ভাবিয়া অন্তরে ।
গাণ্ডীব ধনুক চাহে কাটিবার তরে ॥
অচ্ছেদ্য অভেদ্য ধনু দেবের নির্ম্মাণ ।
কে করিতে পারে তাহা মনুষ্য-পরাণ ॥
মহাক্রোধে অশ্বত্থামা হইয়া ক্রোধিত ।
সপ্ত চত্বারিংশ শর মারিল ত্বরিত ॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন শরবৃষ্টি ।
প্রলয়ের কালে যেন সংহারিতে সৃষ্টি ॥
কভু দক্ষহস্তে বিন্ধে কভু বিন্ধে বামে ।
এইমত শরবৃষ্টি করিলেন ক্রমে ॥
অক্ষয় পার্থের তূণ পূর্ণ অস্ত্রময় ।
যত বিন্ধে তত হয় নাহি তার ক্ষয় ॥
সেইমত দ্রোণপুত্র অস্ত্রবৃষ্টি কৈল ।
নীহাকার শরজালে পৃথিবী ঢাকিল ॥
সহস্র সহস্র অস্ত্র মারে পুনঃ পুনঃ ।
তৎক্ষণে দ্রৌণির হইল শূন্য তূণ ॥
ক্ষণমধ্যে অশ্বত্থামা নিরস্ত্র হইল ।
দেখিয়া সূর্য্যের পুত্র ক্রোধেতে ধাইল ॥

বিজয় নামেতে ধনু ভৃগুপতি-দত্ত ।
আকর্ণ পূরিয়া এড়ে যেন গজমত্ত ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর ছাড়িল দ্রৌণীরে ।
সম্মুখে দেখিয়া কর্ণে কহিছেন তারে ॥
ক্রোধে কন ধনঞ্জয় চক্ষু রক্তবর্ণ ।
হে রাধেয় মূঢ়মতি সূতপুত্র কর্ণ ॥
অনুক্ষণ কহিস্ করিয়া অহঙ্কার ।
পৃথিবীতে বীর নাহি সমান আমার ॥
সে কথার পরীক্ষা হইল পূর্ব্বক্ষণে ।
সাক্ষাতে দেখিল যত কুরুবীরগণে ॥
সভামধ্যে বসি যত কৈলা অহঙ্কার ।
ক্ষত্র হ'য়ে প্রাণে তাহা সহিবে কাহার ॥
ধর্ম্মপথে বন্দী যে ছিলাম সেইকালে ।
সকল সহিনু কষ্ট যতেক করিলে ॥
লাজ নাহি কোন মুখে এলি রণস্থল ।
পুনঃ রণে এলি যদি দিব তার ফল ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল কর্ণবীর ।
অবোধ নিলাজ মত নির্ভয়-শরীর ॥
দ্রোণস্থানে ইন্দ্রস্থানে যে অস্ত্র পাইলি ।
ল'য়ে পুনঃ কর যুদ্ধ এই তোরে বলি ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন ধনঞ্জয় ।
লজ্জা যার থাকে সে কি হেন কথা কয় ॥
এইক্ষণে পূর্ণ নাহি হইতে প্রহর ।
বিদ্যমানে কাটিলাম তোর সহোদর ॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইলি লইয়া জীবন ।
কোন্ মুখে কহ পুনঃ এ দর্প বচন ॥
যাহা কহ, নহ শক্ত করিতে সে কাজ ।
সভামধ্যে কহিতে না বাস তুমি লাজ ॥
এত বলি অর্জ্জুন ধনুকে যুড়ি বাণ ।
কর্ণোপরি মারিলেন বজ্রের সমান ॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারিল কর্ণ মহাবল ।
কূলেতে নিবৃত্ত যেন হয় সিন্ধুজল ॥
তবে দিব্য পঞ্চবাণ মারিল অর্জ্জুন ।
ফেলিলেন কর্ণের কাটিয়া ধনুর্গুণ ॥
আর গুণ চড়াইল সংগ্রামে নিপুণ ।
কাটিয়া সকল তবে ফেলিল অর্জ্জুন ॥

এড়িলেন শক্তি গোটা সূর্য্য সম জ্বলে ।
মহাশব্দ করি আসে গগনমণ্ডলে ॥
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া পার্থ করি খণ্ড খণ্ড ।
দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড ॥
কাটিলেন মত্ত হস্তিধ্বজ শোভাকর ।
দেখিয়া কৌরব-সৈন্য করে হাহাকার ॥
কর্ণের সহায় ছিল যত রথিগণ ।
অর্জ্জুনে বেড়িয়া করে বাণ বরিষণ ॥
কাটিয়া সকল বাণ পার্থ মহাবল ।
মুহূর্ত্তেকে মারিলেন সহায় সকল ॥
দিব্য বাণ এড়িলেন পার্থ মহাচণ্ড ।
কর্ণের কবচ করিলেন খণ্ড খণ্ড ॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইয়া অঙ্গনাথ ।
চিন্তিয়া দেখিল আর অস্ত্র নাই সাথ ॥
বিশেষ অর্জ্জুন বাণে শরীর পীড়িল ।
রণ ত্যজি কর্ণবীর পৃষ্ঠভঙ্গ দিল ॥
কর্ণ যদি ভঙ্গ দিল সংগ্রাম ভিতর ।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত কুরুবর ॥
ধায় দুর্ম্মুখ বিবিংশতি মহাবল ।
চিত্রসেন বেগে ধায় শকুনি সৌবল ॥
শকুনি পলায়ে যায় অর্জ্জুনের আগে ।
দেখিয়া অর্জ্জুন রথ চালাইল বেগে ॥
শকুনিরে আগুলিয়া চালাইল রথ ।
কাঁপয় সৌবল পলাইতে নাহি পথ ॥
মুখেতে উড়িল ধূলা নাহি আর কথা ।
অর্জ্জুনেরে দেখিয়া করিল হেঁটমাথা ॥
অর্জ্জুন বলেন কোথা পালাও মাতুল ।
তুমি যে আমার কষ্ট করিবার মূল ॥
তোমারে মারিলে সব দুঃখ বিমোচন ।
কপট পাশার যত তুমি সে কারণ ॥
তোমায় আমায় আজি খেলাইব পাশা ।
নিঃশব্দ হইলে কেন নাহি কহ ভাষা ॥
ধনুক করিব পাশা অস্ত্রগণ অক্ষ ।
মস্তক করিব সারি যত তোর পক্ষ ॥
তুমি সে কৌরবকুলে দুষ্ট-বুদ্ধিদাতা ।
সব দ্বন্দ্ব ঘুচিবে কাটিলে তোর মাথা ॥
চিন্তিয়া শকুনি কহে করিয়া উপায় ।
যতেক কহিলে তাত তোরে না যুয়ায় ॥
তোমার শকতি আমা না পার মারিতে ।
আমার প্রতিজ্ঞা সহদেবের সহিতে ॥
অবধ্য তোমার শক্র জানহ আপনে ।
অঙ্গে ঘাত করিতে নারিবে কদাচনে ॥
আমার প্রতিজ্ঞা তুমি জান ভালমতে ।
অস্ত্রাঘাতে পারি ক্ষিতি দাহন করিতে ॥
আমার সাক্ষাতে যুদ্ধ করে কোন্ জন ।
প্রাণ ল'য়ে শীঘ্রগতি পলাও অর্জ্জুন ॥
এত বলি আকর্ণ পূরিয়া অস্ত্র মারে ।
নানা অস্ত্রবৃষ্টি করে অর্জ্জুন উপরে ॥
শুনিয়া ত অর্জ্জুনের হইল স্মরণ ।
প্রতিজ্ঞা করিল পূর্ব্বে মাদ্রীর নন্দন ॥
চিন্তিয়া অর্জ্জুন অস্ত্র মারে বেড়াপাক ।
রথ ফিরে শকুনির কুমারের চাক ॥
ভ্রমাইয়া ল'য়ে গেল রজকের গৃহে ।
খরপৃষ্ঠে চাপাইয়া বান্ধিলেক তাহে ॥
অদ্ভুত দেখয়ে দূরে কুরুবীরগণ ।
চক্রাকার ভ্রমি বুলে সুবলনন্দন ॥
শকুনির বিপাক দেখিয়া লোক হাসে ।
আর যত কুরুসৈন্য পলায় তরাসে ॥
ঊর্দ্ধশ্বাস হীনবাস ধায় সব বীর ।
ভীষ্মের চরণে গিয়া রাখয়ে শরীর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ।

উত্তরে চাহিয়া বলিলেন ধনঞ্জয় ।
এথা হৈতে রথ লহ বিরাট তনয় ॥
ভয়েতে আবৃত হ'য়ে সকলে পলায় ।
ভয়ার্ত্ত জনেরে মারিবারে না যুয়ায় ॥
যথায় শান্তনুপুত্র ভীষ্ম পিতামহ ।
শীঘ্র তাঁর অগ্রেতে আমার রথ লহ ॥
তাঁহার রক্ষিত হয় কৌরবের সেনা ।
তাঁহারে জিনিলে সে জিনিব সর্ব্বজনা ॥

উত্তর বলিল মোর শক্তি নাহি আর।
কিমতে রথের অশ্ব চালাব তোমার॥
হের দেখ অঙ্গ মোর হইল বিবর্ণ।
অনুক্ষণ শব্দেতে বধির হৈল কর্ণ॥
কুম্ভকার চক্রপ্রায় ভ্রমে মোর মনে।
দিবানিশি নাহি জ্ঞান না দেখি নয়নে॥
পুনঃ পুনঃ তোমার গর্জ্জন হুহুঙ্কার।
বিপরীত শব্দ তব ধনুক টঙ্কার॥
শরীরের রক্ত মোর হৈল জলবত।
দিক্‌গণ ভ্রমিছে যেন নাহি দেখি পথ॥
বিশেষ তোমার কর্ম্ম অদ্ভুত কাহিনী।
দেখিবারে থাক্ কভু কর্ণে নাহি শুনি॥
এখন আদান কর কখন সন্ধান।
লক্ষিতে না পারি তুমি কারে ছাড় বাণ॥
অনুক্ষণ দেখি ধনু মণ্ডল আকার।
শত হস্ত হয় চিত্তে লাগয়ে আমার॥
পূর্ব্বের সে রূপ তব নাহিক এখনে।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি ভয় পায় মনে॥
শীঘ্র কর মহাবীর ইহার উপায়।
কহিনু নিশ্চয় মোর প্রাণ বাহিরায়॥
পার্থ বলে কি কহিছ বিরাট-কুমার।
ক্ষত্রিয় লক্ষণ কিছু না দেখি তোমার॥
দম্ভ শক্রর মাঝে কহিলে এমত।
কি উপায় আছে এবে কে চালাবে রথ॥
স্থির হও ত্যজ ভয় ধর অশ্ব দড়ি।
চাপিয়া বৈসহ, ধর প্রবোধের বাড়ি॥
এখনি কেমনে চাহ ত্যজিবারে রণ।
ক্ষণেক থাকিয়া দেখ বিরাটনন্দন॥
ক্ষিতি মধ্যে বহাইব রক্তের কর্দ্দম।
বহাইব নদী সব দেখাইব যম॥
কুম্ভীর করিব বীর কুন্তার কুঞ্জর।
কচ্ছপ হইবে অশ্ব মীন হবে নর॥
ছত্র পদ সব হবে তৃণকাষ্ঠবৎ।
হংসবৎ ভাসিয়া চলিবে সব রথ॥
কি যুদ্ধ দেখিয়া তাত শুষ্ক হৈল কায়।
রাজপুত্র তব হেন কর্ম্ম কি যুয়ায়॥

কালানল প্রায় এই দেখ ভীষ্মবীর।
কুরুসৈন্য মীন হেন সাগর গভীর॥
শীঘ্ররথ লহ মম তাহার ভিতরে।
আমার হস্তের বেগ দেখাব তাঁহারে॥
পূর্ব্বে আমি সুরপুরে এই ধনু ধরি।
নিষ্কণ্টক স্বর্গ করিলাম দৈত্য মারি॥
পুলোমাদি নিবাতকবচ কালকেয়।
সিন্ধুপুর হেমপুরবাসী অপ্রমেয়॥
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম সবে মহাবলা।
বাণে উড়াইনু যেন শিমূলের তুলা॥
সেইমত আজি আমি করিব সমর।
ক্ষত্র পরাক্রমে বৈস রথের উপর॥
এত বলি তার অঙ্গে হাত বুলাইয়া।
উত্তরে করেন শক্ত আশ্বাস করিয়া॥
পুনরপি উত্তর বসিল সিংহবৎ।
ধরিয়া ঘোড়ার দড়ি চালাইল রথ॥
বায়ুবেগে নিল রথ ভীষ্মের গোচর।
পার্থ দেখি আগু হৈল ভীষ্ম বীরবর॥
পিতামহ-পদ ধৌত বিচারিয়া মনে।
বরুণ যুগল অস্ত্র মারেন চরণে॥
দেখি দুই অস্ত্র ভীষ্ম মারেন তখন।
অর্জ্জুনের শিরে গিয়া করিল চুম্বন॥
ভীষ্ম-রথরক্ষক আছিল চারিজন।
দুঃসহ দুর্ম্মুখ বিবিংশতি দুঃশাসন॥
আগু হ'য়ে পার্থে আসি আগুলিল পথ।
জ্বলন্ত আগুনে যেন পতঙ্গের মত॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারে দুঃশাসন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
হাসিয়া মারেন পার্থ তারে পঞ্চশর।
বাণাঘাতে দুঃশাসন হইল ফাঁপর॥
বেগে পলাইয়া যায় নাহি চায় পাছে।
আর তিন বীর গিয়া বেড়িলেক পিছে॥
দুই বাণে দুর্ম্মুখে করেন অচেতন।
দেখি ভঙ্গ দিয়া যায় আর দুইজন॥
ভঙ্গ দিল চারি বীর দেখিয়া সংগ্রাম।
আগু হ'য়ে পার্থ ভীষ্মে করেন প্রণাম॥

পার্থ বলিলেন দেব ভদ্র আপনার।
কি হেতু এ মৎস্যদেশে গমন তোমার॥
বিরাটের গাভী নিতে আসিয়াছ প্রায়।
এমন কুকর্ম্ম কি তোমার শোভা পায়॥
পরগাভী লইলে যতেক হয় পাপ।
আপনি জানহ তুমি অঙ্গে ভুঞ্জে তাপ॥
তথাপিও লোভ নাহি পার সম্বরিতে।
সসৈন্যেতে আসিয়াছ পরগাভী নিতে॥
ভীষ্ম বলে নাহি আসি গাভীর কারণ।
তুমি আছ হেথায় কহিল দূতগণ॥
বহুদিন নাহি দেখি ব্যাকুলিত চিত্ত।
দুর্য্যোধন সহ আইলাম এ নিমিত্ত॥
ক্ষত্রিয় নিয়ম আছে বেদের বচন।
বাহুবলে শাসিবেক পর রাজ্যধন॥
আমার এ ধন রাজ্যে কোন্ প্রয়োজন।
যতেক করি যে তোমা সবার কারণ॥
পার্থ বলে পিতামহ তোমার প্রসাদে।
বঞ্চিলাম ত্রয়োদশ বর্ষ অপ্রমাদে॥
তোমার প্রসাদে আমা ভাই পঞ্চজনে।
বহু বহু কষ্টে রক্ষা পাইলাম বনে॥
তুমি যে গুরুর গুরু হও মহাগুরু।
কুরুবংশ-কর্ত্তা তুমি যেন কল্পতরু॥
পাশাকালে দুঃখ তুমি জানহ আপনে।
তাহার উচিত ফল দিব দুষ্টগণে॥
আজ্ঞা কর একভিতে লৈতে নিজ রথ।
দুর্য্যোধনে ভেটিব ছাড়িয়া দেহ পথ॥
ভীষ্ম বলে আমার রক্ষিত দুর্য্যোধন।
আমা না জিনিলে কোথা পাবে দরশন।
অর্জ্জুন বলেন তবে বিলম্বে কি কাজ।
শীঘ্র কর উপায় রাখিতে কুরুরাজ॥
এত শুনি কুপিত হইল কুরুবর।
অষ্ট বাণ প্রহারিল অর্জ্জুন উপর॥
অষ্টগোটা ভুজঙ্গ সদৃশ অষ্ট শর।
মহাশব্দে চলি যায় অর্জ্জুন উপর॥
দিব্য ভল্ল দিয়া কাটিলেন ধনঞ্জয়।
পুনঃ দিব্য অস্ত্র মারে গঙ্গার তনয়॥

মহাশব্দে আসে বাণ ভাস্কর সমান।
অর্দ্ধ পথে অর্জ্জুন করেন খান খান॥
দুই জনে যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ঙ্কর।
নানাবর্ণে এড়িলেন চোখ চোখ শর॥
দোঁহে দোঁহাকার বাণ করেন বারণ।
অনিমিষ দোঁহাকার নয়নে নয়ন॥
অনলে বারুণ মারে বায়ব্যে বারুণি।
আকাশে বায়ব্য মারে শীতেতে আগুনি॥
পন্নগে পন্নগগণ বায়ুতে পর্ব্বত।
পুনঃ পুনঃ দোঁহে বাণ করে এইমত॥
দোঁহাকার শরজালে ত্রৈলোক্য কম্পিত।
চট্ চট্ শব্দ সে হইল অপ্রমিত॥
দোঁহাকার বাণে দোঁহে ব্যথিত হৃদয়।
দোঁহাকার অঙ্গে ঘন শ্রমজল বয়॥
সাধু পার্থ সাধু ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
সাধু সাধু প্রশংসা করিছে দেবগণ॥
ইন্দ্র বাণ দিয়া তবে ইন্দ্রের নন্দন।
কাটিলেন ভীষ্মের হাতের শরাসন॥
আর ধনু ধরি ভীষ্ম বরিষয়ে বাণ।
সেই ধনু কাটিলেন করিয়া সন্ধান॥
দিব্য বাণে কাটিলেন কবচ তাঁহার।
তীক্ষ্ণ দশ বাণ দিয়া করেন প্রহার॥
বাণাঘাতে অচেতন গঙ্গার তনয়।
দেখিয়া বিস্ময় মানি কহে কুরুচয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

দুর্য্যোধনের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও কুরুসৈন্যের মোহ।

অচেতন দেখি রথ ফিরায় সারথি।
ভীষ্ম ভঙ্গ দেখি ক্রোধে যায় কুরুপতি॥
গজেন্দ্র চড়িয়া যেন ইন্দ্র দেবরাজ।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি যায় ক্ষত্রিয়-সমাজ॥
ঊনশত সহোদর বেষ্টিত চৌপাশে।
সবে অস্ত্র শস্ত্র পার্থ উপরে বরিষে॥

সিয়া অর্জ্জুন বীর করিয়া সন্ধান ।
র্য্যোধনে প্রহার করেন দশ বাণ ॥
াক্রোধে কাটিয়া পাড়েন তার ধনু ।
ব্য কাটেন দুই ছয় বাণে তনু ॥
হার করেন ভল্ল গজেন্দ্র মস্তকে ।
াঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ শত মথে ॥
থবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ ।
ক দিয়া ভূমিতে পড়িল দুর্য্যোধন ॥
ছু থাকি ডাকেন অর্জ্জুন ইন্দ্রসুত ।
কর্ম্ম করিস্ লোকে শুনিতে অদ্ভুত ॥
ন্যের সহিত তোমা শত সহোদর ।
থবীর উপরে বলাহ দণ্ডধর ॥
ধিষ্ঠির রাজার দাসত্বকারী আমি ।
ারে দেখি পলাইলি হ'য়ে ক্ষিতিস্বামী ॥
সন্যে পলায়ে যাস শৃগালের প্রায় ।
ই মুখে রাজ্যভোগ ইচ্ছ হস্তিনায় ॥
তেক সহায় তোর গেল কোথাকারে ।
ারিলে এখন আমি কে রাখিতে পারে ॥
ক্র নিজ বশ হ'লে কে ছাড়ে মারিতে ।
দি মারি কোথা পথ পাবে পলাইতে ॥
াড়িলাম যাহ ল'য়ে নির্লজ্জ জীবন ।
র্থ নাম ধর তুমি মানী দুর্য্যোধন ॥
লাইলা মম ভয়ে শৃগালের প্রায় ।
ই মুখে গাভী লোভে আইলে হেথায় ॥
লায়িত জনে আমি না মারি কখন ।
মসেন হ'লে তোর লইত জীবন ॥
র্জ্জুনের এতেক কর্কশ বাক্য শুনি ।
াবে নেউটিল দুর্য্যোধন মহামানী ॥
াঙ্গুলে মারিলে যথা নেউটে ভুজঙ্গ ।
ঙ্কুশ ঘর্ষণে যথা নেউটে মাতঙ্গ ॥
উটিল দুর্য্যোধন দেখি বীরগণ ।
ুদ্দিকে ধাইয়া আইল সর্ব্বজন ॥
ীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা শাল্ব কর্ণ ।
ঃশাসন মহাবল দুঃসহ বিকর্ণ ॥
স্র সহস্র রথী বেড়িল অর্জ্জুনে ।
ুদ্দিকে নানা বাণ বর্ষে ক্ষণে ক্ষণে ॥

জাঠি শূল মুষল মুদ্গর ভিন্দিপাল ।
আকাশ ছাইয়া সবে করে শরজাল ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন এড়িলেন দিব্যবাণ ।
সবাকার রথধ্বজ হৈল খান খান ॥
গজেন্দ্রমণ্ডলে যেন বিহরে কেশরী ।
দানবগণের মধ্যে যেন বজ্রধারী ॥
সিন্ধুজল মধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর ।
কুরুকুল মধ্যেতে অর্জ্জুন একেশ্বর ॥
কখন দক্ষিণ হস্তে কভু বাম করে ।
ভৈরব মুরতি দেখি সংগ্রাম ভিতরে ॥
পড়িল অনেক সৈন্য হয় রথ গজ ।
পৃথিবী অচ্ছাদি পড়ে ছত্র রথধ্বজ ॥
তথাপিও কুরুগণ যুদ্ধ না ছাড়িল ।
লক্ষপুর করি একা অর্জ্জুনে বেড়িল ॥
অর্জ্জুনের মনে এই চিন্তা উপজিল ।
জীয়ন্তে কৌরবগণ যুদ্ধ না ছাড়িল ॥
পরকার্য্যে জ্ঞাতিবধ করিনু বহুত ।
কিজানি কি কহিবেন শুনি ধর্ম্মসুত ॥
ছাড়ি গেলে কৌরব কহিবে পলাইল ।
উপায় কি করি ইহা বিষম হইল ॥
তবে ইন্দ্রদত্ত বাণ হইল স্মরণ ।
সম্মোহন নাম বাণ মোহে রিপুগণ ॥
অভিষেক করিয়া মারেন সেই বাণ ।
মোহ গেল কুরুগণ নাহি কার জ্ঞান ॥
রথে রথি পড়িল অশ্বেতে আসোয়ার ।
গজেন্দ্র মাহুত পড়ে নিদ্রিত আকার ॥
সব সৈন্য মোহপ্রাপ্ত দেখিয়া অর্জ্জুন ।
উত্তরার বাক্য মনে হইল স্মরণ ॥
উত্তরে বলেন আসিবার কালে রণে ।
তব ভগ্নী মাগিয়াছে পুতলী বসনে ॥
আনহ সবার বস্ত্র মস্তক হইতে ।
যার যার চিত্র বস্ত্র লয় তব চিতে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দোঁহায় না দিবে অঙ্গে কর ।
আর সবাকার বস্ত্র আনহ উত্তর ॥
সবে মুগ্ধ হইয়াছে নাহি তব ভয় ।
যথাসুখে আন গিয়া যাহা মনে লয় ॥

পার্থের বচন শুনি উত্তর নামিল।
ভাল ভাল বস্ত্র বীর বাছিয়া লইল॥
দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন আদি করি।
মুকুট করিয়া দূরে কেশ মুক্ত করি॥
রথিগণে বসাইল গজের উপরে।
রথের উপরে বসাইল আসোয়ারে॥
এইমত উত্তর করিয়া বহুজন।
পুনরপি উঠে রথে লইয়া বসন॥
পার্থের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখি দেবগণ।
সুগন্ধি কুসুমবৃষ্টি করে সেইক্ষণ॥
অপূর্ব্ব হইল শোভা ধরণীমণ্ডলে।
কানন বিচিত্র যে বসন্তের কালে॥
পড়িল অনেক সৈন্য লিখন না যায়।
জীয়ন্তে আছিল যেই সেই মৃতপ্রায়॥
ভয়ঙ্কর হৈল ভূমি দেখি লাগে ভয়।
রক্তমাংসাহারী ধায় আনন্দ হৃদয়॥
শৃগাল কুক্কুরগণ করে কোলাহল।
গৃধিনী শকুনি কাক ছাইল সকল॥
নাচয়ে কবন্ধগণ ধনুঃশর হাতে।
ভূত প্রেত যোগিনী পিশাচগণ সাথে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দুর্য্যোধনের মুকুটচ্ছেদন ও কুরুসৈন্যের নানা দুরবস্থা

সৈন্য হতে বাহির হৈলেন পার্থবীর।
মেঘ হ'তে মুক্ত যেন হইল মিহির॥
চতুর্দ্দিকে ভঙ্গিয়ান যত সৈন্যগণ।
ভয়েতে কম্পিত সবে শ্বাস ঘনে ঘন॥
কেশ বাস মুক্ত সবে কম্পিত হৃদয়।
পার্থে দেখি কৃতাঞ্জলি করে সবিনয়॥
আজ্ঞা কর কি করিব কুন্তীর কুমার।
পিতৃ-পিতামোহ সবে সেবক তোমার॥
সেবক জনেরে বধ না হয় বিচার।
রক্ষা কর লইলাম শরণ তোমার॥
অর্জ্জুন কহেন তোরা না করিস্ ভয়।
যাও নিজ স্থানে সবে নিঃশঙ্ক-হৃদয়॥
যুদ্ধেতে নিবৃত্ত আমি বিনয় যে জন।
তাহার নাহিক ভয় আমার সদন॥
তবে কত দূরে থাকি দেখেন অর্জ্জুন।
চৈতন্য পাইল কতক্ষণে কুরুগণ॥
একজন মুখ আর জন নাহি চায়।
লজ্জায় যতেক বীর হৈল মৃতপ্রায়॥
কার শিরে নাহি পাগ কার নাহি বাস।
লাজে মুখ তুলি কেহ নাহি কহে ভাষ॥
দূরে থাকি অর্জ্জুন মারেন দশবাণ।
গুরু বৃদ্ধ পদব্রজে করিতে প্রণাম॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তবে মারেন কিরীটী।
দুর্য্যোধন রাজার মুকুট পাড়ে কাটি॥
ভয়েতে আচ্ছন্ন রাজা চারিদিকে চায়।
সবাকার মধ্যে গিয়া আপনি লুকায়॥
দ্রোণাচার্য্য কহেন না কর আর ভয়।
বড় ক্ষমাশীল হয় কুন্তীর তনয়॥
বিশেষ নৃপতি ধর্ম্ম দয়া তোরে করে।
তাঁর আজ্ঞা বিনা পার্থ মারিতে না পারে॥
সে কারণে ক্ষমিলেক করি অনুমান।
বৃকোদর থাকিলে যাইত সবা প্রাণ॥
চল চল এথা হৈতে বিলম্ব না সয়।
মনে লয় বৃকোদর আসিবে ত্বরায়॥
হেনকালে বলিতেছে শকুনি সারথি।
রথেতে মাতুল তব নাহি নরপতি॥
শুনি কহে দুর্য্যোধন বিষণ্ণবদন।
রথেতে মাতুল নাহি দেখি কি কারণ॥
কেহ বলে তারে ক্রোধ অনেক আছিল।
বান্ধিয়া অর্জ্জুন বুঝি সঙ্গে ল'য়ে গেল॥
কেহ বলে যুদ্ধে কিবা পড়িল শকুনি।
কেহ বলে আগু পলাইল হেন জানি॥
রাজা বলে খুঁজহ মাতুল কোথা গেল।
আজ্ঞামাত্র চতুর্দ্দিকে সবাই ধাইল॥
অনেক ভ্রমিয়া বুলে সবে চতুর্ভিত।
রজকের ঘরে দেখে শকুনি ব্যথিত॥
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বান্ধিয়াছে হাতে-পায়।
ডাক দিয়া কহে মোর প্রাণ বাহিরায়॥

মুক্ত করি শকুনিরে নিল সেইক্ষণ ।
নৃপতিরে কহিলেন সর্ব্ব বিবরণ ॥
শকুনির দুরবস্থা সভামধ্যে দেখি ।
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ ঠারে আঁখি ॥
হেনকালে সুশর্ম্মা নৃপতি উপনীত ।
আপনা হইতে দেখে রাজাকে দুঃখিত ॥
কহিতে লাগিল তাঁরে করিয়া বিনয় ।
চল শীঘ্র নৃপতি বিলম্ব করা নয় ॥
বিরাট রাজারে আমি আনিনু বান্ধিয়া ।
অনেক করিল যুদ্ধ গন্ধর্ব্ব আসিয়া ॥
সর্ব্ব সৈন্য পলাইল গন্ধর্ব্বের ত্রাসে ।
একেলা পাইয়া মোরে ধরিলেক কেশে ॥
সে গন্ধর্ব্ব যদি রাজা এখানে আসিবে ।
মুহূর্ত্তেকে সর্ব্ব সৈন্য নিপাত করিবে ॥
কোথা দুর্য্যোধন আছে কর্ণ দুঃশাসন ।
এই মাত্র শুনি রাজা তাহার বচন ॥
গজ শুণ্ডে ধরিয়া তুলিয়া গজে মারে ।
তুরঙ্গে তুরঙ্গ, রথ রথেতে প্রহারে ॥
আর বিপরীত কর্ম্ম দেখি লাগে ভয় ।
আসিতে পারয়ে হেথা হেন মনে লয় ॥
বিদুর বলিল যত অন্য কিছু নয় ।
কীচক মারিয়া কৈল গন্ধর্ব্ব-আশ্রয় ॥
ভাল বলে সুশর্ম্মা সে কহে সত্য কথা ।
তিল এক রহিতে না হয় যুক্তি হেথা ॥
গন্ধর্ব্ব না হয় সেই বীর বৃকোদর ।
ভীম হেথা এলে ভাল নহে নৃপবর ॥
যে কর্ম্ম করিল রাজা বীর ধনঞ্জয় ।
দয়া করি না মারিল সদয়-হৃদয় ॥
ভীমসেন যদি সঙ্গে থাকিত তাহার ।
আজিকার মধ্যে হইত সবার সংহার ॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বড় কঠিন-হৃদয় ।
পলাইয়া গেলে পাছু গোড়াইয়া যায় ॥
শরণ লইলে সেইক্ষণে প্রাণ হরে ।
চল চল শীঘ্র হেথা আসিতে সে পারে ॥
এত বলি যে যাহার চড়িয়া বাহনে ।
হস্তিনা নগরে সবে গেল দুঃখমনে ॥

আকাশে অমরগণ অদ্ভুত দেখিয়া ।
নিজ নিজ স্থানে গেল পার্থে বাখানিয়া ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

———

শমীবৃক্ষতলে অর্জ্জুনের পূর্ব্ববেশ ধারণ ।

তবে শমীবৃক্ষতলে গেলেন অর্জ্জুন ।
পূর্ব্বমত বান্ধিয়া রাখেন ধনুর্গুণ ॥
দুই করে শঙ্খ দিয়া শ্রবণে কুণ্ডল ।
কিরীট রাখিয়া বেণী করেন কুন্তল ॥
হনুমন্ত ধ্বজ গেল আকাশেতে চলি ।
সারথি হইয়া পার্থ নিল কড়িয়ালী ॥
উত্তরের চাহিয়া বলেন ধনঞ্জয় ।
তব সভামধ্যে পঞ্চ পাণ্ডব আছয় ॥
লোকে খ্যাত না করিবে এ সব বচন ।
পিতার অগ্রেতে এই কহিবে কথন ॥
বাহুবলে জিনিলাম সব কুরুগণ ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ সহ দুর্য্যোধন ॥
পিতার সম্মান হবে লোকেতে পৌরষ ।
রাজ্যে যত লোক তব ঘুষিবেক যশ ॥
উত্তর বলিল ইহা কিমতে হইবে ।
কহিলে কি লোক ইহা প্রত্যয় করিবে ॥
যে কর্ম্ম করিলা তুমি আজিকার রণে ।
তোমা বিনা করে হেন নাহিক ভুবনে ॥
প্রকার করিয়া আমি কহিব পিতারে ।
প্রকাশ পর্য্যন্ত কেহ না জানে তোমারে ॥
তবে পার্থ কহিলেন যাব সন্ধ্যাকালে ।
জয়বার্ত্তা দেহ এক পাঠায়ে গোপালে ॥
জয়বার্ত্তা কহে গিয়া পুরের ভিতর ।
তব হেতু আছে সবে চিন্তিত অন্তর ॥
এত শুনি উত্তর পাঠায় দূতগণ ।
দ্রুতগতি গোপাল চলিল সেইক্ষণ ॥
মহাভারতের কথা কে বর্ণিতে পারে ।
যেন ভেলা বান্ধি চাহে সিন্ধু তরিবারে ॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার ।
সাধুজন-চরণেতে বিনয় আমার ॥

সাধুলোক গুণ-কথা সর্ব্বলোকে কয়।
গুণ বিনা অপগুণ সাধু নাহি লয় ॥
অতএব ভরসা আমার সাধুজনে।
মূর্খজন জানি ক্ষমা দিবে নিজ গুণে ॥
কাশীরাম দাস কহে সাধুজন-পায়।
পাইব পরম পদ যাহার সহায় ॥

———

বিরাট রাজার স্বগৃহে আগমন ও যুধিষ্ঠিরের সহিত পাশাক্রীড়া।

হেথায় বিরাট রাজা ত্রিগর্ত্তে জিনিয়া।
বাদ্য-কোলাহলে দেশে উত্তরিল গিয়া ॥
অন্তঃপুরে প্রবেশিল বিরাট নৃপতি।
অগ্রসরি নিল আসি যতেক যুবতী ॥
একে একে প্রণমিল যত কন্যাগণ।
উত্তরে না দেখি রাজা বলিছে বচন ॥
কি কারণে নাহি দেখি কুমার উত্তর।
রাণী বলে বার্ত্তা নাহি জান নরবর ॥
তুমি গেলে ত্রিগর্ত্তের যুদ্ধেতে যখন।
উত্তরে কৌরব আসি বেড়িল গোধন ॥
গোপেরা আসিয়া কহিলেক সমাচার।
শুনি যুদ্ধে চলি গেল উত্তর কুমার ॥
দ্বিতীয় না ছিল রথী সারথি না ছিল।
বৃহন্নলা সারথি করিয়া পুত্র গেল ॥
এত শুনি নরপতি শিরে হানি হাত।
বিস্ময় মানিয়া চিত্ত মুখে দিয়া হাত ॥
কুরুসৈন্য মধ্যে যুদ্ধ করিবে একক।
বৃহন্নলা তাহাতে সারথি নপুংসক ॥
যত যোদ্ধাগণ সব ধাও দ্রুতগতি।
হয় হস্তী রথী মম যতেক সারথি ॥
এতক্ষণ জীয়ে কি না জীয়ে নাহি জানি।
দ্রুত বার্ত্তা মঙ্গল পাঠাবে যেন শুনি ॥
এতেক বচন রাজা বলে বারবার।
শুনিয়া উত্তর দিল ধর্ম্মের কুমার ॥
চিন্তা না করিও রাজা উত্তরের প্রতি।
মহাবুদ্ধি বৃহন্নলা আছয়ে সারথি ॥

ইন্দ্র আদি সখা যদি করিবে কৌরব।
বৃহন্নলা সারথির নাহি পরাভব ॥
এইরূপে রাজারে প্রবোধে ধর্ম্মসুত।
হেনকালে উপনীত উত্তরের দূত ॥
প্রণমিয়া রাজারে বলেন যোড়করে।
উত্তরকুমার রাজা পাঠাইল মোরে ॥
কুরুসৈন্য জিনিয়া গোধন ছাড়াইল।
রণে ভঙ্গ দিয়া কুরুগণ পলাইল ॥
আসিছে সারথি সহ উত্তর কুমার।
মোরে পাঠাইয়া দিল জয় সমাচার ॥
শুনিয়া আনন্দে তবে বিহ্বল নৃপতি।
কহিলেন ধর্ম্মপুত্র তবে তাঁর প্রতি ॥
বড় ভাগ্য নৃপ শুভ বৃত্তান্ত শুনিলা।
তব পুত্র কুরুসৈন্য জিনিয়া আইলা ॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি বৃহন্নলা আছে যথা।
কৌরবে জিনিবে এই কোন্ চিত্র কথা ॥
তবে রাজা আজ্ঞা দিল মন্ত্রিগণ প্রতি।
দূতগণে প্রসাদ করহ শীঘ্রগতি ॥
কুলের দীপক মম কুমার উত্তর।
কুরুসৈন্য যুদ্ধেতে জিনিল একেশ্বর ॥
তার আসিবার পথ কর মনোহর।
উচ্চ নীচ কাটিয়া করহ সমসর ॥
দিব্য দিব্য গন্ধবৃক্ষ রোপহ দু-সারি।
মঙ্গল আচার কর নাচুক অপ্সরী ॥
যতেক কুমার যাও সুসজ্জ হইয়া।
আগু বাড়ি উত্তরকুমারে আন গিয়া ॥
উত্তরাদি কন্যা যত যাও শীঘ্রতর।
বৃহন্নলা আন গিয়া করিয়া আদর ॥
এতেক রাজার আজ্ঞা পেয়ে মন্ত্রিগণ।
যারে যেই বলিলা করিল সেইক্ষণ ॥
হৃষ্ট হ'য়ে বলে রাজা ধর্ম্ম অধিকারী।
খেলিব সৈরিন্ধ্রী শীঘ্র আন পাশাসারি ॥
ধর্ম্ম বলিলেন রাজা নহে এ সময়।
হৃষ্টকালে পাশাতে যে স্থির চিত্ত নয় ॥
বিশেষ দেবন ভাল নহে অনুক্ষণ।
সর্ব্বকার্য্য নষ্ট হয় তাহার কারণ ॥

লক্ষ্মীভ্রষ্ট রাজ্যভ্রষ্ট শত্রু হয় বলী।
নানামত কষ্ট লোক পায় পাশা খেলি॥
শুনিয়াছ পাণ্ডবের তুমি বিবরণ।
এই পাশা হেতু তারা হারে রাজ্যধন॥
বিরাট কহিল কঙ্ক কহ না বুঝিয়া।
কেবা শত্রু আছে মম বিরোধে আসিয়া॥
রাজচক্রবর্ত্তী কুরু রাজা দুর্য্যোধন।
হেন জনে জিনিলেক আমার নন্দন॥
এই শব্দ ভুবনমণ্ডলে প্রচারিল।
পৃথিবীর রাজা শুনি ভয়ে স্তব্ধ হৈল॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন উত্তম কহিলা।
কি ভয় কৌরবে যার রথী বৃহন্নলা॥
এত শুনি কহিল বিরাট নরপতি।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহে কঙ্ক প্রতি॥
কুলের দীপক মম কুমার উত্তর।
সংগ্রামে জিনিল যেই একা কুরুবর॥
একবার তার তুই না কহিস্ গুণ।
বাখানিস্ বৃহন্নলা ক্লীবে পুনঃ পুন॥
কোন্ ছার বৃহন্নলা বাখানিস্ তারে।
যার মত কত জনা আছে মম পুরে॥
কেবল সহায় তার হইল সংগ্রামে।
কোন্ গুণে প্রশংসা করিস্ নরাধমে॥
শ্রবণে শুনিতে যোগ্য যেই কথা নহে।
পুনঃ পুনঃ কহিস্ শরীরে কত সহে॥
কহিতে কহিতে রাজা হৈল ক্রোধমতি।
হাতেতে আছিল পাশা মারে দ্রুতগতি॥
অক্ষপাটি প্রহারিল ধর্ম্মের বদনে।
ফুটিয়া শোণিত বাহিরায় সেইক্ষণে॥
অক্রোধী অজাত শত্রু ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হাতে রুধির ধরেন সেইক্ষণ॥
নিকটে আছিলা কৃষ্ণা বুঝি অভিপ্রায়।
হেমপাত্র শীঘ্র লৈয়া যোগায় রাজায়॥
সেই পাত্র করি রাজা ধরেন শোণিতে।
না দিলেন তাহা যত্নে ভূমেতে পড়িতে॥
হেনকালে দ্বারেতে উত্তর উপনীত।
দ্বারীরে বলিল নৃপে জানাও ত্বরিত॥

উত্তরের আজ্ঞা পেয়ে দ্বারী দ্রুতগতি।
করযোড়ে বার্ত্তা কহে মৎস্যরাজ প্রতি॥
অবধান নৃপতি কুশল সমাচার।
বৃহন্নলা সহ এল উত্তর কুমার॥
তব আজ্ঞা হেতু রাজা আছয়ে দুয়ারে।
আজ্ঞা হৈলে ভেটিবেন আসিয়া তোমারে।
বার্ত্তা পেয়ে বিরাট কহিল হরষিতে।
বৃহন্নলা সহ পুত্রে আনহ ত্বরিতে॥
বিরাটের আজ্ঞা পেয়ে চলিল সারথি।
নিকটে ডাকিল তারে ধর্ম্ম নরপতি॥
নিঃশব্দে কহেন রাজা সারথির কাণে।
দ্রুত গিয়া আন তুমি রাজার নন্দনে॥
বৃহন্নলা হেথায় না আন কদাচন।
সাবধানে কহিবে না হও বিস্মরণ॥
এত শুনি সারথি চলিল সেইক্ষণে।
কুমারে বলিল, চল রাজ সম্ভাষণে॥
বৃহন্নলা এখন যাউক নিজ স্থানে।
একেশ্বর চল তুমি রাজ-সম্ভাষণে॥
বৃহন্নলা যাইবারে কঙ্কের বারণ।
শুনিয়া করেন পার্থ স্বস্থানে গমন।
উত্তরে লইয়া দ্বারী গেল সেইক্ষণ।
বাপে নমস্কারি চাহে ধর্ম্মের বদন॥
রক্তধার বহে মুখে দেখিয়া কুমার।
সম্ভ্রমে বাপেরে বলে হ'য়ে চমৎকার॥
কহ তাত কেন দেখি হেন বিপরীত।
ভূমিতে বসিয়া কেন কঙ্ক বিষাদিত॥
বহিতেছে মুখে রক্তধারা কি কারণ।
কোন্ হেতু কহ তাত হইল এমন॥
মৎস্যরাজ বলে পুত্র শুনহ কারণ।
তোমার প্রশংসা আমি করি যেইক্ষণ॥
তোমার প্রশংসা কঙ্ক করে অবহেলা।
পুনঃ পুনঃ বাখানয়ে ক্লীব বৃহন্নলা॥
এই হেতু চিত্তে ক্রোধ হৈল মম তাত।
অক্ষপাটী প্রহারিনু হৈল রক্তপাত॥
উত্তর বলিল তাত কুকর্ম্ম করিলা।
সামান্য ব্রাহ্মণ বলি কঙ্কেরে জানিলা॥

এক্ষণে ইহারে যদি মান্য না করিবে।
নিশ্চয় জানিবে তাত সর্ব্বনাশ হবে॥
শীঘ্র উঠ তাত, অগ্রে প্রবোধ কঙ্কেরে।
যেমত চিত্তেতে ক্রোধ না জন্মে তোমারে॥
পুত্রের বচনে রাজা উঠি শীঘ্রগতি।
কহিলেন সবিনয়ে ধর্ম্মরাজ প্রতি॥
অনেক স্তবন রাজা করিল কঙ্কেরে।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমহ আমারে॥
ধর্ম্ম বলিলেন ব্যস্ত না হও রাজন্।
তোমারে আমার ক্রোধ নহে কদাচন॥
আমার হইলে ক্রোধ পূর্ব্বেতে হইত।
এখন তোমাতে ক্রোধ নাহি কদাচিত॥
পূর্ব্বেতে তোমারে ক্ষমা করেছি রাজন্।
অক্ষপাটি যেইকালে করিলে ঘাতন॥
আমার ললাটে যেই শোণিত বহিল।
যতন পূর্ব্বক রক্ত পাত্রে ধরা গেল॥
সেইমত রক্ত যদি পড়িত ভূতলে।
তবে রাজ্য সহ নাহি থাকিতে কুশলে॥
আমার শোণিতবিন্দু যেই স্থলে পড়ে।
সে স্থানের রাজা প্রজা সকলেতে মরে॥
উত্তর বলিল তাত কঙ্ক দয়াবান।
কঙ্কের দয়াতে হৈল সবার কল্যাণ॥
যখন সারথি মোরে আনিবারে গেল।
বৃহন্নলা আনিবারে কঙ্ক নিষেধিল॥
বৃহন্নলা আসি যদি শোণিত দেখিত।
এখনি জনক বড় অনর্থ হইত॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
যাহার প্রসাদেতে সংসার-বারি তরি॥

বিরাটরাজ সমীপে যুদ্ধ সম্বন্ধে উত্তরের কল্পিত বর্ণন।

তবে মৎস্য নরপতি চাহিয়া কুমার।
জিজ্ঞাসিল কহ তাত যুদ্ধ সমাচার॥
যে কর্ম্ম করিলে তুমি অদ্ভুত সংসারে।
দুর্জ্জয় যে কুরুসৈন্য জিনিলে সমরে॥
তোমার সমান পুত্র না ছিল না হবে।
তোমার মহিমা যশ সংসারেতে র'বে॥
কহ তাত কেমনে জিনিলে কুরুগণ।
কর্ণ মহাবীর যেই বিখ্যাত ভুবন॥
দেব দৈত্য যার যুদ্ধে নহে কেহ স্থির।
কিমতে জিনিলে হেন কুরু মহাবীর॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য কর্ণ দুর্য্যোধন।
এক এক মহাবীর দ্বিতীয় শমন॥
এই যে আশ্চর্য্য মম হইতেছে মনে।
কিমতে করিলে যুদ্ধ তাহাদের সনে॥
ধন্য ধন্য পুত্র তুমি কুলের দীপক।
বড় ভাগ্যবান আমি তোমার জনক॥
উত্তর বলিল তাত কর অবধান।
যখন সমরে আমি করিনু প্রয়াণ॥
বহু সৈন্য দেখিয়া হইল মম ভয়।
হেনকালে আসে এক দেবের তনয়॥
আপনি হইয়া রথী করিলেন রণ।
কুরুবল সমরে জিনিল সেইক্ষণ॥
অদ্ভুত তাঁহার কর্ম্ম নাহি দেখি শুনি।
একমুখে কি কহিব তাঁহার কাহিনী॥
লণ্ডভণ্ড করিলেন অপ্রমিত সেনা।
যতেক পড়িল তাত নাহিক গণনা॥
দয়া করি তোমারে সঙ্কটে আমা তারি।
কুরুসৈন্য হৈতে গাভী দিলেন উদ্ধারি॥
জিনি নাহি আমি পিতা কুরুসৈন্যগণ।
মুক্ত করি নাহি আমি একটী গোধন॥
শুনিয়া কহিল রাজা কহ পুত্র মোরে।
কি হেতু সে দেবপুত্র রাখিল তোমারে॥
কোথায় নিবাস তাঁর গেল সে কোথায়।
পুনর্ব্বার দেখা কি পাইব আমি তায়॥
উত্তর বলিল তিনি আছেন এই দেশে।
আজি কিম্বা কালি কিম্বা তৃতীয় দিবসে॥
হেথায় আসিবে সেই দেবের নন্দন।
শুনিয়া বিরাট রাজা আনন্দিত মন॥
অন্তঃপুরে যান তবে যথা কন্যাগণ।
উত্তরাকে দিল যত আনিল বসন॥
যার যে নিবাস স্থানে নিবসিল গিয়া।
কাশীদাস কহে কৃষ্ণপদ ধেয়াইয়া॥

জলধর-কান্তি মুখচন্দ্র অখণ্ডিত ।
কমল কমল চক্ষু অরুণ নিন্দিত ॥
যে মুখ দর্শনে জন্ম জন্ম পাপ খণ্ডে ।
জরা পরাভব খণ্ডে আর যমদণ্ডে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

বিরাটের সিংহাসনে যুধিষ্ঠিরের রাজা হওন, অজ্ঞাতবাস মোচন ও বিরাট সহ পরিচয় ।

রজনীতে পাণ্ডব মিলিল ছয়জন ।
জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনেরে ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুনিলাম বহু সৈন্য যুদ্ধেতে মারিলে ।
পরকার্য্যে এত কেন জ্ঞাতি বধ কৈলে ॥
অর্জ্জুন বলেন অবধান নরনাথ ।
দুর্য্যোধন দোষে সৈন্য হইল নিপাত ॥
যুধিষ্ঠির কহিলা কি প্রকারে জানিলে ।
নাহি দিবে রাজ্য সেই তোমাকে কহিলে ।
পার্থ বলে অস্ত্রমুখে জিজ্ঞাসিনু দ্রোণে ।
না করিবে সন্ধি জানি দ্রোণের বচনে ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিষণ্ণ বদন ।
এ কর্ম্ম করিলে ভাই কিসের কারণ ॥
না জানি অজ্ঞাত শেষ কত দিনে হয় ।
ইহামধ্যে কিমতে করিলে পরিচয় ॥
তবে সহদেব দ্রুত গণিয়া পঞ্জিকা ।
দ্বাদশ বৎসর শেষ অজ্ঞাতের লেখা ॥
অজ্ঞাত বৎসর কিছু যদি থাকে শেষ ।
তবে পুনঃ আমরা যাইব কোন্ দেশ ॥
সহদেব বলিল অজ্ঞাত হয় শেষ ।
চতুর্দ্দশ বৎসরের বিংশতি প্রবেশ ॥
যুধিষ্ঠির আনন্দে কহেন সহদেবে ।
শুভদিন উদয় হইবে ভাই কবে ॥
সহদেব কহিলেন করিয়া গণন ।
আষাঢ় পূর্ণিমা তিথি দিন শুভক্ষণ ॥
নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়া ইন্দ্র নামে যোগ ।
বৃহস্পতি বাসরে মাসের অর্দ্ধভাগ ॥

সহদেব বাক্যে ধর্ম্ম হইল সম্মত ।
যথাস্থানে যান সবে নিশা অর্দ্ধগত ॥
অনন্তরে তাহার তৃতীয় দিনান্তরে ।
পুণ্যতীর্থে স্নান করি পঞ্চ সহোদরে ॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করেন ভূষণ ।
মুকুট কুণ্ডল হার অঙ্গদ কঙ্কণ ॥
বিরাট রাজার রাজ-সিংহাসনোপরি ।
শুভলগ্ন বুঝিয়া বৈসেন ধর্ম্মকারী ॥
ভস্ম হতে দীপ্ত যেন হৈল হুতাশন ।
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল তপন ॥
ইন্দ্রকে বেড়িয়া যেন শোভে দেবগণ ।
ভ্রাতৃসহ যুধিষ্ঠির শোভেন তেমন ॥
বামভাগে বসিল দ্রুপদ-রাজসুতা ।
দক্ষিণেতে বৃকোদর ধরে দণ্ডছাতা ॥
করযোড়ে অগ্রেতে রহেন ধনঞ্জয় ।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রার তনয় ॥
সভাতে রাজার যত সভাপাল ছিল ।
দেখি শীঘ্র গিয়া মৎস্যরাজারে কহিল ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা ধায় ক্রোধভরে ।
সুপার্শ্বক মদিরাক্ষ সঙ্গে সহোদরে ॥
শ্বেত শঙ্খ এল দুই রাজার নন্দন ।
উত্তর কুমার শুনি ধায় সেইক্ষণ ॥
যত মন্ত্রী সেনাপতি পাত্র ভৃত্যগণ ।
বার্ত্তা শুনি ধাইয়া আইল সেইক্ষণ ॥
পাণ্ডবেরে দেখিয়া বিস্মিত সভাজন ।
পঞ্চ গোটা ইন্দ্র যেন হয়েছে শোভন ॥
জমদগ্নি সমতেজ পাণ্ডবে দেখিয়া ।
মুহূর্ত্তেকে রহে রাজা স্তম্ভিত হইয়া ॥
কত দূরে উত্তর পড়িল ভূমিতলে ।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া স্তুতিবাক্য বলে ॥
দেখিয়া বিরাট রাজা কুপিত অন্তর ।
কঙ্কে চাহি কহিলেন কর্কশ উত্তর ॥
হে কঙ্ক কি হেতু তব এই ব্যবহার ।
কি হেতু বসিলে তুমি আসনে আমার ॥
ধর্ম্মজ্ঞ সুবুদ্ধি বলি বসাই নিকটে ।
কোন্ জ্ঞানে বসিলে আমার রাজপাটে ॥

প্রথমে বলিলে তুমি আমি ব্রহ্মচারী।
ভূমিতে শয়ন করি ফলমূলাহারী॥
কোন' দ্রব্যে আমার নাহিক অভিলাষ।
এখন আপন ধর্ম্ম করিলে প্রকাশ॥
অনুগ্রহ করিয়া করিনু সভাসদ।
এবে ইচ্ছা হইল লইতে রাজ্যপদ॥
না বুঝিয়া বসিলে অবিদ্যমানে মোর।
বিদ্যমানে আমার সম্ভ্রম নাহি তোর॥
আর দেখ আশ্চর্য্য সকল সভাজনে।
সৈরিন্ধ্রীরে বসাইল আমার আসনে॥
মোরে নাহি ভয় করে নাহি লোকলাজ।
পরস্ত্রী লইয়া বৈসে রাজসভামাঝ॥
কহ বৃহন্নলা কেন অন্তঃপুর ছাড়ি।
কঙ্কের সম্মুখে দাণ্ডাইলে কর যুড়ি॥
হে বল্লভ সূপকার তোমার কি কথা।
কার বাক্যে কঙ্কেরে ধরিলে দণ্ডছাতা॥
অশ্বপাল গোপালের কিবা অভিপ্রায়।
এ দোঁহে কঙ্কেরে কেন চামর ঢুলায়॥
হে সৈরিন্ধ্রী জানিলাম তোমার চরিত্র।
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা তুমি পরম পবিত্র॥
বাপের বচনেতে উত্তর ভীতমন।
আঁখি চাপি বাপেরে করিল নিবারণ॥
কুমারের ইঙ্গিত না বুঝিল রাজন্।
উত্তরে চাহিয়া বলে সক্রোধ বচন॥
কহ পুত্র তোমার এ কেমন চরিত।
মম পুত্র হ'য়ে কেন এমন অনীত॥
কঙ্কের অগ্রেতে করিয়াছ যোড়হাত।
মুখে স্তুতিবাক্য ঘন ঘন প্রণিপাত॥
সেই দিন হৈতে তব বুদ্ধি হেল আন।
কুরু হৈতে যে দিন গোধন কৈলে ত্রাণ॥
আমা হৈতে শত গুণে কঙ্কেতে ভকতি।
নহিলে এ কর্ম্ম করে কঙ্কের শকতি॥
পুনঃ পুন বিরাট করেন কটুত্তর।
কোপেতে কম্পিত কায় বীর বৃকোদর॥
নিষেধ করেন ধর্ম্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর কহিছেন ধীরে॥

যে বলিলা বিরাট অন্যথা কিছু নয়।
তোমার আসন কি ইঁহার যোগ্য হয়॥
যে আসনে এ তিন ভুবন নমস্কারে।
ইন্দ্র যম বরুণ শরণ লয় ডরে॥
অখিল ঈশ্বর যেই দেব জগন্নাথ।
ভূমি লুঠি যে চরণে করে প্রণিপাত॥
সে আসনে সতত বৈসেন যেইজন।
কিমতে তাঁহার যোগ্য হয় এ আসন॥
বৃষ্ণি ভোজ অন্ধক কৌরব আদি করি।
সপ্তবংশ সহ যাঁর খাটেন শ্রীহরি॥
পৃথিবীতে যত বৈসে রাজ-রাজ্যেশ্বর।
ভয়েতে শরণ লয় দিয়া রাজকর॥
দানেতে দরিদ্র না রহিল পৃথিবীতে।
নির্ভয় ও সুখী প্রজা যাঁর পালনেতে॥
যত অন্ধ অথর্ব্ব অকৃতি অভাজন।
অনুক্ষণ গৃহে ভুঞ্জে নাহিক বারণ॥
অষ্টাদশ সহস্র দ্বিজ ভুঞ্জে অনুদিন।
যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা খায় ইচ্ছাধীন॥
ভীমার্জ্জুন পৃষ্ঠভাগ রক্ষিত যাঁহার।
দুই ভিতে রামকৃষ্ণ মাদ্রীর কুমার॥
পাশাতে যে রাজ্য দিয়া ভাই দুর্য্যোধনে
ভ্রমিলেন দ্বাদশ বৎসর তীর্থ বনে॥
হেন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
তোমার আসন যোগ্য হয় কি ইঁহার
শুনিয়া বিরাট রাজা মানি চমৎকার।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন কহ আরবার॥
ইনি যদি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অধিকারী।
কোথায় ইহার আর সহোদর চারি॥
কোথায় দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণা গুণবতী।
সত্য কহ বৃহন্নলা এ সব ভারতী।
অর্জ্জুন বলেন হের দেখ নরপতি।
তব সূপকার যেই বল্লভ খেয়াতি॥
যাঁহার প্রহারে যক্ষ রাক্ষস কম্পিত।
ব্যাঘ্র সিংহ মল্ল আদি তোমার বিদিত।
মারিল কীচকে যেই তোমার শ্যালক।
দেখ এই বৃকোদর জলন্ত পাবক॥

অশ্বপাল গোপালক যেই দুইজন।
সেই দুই ভাই এই মাদ্রীর নন্দন॥
এই পদ্মপলাশাক্ষী সুচারু-হাসিনী।
পাঞ্চাল রাজার কন্যা নাম যাজ্ঞসেনী॥
যার ক্রোধে শত ভাই কীচক মরিল।
সৈরিন্ধ্রির বেশে তব গৃহেতে বঞ্চিল॥
আমি ধনঞ্জয় ইহা জানহ রাজন্।
শুনিয়া বিরাট রাজা বিচলিত মন॥
রাজপুত্র উত্তর বলয়ে সবিনয়।
তব ভাগ্য দেখ তাত কহনে না যায়॥
পঞ্চ ভাই আর কৃষ্ণা আজ্ঞাবর্ত্তী তাত।
বৎসরেক তব গৃহে বঞ্চিল অজ্ঞাত॥
মহাবল কীচক হেলায় নিপাতিল।
সুশর্ম্মারে ধরি আনি তোমা মুক্ত কৈল॥
পূর্ব্বে তব পিতৃগণ বহু পুণ্য কৈল।
তেই হেন নিধি তাত গৃহেতে আইল॥
শীঘ্রগতি চরণে শরণ লও তাত।
এত বলি উত্তর করিল প্রণিপাত॥
শুনিয়া বিরাট রাজা সজল-নয়ন।
সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চ হৈল গদগদ বচন॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া পড়িল কতদূর।
পুনঃ পুন উঠে পড়ে ধূলায় ধূসর॥
সবিনয়ে বলে রাজা যোড় করি পাণি।
বহু অপরাধী আমি ক্ষম নৃপমণি॥
রাজ্য দারা ধন মম যত পুত্র আগে।
করিলাম সমর্পণ তব পদযুগে॥
শুনিয়া সদয় হ'য়ে ধর্ম্মের নন্দন।
আজ্ঞা করিলেন পার্থে তুলহ রাজন্॥
অর্জ্জুন ধরিয়া তাঁরে তোলে সেইক্ষণে।
সান্ত্বাইল নরপতি মধুর বচনে॥
সর্ব্বকাল ধর্ম্মরাজ তোমার সহায়।
তোমার পুরেতে আসি করিনু আশ্রয়॥
বিরাট কহিল যদি করিলে প্রসাদ।
ক্ষমা কর আমার হে যত অপরাধ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কেন হেন কহ।
বহু উপকারী তুমি অপরাধী নহ॥
নিজ গৃহ হ'তে সুখ তব গৃহে পাই।
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন ঠাঁই॥
বিরাট বলিল যদি হৈলে কৃপাবান।
এক নিবেদন মম আছে তব স্থান॥
উত্তরা নামেতে কন্যা আমার আছয়।
তাহাকে বিবাহ কর বীর ধনঞ্জয়॥
শুনি যুধিষ্ঠির চাহিলেন ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুন বলেন কন্যা মম যোগ্য নয়॥
শুনিয়া বিরাট রাজা হইল ব্যথিত।
সবিনয়ে অর্জ্জুনেরে জিজ্ঞাসে ত্বরিত॥
কহ মহাবীর কি আমার সাধে বাদ।
দারা পুত্র দোষী কি কন্যার অপরাধ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা কহ না বুঝিয়া।
বৎসরেক পড়াইনু আচার্য্য হইয়া॥
দীক্ষা শিক্ষা জন্মদাতা একই সমানে।
না করিল লজ্জা মোরে শিক্ষাদাতা জ্ঞানে।
কিন্তু দুষ্টলোকে আমি বড় ভয় করি।
বলিবেক ছিল পার্থ নারীবেশ ধরি॥
বৎসরেক নারী সহ ছিল নারীবেশে।
শয়ন গমন কিছু না জানি বিশেষে॥
এই হেতু মম বড় ভয় হয় মনে।
বিবাহ করিলে নিন্দা দুষ্টের বদনে॥
তুমিও পবিত্র, তব কন্যা গুণবতী।
তব কন্যাযোগ্য অভিমন্যু মহামতি॥
অস্ত্রে শস্ত্রে সুপণ্ডিত বিক্রমে কেশরী।
তব কন্যা তার যোগ্য উত্তরা সুন্দরী॥
অভিমন্যু যোগ্যপাত্র ইথে নাহি আন।
মম পুত্রে নৃপতি করহ কন্যাদান॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন বিরাটের তরে।
দ্বারকানগরে দূত পাঠাও সত্বরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ।

তবে ধর্ম্ম আজ্ঞায় চলিল দূতগণ।
রাজ্যে রাজ্যে যথা তথা বৈসে বন্ধুজন॥

পাণ্ডবের উদয় শুনিয়া বন্ধুগণ।
শ্রুতমাত্র মৎস্যদেশে করিল গমন॥
দ্বারকা হইতে কৃষ্ণ সপ্তবংশ লৈয়া।
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই গরুড়ে চড়িয়া॥
প্রদ্যুম্ন সাত্যকি শাম্ব গদ আদি করি।
সত্যভামা রুক্মিণী প্রভৃতি যত নারী॥
সুভদ্রা সৌভদ্র আর যতেক সারথি।
সহ পরিবার আইলেন লক্ষ্মীপতি॥
আইল পাঞ্চাল হৈতে দ্রুপদ রাজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ পঞ্চ কৃষ্ণার নন্দন॥
উগ্রসেন বসুদেব উদ্ধব অক্রূর।
সর্ব্ব রাজা উত্তরিল বিরাটের পুর॥
নানাধৃতি সুকৃতি কৌতুক নরপতি।
ঝিল্ল উপঝিল্ল তথা এল শীঘ্রগতি॥
মাতাসহ অভিমন্যু অর্জ্জুন-নন্দন।
চিত্রসেন সারথি আইল সেইক্ষণ॥
বৃষ্ণি ভোজ উলুক প্রধান সেনাপতি।
পুরীসহ শ্রীগোবিন্দ আইলেন তথি॥
গজ দশ সহস্র তুরঙ্গ তিন লক্ষ।
এক লক্ষ রথেতে আইল সর্ব্বপক্ষ॥
দশ লক্ষ চর আইসে পদাতিকগণ।
স্বয়ং কৃষ্ণ আইলেন বিরাট ভবন॥
গোবিন্দেরে দেখি পঞ্চ পাণ্ডব সানন্দ।
চকোর পাইল যেন পূর্ণিমার চন্দ্র॥
আলিঙ্গন দিয়া রাজা কৃষ্ণে না ছাড়েন।
দুই ধারা নয়নেতে অশ্রু বরিষেণ॥
অশ্রুজলে গোবিন্দের ভাসে পীতবাস।
মুখেতে না স্ফুরে বাক্য গদ গদ ভাষ॥
প্রণমিয়া গোবিন্দ বলেন মৃদুভাষ।
একে একে পঞ্চ ভাই করেন সম্ভাষ॥
সবারে করেন পূজা রাজা মহাশয়।
প্রত্যক্ষ সবারে দেন উত্তম আলয়॥

উৎসব করিল তবে বিবাহ কারণ।
নট নটী নৃত্য করে বিবিধ বাজন॥
নানা বস্ত্র ভূষণ কন্যারে পরাইল।
রোহিণী চন্দ্রমা যেন উভয়ে মিলিল॥
সর্ব্বগুণে সুলক্ষণা উত্তরা যে নাম।
অভিমন্যু সঙ্গে যেন মিলে রতি কাম॥
অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যু মহামতি।
কৃষ্ণ ভাগিনেয় বসুদেবের যে নাতি॥
ভক্তিভাবে মৎস্যরাজ করে কন্যাদান।
রথ অশ্ব গজ দিল প্রধান প্রধান॥
এক লক্ষ দিল গজ রত্নসিংহাসন।
প্রবাল মুকুতা রত্ন দিল নানা ধন॥
হেনমতে সবান্ধবে কুতূহল মনে।
ধর্ম্ম নিবসেন সুখে বিরাট ভবনে॥
বিদায় করেন ধর্ম্ম যত রাজাগণ।
যে যাঁহার দেশে সব করিল গমন॥
শ্রীকৃষ্ণ রহেন তথা আর অভিমন্যু।
বিদায় করেন কৃষ্ণ আর যত সৈন্য॥
যত যদুনারী সর্ব্ব গেল দ্বারকারে।
বলভদ্র আদি আর যতেক কুমারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
পাণ্ডবের উদয় শুনয়ে যেই জন।
সর্ব্বদুঃখে তরে সেই ব্যাসের বচন॥
কোটি ধেনু দান সম শ্রবণেতে ফল।
তরয়ে আপদ হৈতে শরীর নির্ম্মল॥
হরিকথা শ্রবণেতে সর্ব্বপাপ যায়।
আদ্য অন্ত হৈতে যেবা হরিগুণ গায়॥
পাণ্ডব উদয় আর কৃষ্ণের মিলনে।
মহা মহাপাপ ধ্বংস যাহার শ্রবণে॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।
এতদূরে বিরাট হইল সমাপন॥

ইতি বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত।